তাছাওউফ তত্ত্ব

মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা

শামছুল হক ফরিদপুরী

ছদর সাহেব হুযুর (রহ.)

প্রকাশনায়

বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স

১১/১, ইসলামী টাওয়ার (আণ্ডার গ্রাউণ্ড), দোকান নং ৬, ঢাকা।

মোবাইলঃ ০১৭১১-১৩৯৪০২, ০১৯১৩-০৫৩৩৭৪, ০১৭১২-৭১৫৭[illegible]

তাছাওউফ তত্ত্ব

মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা
শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর সাহেব হুযুর (রহ.)

❒ **প্রকাশকঃ মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম** ❒ **প্রকাশকালঃ** প্রথম প্রকাশ– জানুয়ারী ২০০১; অষ্টম প্রকাশ: জুন ২০০৭ ❒ **সার্বিক তত্ত্বাবধানে :** আলহাজ্জ হাফেজ হযরত মাওলানা ওমর আহমদ সাহেব (বড় সাহেবজাদা) ❒ কম্পিউটার কম্পোজঃ **আশ্-শামস কম্পিউটার,** ৩/৪-এ সাব্বির টাওয়ার, দ্বিতীয় তলা, পুরানা পল্টন, ঢাকা–১০০০। মোবাইলঃ ০১৭১১-১৩৯৪০২, ০১৯১৩-০৫৩৩৭৪

মূল্য : আশি টাকা মাত্র

প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার। দরূদ ও সালাম বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও মহান সাহাবীগণের প্রতি।

মানুষ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক। আবার মানুষকেই স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চতুষ্পদ জন্তুর থেকে নিৎকৃষ্ট অভিহিত করেছেন। এই বিপরীত ধারার দু'টি অবস্থা সৃষ্টি হয় সাধারণতঃ মানুষের কর্মভেদে। মানুষ যখন দয়াময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নির্দেশিত এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অনুসৃত পথে জীবনকে পরিচালিত করে তখন সে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে পরিগণিত হয়। আর এরই বিপরীতমুখী জীবন পরিচালিত করে তথা নফসের গোলামী করে মানুষ যখন প্রবৃত্তি পূজায় লিপ্ত হয় তখন সে চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে।

এ উভয় অবস্থায়-ই মানুষের মধ্যে যে রূহ বা অন্তর রয়েছে তার প্রভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। মানুষের শরীরে যেমন নানাবিধ রোগ-ব্যাধি হয়ে থাকে তদ্রূপ রূহেরও বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। কিন্তু মানুষ সাধারণতঃ শারীরিক অসুস্থতার জন্য পথ্য গ্রহণ পূর্বক সুস্থতার কথা চিন্তা করে। পক্ষান্তরে রূহ; যার উপর নির্ভর করে মানুষের ইহ-পারলৌকিক জীবনের সার্বিক সফলতা– তার অসুস্থতা সম্পর্কে সবাই উদাসীন থাকে।

অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) তাঁর অসংখ্য লেখনীর মাঝে দীর্ঘ রচনাবলী রেখে গেছেন। তারই সমন্বিত একটি রূপ 'তাছাওউফ তত্ত্ব'। জাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে পুস্তকটির গুরুত্ব অপরিসীম এবং অবর্ণনীয়। আমরা তারই সুযোগ্য বড়

সাহেবজাদা আলহাজ্জ হযরত মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ ওমর সাহেব-এর তত্ত্বাবধানে তারই নির্বাচিত নাম **'বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স'**-এর পক্ষ থেকে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

বইটিকে সম্পূর্ণ নিখুঁত ও নির্ভুল করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। এরপরও মানুষ যেহেতু ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়, তাই অজ্ঞাতসারে কোন ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়াটা নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই কোন সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে সদয় অবগতির বিনীত অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। পুস্তকটি প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে আমরা অনেকের দ্বারা উপকৃত হয়েছি। আমরা তাদেরকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং আমাদের সকলের নাজাতের উসিলা করে দিন।

জ্ঞানতাপস, ক্ষণজন্মা এ মহামনীষী প্রণীত মূল্যবান বইটি পড়ে প্রবৃত্তিপূজায় পতিত দিশেহারা মানুষ, ঘুণে ধরা এ সমাজের কোন পরিবর্তন সাধিত হয়, আল্লাহভোলা কোন বান্দা খুঁজে পায় সঠিক পথের সন্ধান এবং আশরাফুল মাখলুকাত তথা সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে অভিহিত মানুষ তার কর্তব্য বুঝতে সক্ষম হয়, তাহলেই আমাদের এই শ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

বিনয়াবনত

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

আরজ

সত্য চিরদিনই সত্য এবং মিথ্যা চিরকালই মিথ্যা; সত্য আর মিথ্যায় কোন আপোষ নাই। নকল কোন দিনই আসল হইতে পারে না, আসলের সহিত নকল অজ্ঞাতসারে মিশিয়া গিয়া জনসাধারণের মধ্যে চালু হইয়াছে। এইজন্য ভালকে কখনও বাদ দেওয়া যাইবে না এবং মন্দকেও কখনও গ্রহণ করা যাইবে না। বরং ভালোর মধ্য হইতে মন্দকে বাছাই করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে।

পাশ্চাত্য জগতের লিখক গোষ্ঠী ইসলামী তাছাওউফ সম্বন্ধে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। তাহারা তাছাওউফকে যোগী সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে ধার করা সুফীইজম বলিয়া ব্যাখ্যা দিয়াছে। অর্থাৎ পৌত্তলিকগণের বিশ্বাস মতে যোগী সন্ন্যাসীদের সাধনার কারণে স্বয়ং স্রষ্টা যোগী সন্ন্যাসীদের মধ্যে ঢুকিয়া বিভিন্ন প্রকার রূপ ধারণ করতঃ জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন! এই বিশ্বাসকেই বলে 'হামাউস্ত বা রূপান্তরবাদ বা অবতারবাদ।' অথচ এইরূপ ধারণা ও বিশ্বাস সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ইহাতে মানুষে আর আল্লাহ্‌তে কোন ব্যবধান থাকে না। মানুষকে আর আল্লাহ্‌কে এক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং শিরক।

আসল তাছাওউফ সুফীইজম নহে; তাছাওউফ ব্যতীত ইসলাম প্রাণহীন ও জীবনবিহীন হইয়া অপূর্ণ থাকিয়া যায়। স্রোতবিহীন নদী যেমন মরা, তাছাওউফবিহীন ইসলামও ঠিক তদ্রূপ জীবনহীন ও অপূর্ণ। ইলমে ফিকাহ্‌কে যেরূপ কুরআন ও হাদীস হইতে মন্থন করিয়া বাহির করিয়া পার্থিব শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য শরীয়তের বিধান বলিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে, তদ্রূপ সহীহ তাছাওউফও কুরআন এবং হাদীস হইতে মন্থন করিয়া বাহির করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা মানুষের নৈতিক ও অভ্যন্তরীণ দিকটা সংশোধন ও ইসলাহ করিয়া তায়াল্লুক মাআল্লাহ'র হালত পয়দা করিয়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় জীবন কুরবান করার মত শক্তি জন্মে এবং সত্যিকার মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন ও পূর্ণতা লাভ হয়। নবুয়তের খিলাফত কায়েম করার শক্তি জন্মে, ইহার অপরিসীম গুণাবলী সর্বকালে স্বীকৃত ও প্রমাণিত হইয়া আসিয়াছে।

তাছাওউফ কোন মতবাদের নাম নহে, ইহা বাস্তব সত্য। ইহার যথাযথ শিক্ষার ব্যাপক প্রচেষ্টা ও কার্যকরী ব্যবস্থা না থাকায় ধীরে ধীরে ইহা লোপ পাইয়া

যাইতেছে। অপরদিকে ধর্মের নামে ধোঁকাবাজ ভণ্ডরা এই সুযোগে নিজেদের মতলব হাসিলের জন্য তাছাওউফের নামে ধোঁকা দিয়া অজ্ঞ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া মহাপাপে ডুবাইতেছে। কেননা যাহারা কিতাবী বিদ্যার আলিম হয় অথচ নিঃস্বার্থ কামিল ওলী-আল্লাহ্‌র সুহবতে থাকিয়া সুহবতী ইলমের দ্বারা নফসের ইসলাহ্ করিয়া জিহাদে আকবরের মশ্‌ক করিতে শিখে না, যাহার কারণে দ্বীনের সহীহ্ সমঝ পয়দা হইতেছে না। এই কারণে ভণ্ডদের মহা সুযোগ হইয়াছে, উলামায়ে ছু'র সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে এবং ধর্মের নামে ধোঁকাবাজি চলিতেছে।

বর্তমান যামানায় উলামায়ে ছু অর্থাৎ অসৎ আলিম ও পীরদের উৎপাতে অতিষ্ঠিত হইয়া বহু জ্ঞানী লোকও স্পর্শমণির তুল্য তাছাওউফকে বাদ দিতে বাধ্য হইতেছেন।

ভণ্ডদের বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া তাহাদের ধোঁকা বানচাল করিয়া দিয়া খাঁটি তাছাওউফের পথে চলার জন্য বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ আলিমে হক্কানী মুর্শিদে কামিলে মুকাম্মিল হযরত মাওলানা শামসুল হক সাহেব মা'রেফাতের সংক্ষিপ্ত সাররূপে তাছাওওফ সম্বন্ধে কতিপয় কিতাব লিখিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে চারখানা রিসালা একত্রে প্রকাশ করার প্রয়োজন হওয়ায় সমাজের খিদমতে পেশ করা হইল। ইসলামের পাঁচটি ধাপ, মানবতার উৎকর্ষ সাধন এই পাঁচটি ধাপ অতিক্রম করিয়াই করিতে হয়ঃ শরীয়ত, তরীকত, মারেফাত, হাকীকত সবই শরীয়তের প্রাণ; ইহা হইতেছে ৫ম ধাপ, মানবতার শেষ মনযিল, ১ম ৪টি ধাপ অর্থাৎ ই'তিকাদ (আকীদা), ইবাদত, মুয়ামিলাত (কায়-কারবার), মুয়াশিরাত (সামাজিকতা ও আত্মীয়তার পরস্পর সম্পর্ক) ইহা যে কোন উস্তাদের কাছে পড়িয়া বা বই দেখিয়া শিক্ষা করা যায় কিন্তু ৫ম ধাপ কামিলে মুকাম্মিল ওলী-আল্লাহ্‌র সুহবত বা সংস্পর্শ ছাড়া লাভ হয় না।

আয় আল্লাহ্! আপনি ইহা কবুল করুন এবং এই খিদমতকে আমাদের নাজাতের ওসীলা করিয়া দিন। আমাদের উপর খাদেমুল ইসলাম জামায়াতের যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে উহা যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন। আয় আল্লাহ্! আপনার আরিফ আশিক এই কিতাব প্রণেতার রূহানী ফয়েয আমাদের উপর চিরদিন কায়েম রাখুন, তাঁহাকে আপনার রহমতের কোলে তুলিয়া নিন। আমিন্! ছুম্মা আমিন!!

আরয গুজার

ফজলুর রহমান

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়
মুক্তির পথ

চতুর্থ অধ্যায়
পীরের পরিচয় মুরীদের কর্তব্য

'আমার অপ্রকাশিত লেখা যেন মিটে না যায়– তোমাদের কলমে নকল করিয়া রাখিও। আমি যাহা কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা লিখিয়াছি উহার রদ-বদল করিও না– উহার একটা শব্দও আল্লার ইশারা না পাইয়া লিখি নাই, কোন কথা ছুটিয়া গেলে জীবন ভর চেষ্টা করিয়াও আর পাইবা না।'

– সদর সাহেব হুযুর (রহ.)

'একটা জাতির পরাধীন হতে, পতন হতে সময় লাগে না, সাধনা লাগে না কিন্তু একটা পতিত জাতিকে, পরাধীনতার অভিশপ্ত একটা জাতিকে উন্নত করিতে বহু সময়, বহু সাধনা, বহু ত্যাগ, বহু কুরবানীর দরকার। আর শুধু তাই নয়, সর্বোপরি সর্বশক্তিমান রহীম-রহমান আল্লার ঐশী মদদের দরকার।'

– সদর সাহেব হুযুর (রহ.)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

তাছাওউফ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর

১. প্রশ্ন ঃ ইলমে তাছাওউফের হাকীকত (আসল বস্তু) কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াসের দ্বারা প্রমাণিত আছে কি না?

১. উত্তর ঃ প্রথমতঃ জানিয়া বুঝিয়া ইয়াদ করিয়া রাখুন যে, কোন বিষয়ের ফায়সালা (মীমাংসা) কুরআনের দ্বারা হইয়া গেলে পরে আর হাদীস, ইজমা বা কিয়াসের প্রমাণ তালাশ করার দরকার করে না। এইরূপে কোন বিষয়ের ফায়সালা সহীহ হাদীসের দ্বারা হইয়া গেলে তারপর আর কোন ইজমা, কিয়াসের প্রমাণ তালাশ করার দরকার করে না। যদি কোন বিষয়ের ফায়সালা (পরিষ্কার মীমাংসা) কুরআনে না পাওয়া যায় তবে হাদীসের মধ্যে তাহার মীমাংসা তালাশ করিতে হয়। যদি হাদীসের মধ্যেও পরিষ্কার মীমাংসা না পাওয়া যায় তারপর তালাশ করিতে হয় যে, সাহাবা, তাবেয়ীন বা আইম্মায়ে মুজতাহিদীন কাহারও বিরুদ্ধাচরণ ব্যতিরেকে একমত হইয়া ইজমা করিয়া দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কুরআন-হাদীসের সনদসহ কোন মীমাংসা দিয়াছেন কি না? যদি এইরূপ ইজমাও না পাওয়া যায় তারপর আশ্রয় নিতে হয় কুরআন-হাদীসের অনুরূপ ইজতিহাদের এবং কিয়াসের। ইহাও জানিয়া রাখুন যে, উপরিউক্ত চারটি দলিলই ইসলামের। এই চার দলিলের যে কোন একটি দলিলের দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত হইলেই যথেষ্ট হইবে, এক দলিলের দ্বারা প্রমাণিত হইলে অন্য দলিলের দরকার করে না। কিন্তু হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হইলে হাদীস সহীহ কি না তাহা দেখিতে হইবে এবং ইজমার দ্বারা প্রমাণিত হইলে ইজমার সনদ আছে কি না, তাহা দেখিতে হইবে এবং ইজতিহাদ ও কিয়াসের দ্বারা প্রমাণিত হইলে কুরআনের কোন্ আয়াত হইতে বা কোন্ সহীহ হাদীস হইতে ইজতিহাদ ও কিয়াস করিয়া বাহির করা হইয়াছে, তাহা দেখিতে হইবে এবং ইহাও দেখিতে হইবে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে ইজতিহাদ দ্বারা কুরআনের আয়াতের এবং হাদীসের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মতত্ত্ব ও সূক্ষ্মবস্তু কুরআন-হাদীসের

অনুরূপ বস্তু বাহির করা হইয়াছে না পরানুকরণ করিয়া ইছলামের মধ্যে পরগাছার আমদানী করা হইয়াছে? যদি প্রকৃত ইজতিহাদ ও সত্যিকার কিয়াস হয়, তবে তাহা মানিতে হইবে, আর যদি পরগাছা হয় তবে তাহা কাটিয়া ছাটিয়া ফেলিতে হইবে। হক্কানী উলামা ও হক্কানী মাশায়েখগণ সর্বযুগে এইরূপই করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ জানিয়া রাখুন যে, এক হইয়াছে (تَصَوُّفْ) তাছাওউফ শব্দ, আর এক হইয়াছে ইল্‌মে তাছাওউফের হাকীকত অর্থাৎ তাছাওউফের আসল বিষয়বস্তুগুলি। জানিয়া রাখুন যে, তাছাওউফ (تَصَوُّفْ) শব্দটি কুরআনে বা হাদীসে নাই বা সাহাবাদের যামানাতেও এই শব্দের এবং এই পরিভাষার প্রচলন হয় নাই, অবশ্য তাবেয়ীদের এবং তাবে-তাবেয়ীনদের যুগ হইতে এই শব্দ এবং এই পরিভাষার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু তাছাওউফের হাকীকত অর্থাৎ তাছাওউফের আসল বিষয়বস্তুগুলি কুরআনের দ্বারা, সহীহ হাদীসের দ্বারা, ইজমার দ্বারা এবং ইজতিহাদ ও কিয়াসের দ্বারা প্রমাণিত আছে।

এখানে জানিয়া রাখা দরকার যে, এক হইয়াছে সহীহ (বিশুদ্ধ) তাছাওউফ, যাহা ইল্‌মে তাছাওউফের ইমামগণ (যেমন হাসান বসরী, হারিস মুহাসীবী, জুনায়েদ বোগদাদী, মারূফ কারখী, ফুযাইল ইব্‌নে আয়ায, ইমাম গাযযালী, সায়্যেদোনা আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী, খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ, খাজা শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী, সায়্যেদেনা আহমাদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফেসানী, ইমাম শাহ ওলী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবী, সায়্যিদ আহমদ বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ বুযুর্গানে দ্বীন) কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। আর এক হইয়াছে, গলত ও কৃত্রিম তাছাওউফ। ইংরেজ ওরিয়েন্টালিস্টগণ গলত তাছাওউফকে Sufism বলিয়া Sufism ভারতীয় যোগীদের নিকট হইতে ধার করা বলিয়া শত শত বই লিখিয়া সহীহ তাছাওউফের অফুরন্ত বরকত ও ফয়েয হইতে মানুষকে মাহরূম করিয়া রাখিয়াছে। এইরূপে একদল ভণ্ড তপস্বী তাছাওউফের নামে পেট পালিবার জন্য, নাম করিবার জন্য, কবর পূজা, পীর পূজা, পয়গম্বর পূজা ইত্যাদি করিয়া, মাযারে টাকা দিলে সকলের সকল মকছুদ হাসিল হইয়া যাইবে, পীরকে জাহিরী আল্লাহ্ মানিয়া সিজদা করিলে দোষ নাই; বরং সব মকছুদ হাসিল হইয়া যাইবে, বাতিন ঠিক থাকিলে তরীকতপন্থীদের আর জাহিরী শরীয়তের ইল্‌ম হাসিল করার বা শরীয়ত পালনের দরকার হয় না ইত্যাদি বাতিল কাজ করিয়া এবং বাতিল কথা বলিয়া এবং খৃষ্টানগণ আধ্যাত্মিকতার (তাছাওউফের) দোহাই দিয়া, ঈসা পয়গম্বরকে আল্লাহর পুত্র মানিয়া, মিথ্যা আল্লাহ্‌র পুত্রকে মিথ্যা শূলিতে বধ করা হইয়াছে মানিলে সব পাপ মোচন হইয়া যাইবে, এই মিথ্যা প্রচার করিয়া দুনিয়ার মানুষকে পাপে ডুবাইবার

ব্যবস্থা চালু করিয়া আল্লাহ্‌র প্রেরিত আল্লাহ্‌র রাসূলগণের প্রচারিত খাঁটি ধর্মকে, খাঁটি ইসলামকে এবং খাঁটি আধ্যাত্মিকতাকে নষ্ট করিতেছে।

তৃতীয় আর এক প্রকার লোক আছে তাহারা ভণ্ড বা ধোকাবাজ নহে। কিন্তু প্রকৃত তাছাওউফকে তাহারা বুঝে নাই, তাহাদের রূহানী তরক্কী বন্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের খাঁটি তাছাওউফের ইল্‌ম হাসিল করিয়া নিজেদের সংশোধন করা এবং রূহানী তরক্কী করা দরকার।

তাছাওউফ (تَصَوُّفْ) শব্দটি কোথা হইতে আসিল? তাছাওউফ (تَصَوُّفْ) শব্দটি সম্বন্ধে অনেকে অনেক মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মোহাক্কেকীনদের মতে শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে (صَفْوٌ) ধাতু হইতে।

قَلْبِ مَكَانِيْ হইয়াছে অর্থাৎ بَابِ تَفَعُّلْ - এ নিয়া শেষের وَاوْ -কে মাঝখানে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আরবী ভাষার অনেক বিশেষত্ব আছে, তন্মধ্যে একটি বিশেষত্ব এই যে, খুব বেশীর অর্থ উৎপাদন করাইতে হইলে অন্যান্য ভাষায় অন্য একটি বিশেষণ শব্দ বাড়াইতে হয়। যেমনঃ মহাপণ্ডিত, মহাজ্ঞানী ইত্যাদি। কিন্তু আরবী ভাষায় অন্য শব্দ বাড়ানো ব্যতিরেকে একই শব্দের ভিতর অক্ষর বাড়াইয়া খুব বেশী অর্থ উৎপাদন করা যায়। যেমন ঃ يَصْفُوْ - صَفًّا মানে পরিষ্কার হওয়া, تَصَوَّفَ - يَتَصَوَّفُ - تَصَفَّى - يَتَصَفَّى অর্থ খুব বেশী পরিষ্কার হওয়া, عَالِمْ মানে পণ্ডিত, বিদ্বান, জ্ঞানী। عَلَّامَةْ (আল্লামা) মানে মহাপণ্ডিত, মহাজ্ঞানী, খুব বড় বিদ্বান ইত্যাদি। تَصَوُّفْ শব্দের অর্থ মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এবং পশুর আত্মা, হিংস্র জন্তুর আত্মা, শয়তানের আত্মা, মানবাত্মা এবং দেবাত্মা (ফেরেশতার আত্মা) এই পাঁচ প্রকার আত্মার সমন্বয়ে, মানবাত্মার মধ্যে পশুর আত্মা, হিংস্র জন্তুর আত্মা এবং শয়তানের আত্মা হইতে যে সব ময়লা অনবরত আসিতে থাকে, মানুষের বিবেককে কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপুর যে সব ময়লা অনবরত আচ্ছন্ন করিতে থাকে, সেই সব ময়লা হইতে মানবাত্মাকে এবং মানুষের বিবেককে অনবরত খুব তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।'

যদিও تَصَوُّفْ শব্দটি কুরআনে নাই কিন্তু সত্যিকার عِلْمِ تَصَوُّفْ এর মূল উৎস কুরআন পাক। যেমনঃ عِلْمِ فِقْهْ -এর বিস্তারিত সব শাখা-প্রশাখাদি কুরআনে নাই কিন্তু মূল উৎস কুরআন পাক। কুরআন পাকে اِحْسَانْ শব্দ এবং تَزْكِيَةْ শব্দ এবং خُلُقْ শব্দ আছে।

তাছাওউফের মূল উদ্দেশ্য তিনটি ঃ ১. আল্লাহ্ পাক কুরআন শরীফে ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে, নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে, আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে, অর্থ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে যাহা কিছু আদেশ উপদেশ এবং যত সব নীতি দান করিয়াছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আজীবন সেই সবকে কাজে পরিণত, বাস্তবে রূপায়িত করিয়া একটি প্রতিষ্ঠিত আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সাহাবাগণ সংগে সংগে হযরতের কার্য ও বাক্যগুলিকে– (১) নিজেরা আমল করিয়াছেন, (২) অন্যদিগকে তাবলীগ করিয়া আমল করাইয়াছেন, (৩) নিজেরা মুখস্থ করিয়াছেন, (৪) অন্যদিগকে তা'লীম দিয়া মুখস্থ করাইয়াছেন। (৫) যাঁহারা লিখিতে জানিতেন তাঁহারা নিজেরা লিখিয়া রাখিয়াছেন, (৬) অন্যদিগকে লিখাইয়া দিয়াছেন। হযরতের জীবন ছিল আগা-গোড়া তাছাওউফ। তাছাওউফের প্রথম উদ্দেশ্য হযরতের জীবনের সেই সুন্নাতকে (অর্থাৎ আল্লাহর সমস্ত আদেশ-উপদেশ ও নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করা) কায়েম রাখা।

২. তাছাওউফের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বিশিষ্ট নৈতিক চরিত্র, বিশিষ্ট উস্তাদের হাতে বিশেষভাবে তরবিয়ত দিয়া গঠন করা।

৩. তাছাওউফের তৃতীয় উদ্দেশ্য মানুষের দিলকে অর্থাৎ অন্তরাত্মাকে সজাগ ও সজীব করিয়া তার ভিতরে আল্লাহ্র যিকির দ্বারা আল্লাহর প্রেম ও আল্লাহ্র তত্ত্বজ্ঞান পয়দা করিয়া আল্লাহ্র রাহে আল্লাহর দ্বীনের জন্য গলা কাটাইবার মত, জীবন কুরবান করার মত শুধু যোগ্যতা নহে; দৃঢ়তা পয়দা করা। আমি বিশিষ্ট নৈতিক চরিত্র বলিয়াছি, ইহার কারণ এই যে, ইসলামের নৈতিক চরিত্র এবং খৃষ্টান ধর্মের নৈতিক চরিত্র এক নহে। বিশেষভাবে এই জন্য বলিয়াছি যে, চরিত্র গঠন শুধু কিতাবী বিদ্যার দ্বারা হয় না, এর জন্য খাসভাবে খাস উস্তাদের সংসর্গে থাকিয়া শুধু আমল করিতে হয় না, শুধু অভ্যাস করিতে হয় না, আমলকে পরিপক্ক করিতে হয়। খাস উস্তাদের অর্থ এই যে, যে আলিম কুরআন ও হাদীসের ইল্ম এবং ফিকাহ ও তাছাওউফের ইল্মকে পূর্ণরূপে আগে হাসিল করিয়া তাহার সনদ হাসিল করিয়া পরে আবার যিনি আমলের পরিপক্কতা হাসিল করিয়াছেন তাঁহার নিকট হইতে আমলের পরিপক্কতা ও তাঁহার সনদ হাসিল করিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে হাসিল করা। عِلْمِ تَصَوُّف –এর বিশেষত্ব এই যে, ইহা শুধু ইলম নহে, ইহার আসল বস্তু আমল, শুধু বাতিনী আমল নহে, আগে জাহিরী আমল, তারপর বাতিনী আমল, মুহাক্কিক বুযুর্গানে দ্বীনগণ عِلْمِ تَصَوُّف ইলমে তাছাওউফের

সংজ্ঞা (defination) দিয়াছেন تَعْمِيْرُ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ অর্থাৎ বাতিন এবং জাহির উভয়কে দুরস্ত করা।

বাতিনের অর্থ কি?

আল্লাহ্ পাক কুরআন শরীফে বলিয়াছেন ঃ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ "শুনিয়া রাখ, জানিয়া রাখ যে, সৃষ্টির মালিক যেমন আর কেহ নাই– এক আল্লাহ্ই সারা সৃষ্টির মালিক, তদ্রূপ আদেশ দানের এবং আইন দানের অধিকারও আর কাহারও নাই; শুধু এক আল্লাহ্রই আছে আইন দানের এবং আদেশ দানের অধিকার।" আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ আগে আমি বহু নবীকে শরীয়ত দান করিয়াছি, তারপর সকলের শেষে হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনাকে আমি আদেশ দান করিয়া এমন একটি অসীম শরীয়ত দান করিয়াছি, যে শরীয়ত পূর্ববর্তী সমস্ত শরীয়তসমূহের জামি', সমষ্টি ও পরিপূরক।

মানুষ যেমন দেহ এবং আত্মা এই দুইয়ের দ্বারা সৃষ্ট, তদ্রূপ শরীয়তও জাহির এবং বাতিন এই দুইয়ের দ্বারা গঠিত। কুরআনের ভাষায় শরীয়তের অর্থ ব্যাপক কিন্তু পরবর্তী যুগে যখন কুরআন-হাদীস মন্থন করিয়া বিভিন্ন বিষয়কে (Subject-কে) ভিন্ন করিয়া লেখা হইয়াছে, তখন জাহিরী দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আল্লাহ-রাসূলের যে সমস্ত হুকুম পালন করা হয়, তাহার নাম রাখা হইয়াছে ফিকাহ (فِقْهٌ) এবং আল্লাহ-রাসূলের যে সমস্ত হুকুম প্রতিপালিত হয় অদৃশ্য (বাতিনী– بَاطِنِىْ) আত্মার দ্বারা, তাহার নাম রাখা হইয়াছে তাছাওউফ। বাতিন অর্থ অদৃশ্য, অভ্যন্তরীণ, আন্তরিক ইত্যাদি মানুষের ভিতরকার যে অংশটা দেখা যায় না (অথচ বুঝা যায়, যেমনঃ জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, আত্মা, দিল, কলব ইত্যাদি) সেই অংশটাকে বাতিন বলে।

মানুষের দেহ এবং আত্মা দুইটাই আল্লাহর সৃষ্ট এবং দুইটাই আল্লাহর আদেশ মানিতে বাধ্য। দুইটার সমন্বয় ব্যতিরেকে যেমন মানুষ জীবিত থাকিতে পারে না, তদ্রূপ দুইটারই দ্বারা আল্লাহ্র আদেশ পালনকারী, রাসূলের আদর্শ গ্রহণকারী হওয়া ব্যতিরেকে মানুষের মুক্তি (নাজাত) হইতে পারে না।

মূর্খ সমাজে শরীয়ত ও তরীকত ভিন্ন বলিয়া মনে করা হয় বা শরীয়ত বলা হয় শুধু জাহিরী হুকুমকে এবং তরীকত বলা হয় বাতিনী হুকুমকে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শরীয়ত ব্যাপক ও উভয়ের সমষ্টি। বিদ্বান সমাজ কর্তৃক ফিকাহ্ নাম রাখা হইয়াছে জাহিরী হুকুমগুলির এবং বাতিনী হুকুমগুলির নাম রাখা হইয়াছে তাছাওউফ বা

তরীকত। এইরূপে ফিকাহ্ বিদ্যার নাম রাখা হইয়াছে ইল্‌ম এবং تَصَوُّف জ্ঞানের নাম রাখা হইয়াছে মারেফাত (مَعْرِفَتْ)।

এখন আসল প্রশ্নের উত্তর শুনুন

তাছাওউফের মূল বিষয়গুলি কুরআনে আছে, হাদীসে আছে। কুরআন বিরোধী, হাদীস বিরোধী জিনিসকে তাছাওউফই বলা যাইবে না।

১. কুরআন মাজীদের মধ্যে আছে ঃ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ 'আল্লাহ্‌র পিয়ারা, আল্লাহ্‌র ওলী তাঁহারা, যাঁহারা ধৈর্যশীল, অধ্যবসায়ী।'

২. কুরআন মাজীদের মধ্যে আরও আছে ঃ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ আল্লাহর পিয়ারা, আল্লাহ্‌র ওলী তাঁহারা, যাঁহারা আল্লাহ্‌র রাসূলের বাতলানো নেক কাজগুলি অতি যত্নের সহিত, অতি মনোযোগের সহিত অতি উত্তম রূপে সমাধা করে।

হাদীস শরীফে আছে ঃ

اَلْاِحْسَانُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ

"আল্লাহ্‌র বন্দেগী এমনভাবে কর, যেন তুমি আল্লাহ্‌র সামনে আছ, তুমি আল্লাহ্‌কে দেখিতেছ। কমসে কম এতটুকু মনে কর, আল্লাহ্ তোমাকে দেখিতেছেন।"

৩. কুরআন মাজীদের মধ্যে আরও আছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ
وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

আল্লাহ্‌র পিয়ারা, আল্লাহ্‌র ওলী সেই সব নেক লোক, যাহারা সুখে-দুঃখে সাখাওতী করিতে অভ্যস্ত, যাহারা সংযম অভ্যাস করিয়া রাগ দমন করিতে এবং অধীনস্থ ছোটদের অপরাধ ক্ষমা করিতে অভ্যস্ত এবং যাহারা ভুল হইলে ভুল স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে অভ্যস্ত– এই ধরনের নেক লোকেরাই হয় আল্লাহ্‌র পিয়ারা।

৪. কুরআন শরীফে আরও আছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ "যাহারা অন্যের উপর ভরসা করে না, যাহারা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে, আল্লাহ্‌র

অনুমোদিত তদবির করে, আল্লাহ্ বিরোধী তদবির করে না, তাহারাই হয় আল্লাহ্র পিয়ারা, তাহারাই পায় আল্লাহ্র ভালবাসা।"

৫. হাদীস শরীফে আছে ঃ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ "যাহারা আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি দয়াবান না হয়, তাহারা আল্লাহ্র দয়া পায় না।"

৬. হাদীস শরীফে আছে ঃ

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِىْ غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ -

"দুইটি ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র বকরীর পালের ভিতর ঢুকিয়া বকরীর পালের যত না অনিষ্ট করিতে পারে, মানুষের অর্থের লোভ এবং পদের মোহ ও সম্মানের অহমিকা তার ঈমানের এবং ধর্মের তাহা অপেক্ষা অধিক অনিষ্ট করিতে পারে।"

৭. হাদীস শরীফে আছে ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ

"যাহার দিলের মধ্যে বিন্দুমাত্র অহঙ্কার (গরুরী, তাকাব্বুরী) রহিয়াছে, সে বেহেশতে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবে না।"

৮. হাদীস শরীফে আছে ঃ مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ

"যে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নম্রতা অবলম্বন করিবে (অর্থাৎ) যে অন্য ভাইকে উচ্চাসনে বসাইয়া নিজে নীচে বসিবে, আল্লাহ্ তাহাকে উচ্চ আসন দান করিবেন।"

৯. হাদীস শরীফে আছে ঃ

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

"মানুষ যাবৎ আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলকে তার জানের অপেক্ষা তাহার মাল হইতে, তাহার বেটা-পুত্র অপেক্ষা, তাহার পিতা-মাতা অপেক্ষা, তাহার বন্ধু-বান্ধব হইতে সবকিছু অপেক্ষা বেশী না ভালবাসিবে, তাবৎ তাহার ঈমান পরিপক্ক এবং পরিপূর্ণ হইবে না।"

১০. হাদীস শরীফে আছে ঃ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "জাহিরী আমলের মূল্য নিরূপিত হইবে নিয়তের দ্বারা।"

খালেস নিয়ত ব্যতিরেকে নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ, জিহাদ, দান-খয়রাত, ইলম হাসিল করা, ইলম শিক্ষা দান করা, ধর্মপ্রচার করা ইত্যাদি কোন আমলেরই আল্লাহ্‌র নিকট কোন মূল্য নাই। খালেস নিয়ত করা দিলের কাজ। মানুষের চিন্তাধারা যদি খাঁটি সোজা পথে না আসে তবে মানুষের জীবন কিছুতেই সার্থক হইতে পারে না। চিন্তা করা দিলের কাজ।

১১. এই জন্যই হাদীস শরীফে আছে ঃ

اَلَا اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ -

"তোমরা জানিয়া রাখ, বুঝিয়া রাখ, মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে দুই প্রকার জিনিসের দ্বারা। তার একটি দৃশ্য, অন্যটি অদৃশ্য। অদৃশ্য অংশটির নাম কলব, দিল, বিবেক, বুদ্ধি, রূহ ইত্যাদি। যখন মানুষের দিল ও বুদ্ধি সোজা পথে আসে তখন গোটা মানুষটাই সোজা পথে আসে, আর যখন বুদ্ধির বিকৃতি ঘটে, বুদ্ধি টেড়া পথে যায়, তখন গোটা মানুষটাই বিকৃত হইয়া যায়।"

১২. হাদীস শরীফে আছেঃ كُلُّكُمْ خَطَّاؤُنَ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ

"মানুষ মাত্রেরই ভুল আছে, তন্মধ্যে ভাল মানুষ তাহারা যাহারা নিজের ভুল স্বীকার করিয়া অনুশোচনা করিয়া অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।" অনুশোচনা করা দিলের কাজ।

১৩. কুরআন শরীফে আছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ

"সিদ্ধ-মনোরথ হইয়াছে সেইসব লোক এবং কামিয়াব জীবন হইয়াছে সেইসব লোক, যাহারা ঈমানকে মজবুত করিয়াছে, যাহারা নামাযের মধ্যে হুযুরে কলব এবং খুশূ-খুযূ হাসিল করিয়াছে, যাহারা বৃথা জীবন, বৃথা সময় নষ্ট করা হইতে পরহেয করিয়াছে, যাহারা মালের এবং নফসের পবিত্রতা হাসিল করিয়াছে, তাহারা বিবাহিতা স্ত্রী ব্যতীত (অন্য কোথাও কোনরূপে কাম রিপুকে, যৌন

প্রেরণাকে ব্যবহার করে নাই) সর্বত্র সংযম অভ্যাস করিয়া কাম রিপুকে দমন করিয়া রাখিয়াছে, যাহারা অঙ্গীকার ও আমানতের হিফাযত করিয়াছে।"

১৪. কুরআন শরীফে আছে ঃ

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى

"যাহারা আল্লাহ্‌র সামনে হিসাবের জন্য একদিন দণ্ডায়মান হইতে হইবে—এই ভয় সদা অন্তরে জাগরুক রাখিয়াছে এবং নফসের খাহেশের বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছে, নফ্‌সকে তাহার খাহেশ হইতে বিরত রাখিয়াছে, তাহাদের স্থান হইবে বেহেশতে।"

১৫. কুরআন শরীফে আছে ঃ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, আমার দ্বীনকে কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে যাহারা ধর্মদ্রোহীদের মুকাবিলায় জিহাদ করিবে, যাহারা নফসের বিরুদ্ধে, শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবে, নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধাচরণে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে, আমি আমার রাস্তাসমূহ তাহাদের জন্য খুলিয়া দিব।"

১৬. কুরআন শরীফে আছে ঃ

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

"এমন একটি হিসাবের দিন, কর্ম ফলের দিন, সামনে আসিতেছে, সেদিন কাহারও ধনবল, জনবল থাকিবে না, দুনিয়ার ধনবল-জনবল সেখানে কোন কাজ দিবে না, অবশ্য সেদিন কাজ দিবে একমাত্র রোগমুক্ত দিল এবং পবিত্র আত্মা।" এখান হইতে ইসলাহে নফ্‌সের (إِصْلَاحِ نَفْسٍ) জরুরত প্রমাণিত হয়।

১৭. হাদীস শরীফে আছে, সাত প্রকার লোক কিয়ামতের দিন আলাহ্‌র আরশের ছায়া পাইবে।

১. إِمَامٌ عَادِلٌ **ন্যায়পরায়ণ নেতাঃ** সুশাসন, সুবিচারকারী নেতা।

২. شَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللّٰهِ ঃ যে যুবক তাহার যৌবনকে দুনিয়ার স্রোতে ভাসাইয়া দেয় নাই; বরং সংযম অভ্যাস করিয়া তাহার যৌবন শক্তিকে খরচ করিয়াছে আল্লাহ্‌র হুকুমের তাবেদারির মধ্যে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বন্দেগীর মধ্যে এবং মানুষের উপকারের মধ্যে।

৩. وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ ঃ যে ব্যক্তি তাহার দিলের তায়াল্লুক রাখিয়াছে মসজিদের সংগে, মসজিদে জামায়াতে নামায পড়িয়াছে, মসজিদকে

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিয়াছে, মসজিদে যাহারা থাকে, তাহাদিগকে ভালবাসিয়াছে, তাহাদের খিদমত করিয়াছে ইত্যাদি।

৪. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ ঃ যে লোককে ভরা যৌবনে রূপবতী, কুলবতী, সুন্দরী যুবতী তাহাকে নির্জন স্থানে আহ্বান করিয়াছে; সে লোক "আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি"– এই বলিয়া দ্রুত দৌড়িয়া পলায়ন করিয়াছে, সেই সুন্দরী যুবতীর দিকে দৃষ্টিপাতও করে নাই।

৫. وَرَجُلٌ اَنْفَقَ مَالَهٗ وَلَمْ يَدْرِ شِمَالُهٗ مَا اَنْفَقَ يَمِيْنُهٗ ঃ যে ব্যক্তি সৎকাজে দান করিয়াছে কিন্তু রিয়াকারীর বা নামের জন্য করে নাই, শোহরত করে নাই, এমনকি ডান হাতে দান করিয়াছে তাহার বাম হাতেও জানে নাই।

৬. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ وَاجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ঃ যে দুই ব্যক্তি (উস্তাদ-শাগরিদ, পীর-মুরীদ, দুইজন উস্তাদ ভাই, দুইজন পীর ভাই, দুইজন মুসলিম বেরাদার) শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে শুধু ইসলামের খাতিরে নিঃস্বার্থভাবে একে অন্যের সঙ্গে মহব্বত রাখিয়াছে এবং একে অন্যের খায়েরখাহী ও উপকার করিয়াছে, উপস্থিত-অনুপস্থিত উভয় অবস্থায়।

৭. رَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ঃ যে ব্যক্তি গভীর রাত্রে নির্জনে একা একা আল্লাহ্‌র যিকির করিয়াছে, আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করিয়াছে, আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়া আল্লাহ্‌র প্রেমে, আল্লাহ্‌র ভালবাসায় এবং ভয়ে চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু বহাইয়াছে।

৮. اَلْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ ঃ আল্লাহ্‌র দোস্তের সঙ্গে দুস্তি রাখা এবং আল্লাহ্‌র দুশমনের সঙ্গে দুশমনী রাখা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল, সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দেগী, সর্বশ্রেষ্ঠ সওয়াবের কাজ। আল্লাহ্‌র দোস্তের সঙ্গে দুস্তি রাখার অর্থ– যে ব্যক্তিকে এবং যে বস্তুকে আল্লাহ্ ভালবাসেন। যেমনঃ নামায, রোযা, আল্লাহ্‌র ঘরের হজ্জ, আল্লাহ্‌র কুরআন, রাসূলের হাদীস, আল্লাহ্‌র কুরআনের, রাসূলের হাদীসের আলিম, তালিবে ইল্‌মের খিদমত ইত্যাদি, তাকে ভালবাসা এবং আল্লাহ্‌র দুশমনের সঙ্গে দুশমনী রাখার অর্থ– আল্লাহ্ যে ব্যক্তিকে তাঁহার নাফরমানি এবং জালিমীর কারণে ঘৃণা করেন (যেমনঃ ফিরাউন, নমরূদ, শাদ্দাদ, আবু জাহেল, আবূ লাহাব প্রমুখ) এবং যে বস্তুকে ঘৃণা করেন যেমনঃ সুদ, ঘুষ, শূকর, শরাব, যিনা, চুরি, গান-বাদ্য, যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা ইত্যাদি এবং সেই ব্যক্তিকে এবং সেই বস্তুকে ঘৃণা করা, সে ব্যক্তির সঙ্গে এবং সে বস্তুর সঙ্গে ভালবাসা না করা, সে ব্যক্তি এবং বস্তুকে সমর্থন না করা ইত্যাদি।

১৯. কুরআন শরীফে আছে ঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

"জীবন সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহারা, যাহারা আত্মশুদ্ধি করিয়াছে, নফ্সের ইসলাহ করিয়াছে, আল্লাহ্‌র নাম অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে স্মরণ করিয়াছে। কল্‌ব ও লিসানের দ্বারা আল্লাহ্‌র যিকির করিয়াছে এবং তারপর আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখিয়া নামায পড়িয়াছে।"

২০. হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, হযরত নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফজরের নামাযের জন্য যাইবার সময় পথে পথে এই দোয়া করিতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ قَبْرِىْ نُوْرًا وَّفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَّفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِىْ نُوْرًا وَّعَنْ شِمَالِىْ نُوْرًا وَّمِنْ بَيْنَ يَدَىَّ نُوْرًا وَمِنْ خَلْفِىْ نُوْرًا وَمِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ نَفْسِىْ نُوْرًا وَفِىْ لَحْمِىْ نُوْرًا وَفِىْ دَمِىْ نُوْرًا وَفِىْ شَعْرِىْ نُوْرًا وَفِىْ بَشَرِىْ نُوْرًا وَفِىْ عَصَبِىْ نُوْرًا وَفِىْ عَظْمِىْ نُوْرًا وَمُخِّىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ لِىْ نُوْرًا وَاَعْطِنِىْ نُوْرًا وَاَعْظِمْ نُوْرًا وَاجْعَلْنِىْ نُوْرًا

"হে আল্লাহ্! ১. আমার দিলের মধ্যে, আমার মন-মগজের মধ্যে, চিন্তা-ধারার মধ্যে নূর ভরিয়া দাও। ২. আমার কবরের মধ্যে নূর ভরিয়া দাও। ৩. আমার চোখের মধ্যে নূর ভরিয়া দাও। ৪. আমার কানের মধ্যে নূর ভরিয়া দাও। ৫. ডাইনে। ৬. বামে। ৭. সামনে। ৮. পিছনে। ৯. উপরে। ১০. নীচে ছয়ও দিকে নূর দ্বারা ভরিয়া দাও। ১১. আমার যবান নূর দ্বারা ভরিয়া দাও। ১২. আমার নফ্সের মধ্যে নূর দ্বারা ভরিয়া দাও। ১৩. আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে নূর দ্বারা ভরিয়া দাও। ১৪. আমার গোশ্‌ত, ১৫. (পোশ্‌তের) চামড়ার মধ্যে রক্ত-মাংসের মধ্যে, অস্থি-মজ্জার মধ্যে, আমার শিরায়-উপশিরায়, আমার প্রতিটি ধমনীর মধ্যে নূর ভরিয়া দাও। ১৬. আমার প্রতি লোম কূপের মধ্যে নূর ভরিয়া দাও। ১৭. আমার মাংসপেশী ও স্নায়ুসমূহের মধ্যে নূর ভরিয়া দাও। ১৮. আমার হাড্ডির মধ্যে। ১৯. আমার হাড্ডির মজ্জার মধ্যে নূর ভরিয়া দাও। ২০. আমার জন্য নূরের একটি অংশ খাস করিয়া দাও। ২১. আমাকে নূর দান কর। ২২. আমাকে নূরের একটি বড় অংশ দান কর। ২৩. আমাকে সর্বাঙ্গে সর্বাংশ নূর বানাইয়া দাও।"

নূর অর্থ এখানে আল্লাহ্‌র যিকির।

২১. কুরআন শরীফে আছে ঃ

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ - اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

"আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে এবং পৃথিবী ও সূর্যের আবর্তন-বিবর্তনে, ঘূর্ণনে, গমনাগমনে যে দিনের পর রাত রাতের পর দিন হইতেছে, কে করিতেছেন এইসব? এই সবের মধ্যে আল্লাহ্‌র যিকির রহিয়াছে, আল্লাহ্‌র আনুগত্য রহিয়াছে, আল্লাহ্‌র নিদর্শন রহিয়াছে। কিন্তু সেই যিকির, সেই আনুগত্য, সেই নিদর্শনসমূহ পায় কাহারা? সেইসব চিন্তাশীল, বুদ্ধির সদ্ব্যবহারকারীগণ পান– যাঁহারা আল্লাহ্‌র আসমান-যমীনের সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা করেন, মুরাকাবা করেন, আল্লাহ্‌র যিকির করেন, আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়া আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করেন, যখন তাঁহারা কাজের ভিতর দণ্ডায়মান থাকেন তখনও, যখন তাঁহারা বসিয়া থাকেন তখনও এবং যখন তাঁহারা শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার্থে বিশ্রামের জন্য শয়ন করেন তখনও। এই যিকির, মুরাকাবা ও চিন্তা ছাড়া প্রতি কাজে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লক্ষ্য রাখিয়া আল্লাহ্‌র আনুগত্য স্বীকার ছাড়া আর কিছুই নহে।

২২. কুরআন শরীফে সাহাবাদের তারিফ করা হইয়াছে যে, তাঁহারা নবীর সুহবতের বরকতে নিজেদের মেহনতের ওসীলায় শুধু সোনা হন নাই, পরশ পাথর হইয়া গিয়াছেন।

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

তাঁহারা এমন মানুষ গঠিত হইয়াছেন যে, বেচাকেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁহারা করিতছেন অথচ আল্লাহ্‌র যিকির তাঁহাদের সর্বদা জারী আছে, ব্যবসা-বাণিজ্য, বেচাকেনা, হুকুমত চালানের কারণে তাঁহারা আল্লাহ্‌র যিকিরকে ভুলিয়া যান না। এখানে যিকিরের অর্থ মুরাকাবা (চিন্তা) এবং আনুগত্য ও হুকুম পালন। এইরূপ অবস্থা কিরূপে হাসিল করা যায়?

২৩. আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)কে আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِيْ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ

"আমি তোমার দিলকে খুলিয়া দিয়াছি। কেননা তুমি অনেক কষ্ট করিয়াছ, অনেক সাধনা করিয়াছ, আমার নিয়ম হইল কষ্টের দ্বারা মিষ্ট লাভ। নিশ্চয় জানিও, কষ্টের দ্বারাই মিষ্ট লাভ হয়। অতএব তোমার দুই রকমের কষ্ট এখনও করিতে হইবে। এক রকম কষ্ট করিতে হইবে জনসেবা, জনসাধারণের হিত-চেষ্টা কিন্তু কষ্ট শুধু যথেষ্ট হইবে না, যখন সেই কষ্টের কাজ হইতে অবসর লাভ করিবে, তখন আবার কষ্ট করিয়া নিজের পরওয়ারদিগারের সঙ্গে জোড় গাঁথিয়া–মনের একাগ্রতার সহিত তাঁহার সঙ্গে জোড় গাঁথিবে। এই জোড় গাঁথা মুরাকাবা–আল্লাহ্‌র ধ্যানের যিকিরের দ্বারা হয়।

২৪. হাদীস শরীফে আছে ঃ

كَانَ سُكُوْتُهٗ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلٰى اَرْبَعٍ عَلٰى حِلْمٍ وَحَذْرٍ وَتَقْدِيْرٍ وَتَفْكِيْرٍ

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) সময় তালিকা করি। কাজ করিতেন। তাঁহার সময় তালিকার মধ্যে চুপ থাকার জন্যও কিছু সময় ছিল। যখন তিনি চুপ থাকিতেন তখন চারটি বিষয় চিন্তা করিতেনঃ

১. ভাইদের মধ্যে কে কোথায় কষ্ট দিয়াছে তাহার নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ না করিয়া, তাহার সঙ্গে শত্রুতা ভাব মনে পোষণ না করিয়া নিজের মধ্যে ধৈর্য ও সহনশীলতার গুণ পয়দা করিতে হইবে– এই চিন্তা করিতে হইবে।

২. নফ্‌স, শয়তান এবং কুফফার কে কোথায় দ্বীনের ক্ষতি কোন্ দিক দিয়া করিয়া বসে, সে বিষয়ে সর্বদা অতন্দ্র চিন্তার ভিতর দিয়া সতর্ক দৃষ্টি রাখার গুণ নিজের ভিতর পয়দা করিতে হইবে– এই চিন্তা করিতেন।

৩. কাজ পেশ আসিবার পূর্ব হইতে কাজ সমাধা কিভাবে করা যাইবে, তাহাতে কতটা মাল-মসল্লা লাগিবে, সেটা পূর্ব হইতে একটা পরিকল্পনা চিন্তা করিতে হইবে, চিন্তা এবং চেষ্টার ভিতর দিয়াই, সতর্ক দৃষ্টির ভিতর দিয়াই আল্লাহ্‌র মদদ আসিবে– এই চিন্তা করিতেন।

৪. গভীরভাবে চিন্তা করিতেন ক্ষণস্থায়ী আশু সুখভোগের কোন মূল্য নাই। নিজের স্বার্থ ও নিজের অস্থায়ী, অল্পস্থায়ী আনন্দ, আরাম-বিলাস উপভোগের কোন মূল্য নাই, চিরস্থায়ী শান্তি ও মুক্তি কোন্ পথে হাসিল হইবে, নিজের স্বার্থ, নিজের আরাম হইতে অন্যের স্বার্থটাকে, অন্যের আরামটাকে বড় করিয়া দেখিতে হইবে, উপকারী-অপকারী, স্থায়ী-অস্থায়ী চিন্তা করিতে হইবে– এই বিষয়ে চিন্তা করিতেন। এইগুলি মুরাকাবা-মুহাসাবার যিকির।

২৫. তাছাওউফের সারবস্তু ৮টি জিনিস। এই ৮টি জিনিস সবই আল্লাহ্‌র কুরআনে সূরা মুযযাম্মিলের শুরুতে উল্লেখিত আছে ঃ

(١) يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ الَّيْلَ .... (٢) وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا....
اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا . . . . (٣) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ
(٤) وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا (٥) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا (٦) وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ (٧) وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا
(٨) وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا -

আল্লাহ্ তাঁহার পিয়ারা হাবীবকে সম্বোধন করিয়া বলেন— "হে কামলিওয়ালা দোস্ত! ১. রাত্র জাগরণ করুন, রাত্র জাগরণের সাধনার দ্বারাই নফ্সের ইসলাহ হইবে এবং কথা বলার কর্তব্য পালন করার ঢং শিক্ষা হইবে। ২. রাত্রি জাগরণ করিয়া, ধীরে ধীরে চিন্তা করিয়া করিয়া, বুঝিয়া বুঝিয়া স্পষ্টভাবে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করুন। ৩. আল্লাহ্‌র নাম যপ্ করুন, আল্লাহ্‌র যিকির করুন। ৪. অন্য সব চিন্তা, সব খেয়াল দূরে নিক্ষেপ করিয়া সব থেকে কর্তিত হইয়া এক আল্লাহ্‌র দিকে একাগ্রচিত্তে ঝুঁকিয়া পড়ুন। ৫. আপনার প্রভু আল্লাহ্ এমন যে, তিনি মাশরিক-মাগরিব সমস্ত সৃষ্টির আহার যোগাইতেছেন, তাহাদিগকে পালন করিতেছেন। সেই একজন ছাড়া অন্য কোন পালনকর্তা নাই, অতএব আপনাকেও তিনি পালিবেন, সুতরাং আপনি তাঁহাকেই আপনার কার্য সমাধাকারী ধার্য করিয়া লউন। ৬. আর তাহাদের আলোচনা মোটেই করিবেন না, তাহাদিগকে মন্দও বলিবেন না; ভদ্রভাবে, মহৎভাবে তাহাদের আলোচনা বাদ দিবেন। ৭. আর যাহারা ধর্মদ্রোহী অথচ আমি কেন তাহাদিকে নাজ ও নিয়ামতের সংগে পালন করিতেছি, এ কথার চিন্তা-চর্চা ছাড়িয়া দিবেন, কিছু দিন অল্প দিনের জন্য তাহাদের ভোগ করিবার সুযোগ দিন, উহার জন্য লালায়িত হইবেন না।"

২৬. হাদীস শরীফে আছে ঃ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ

"তোমরা অবশ্য অবশ্য সত্য কথা বলিবে এবং খবরদার! খবরদার!! মিথ্যা আচরণ করিবে না, মিথ্যা কথা বলিবে না।"

২৭. হাদীস শরীফে আছেঃ لَاۤ اِيْمَانَ لِمَنْ لَّاۤ اَمَانَةَ لَهٗ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَّا عَهْدَ لَهٗ

"যে ব্যক্তি আমানত খেয়ানতকারী হইবে, তাহার ঈমান নাই এবং ওয়াদা, অঙ্গীকার, একরার ও মুখের যবান যাহার ঠিক নাই, তাহার ধর্ম নাই।"

২৮. হাদীস শরীফে আসিয়াছে ঃ أَطِيْبُوا الْكَلَامَ "মিষ্টভাষী হও, কর্কশভাষী হইও না।"

২৯. হাদীস শরীফে আসিয়াছে ঃ

إِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

"আগুন যেমন লাকড়ীকে ভস্ম করিয়া দেয়, মানুষের নেকী সমূহকে তদ্রূপ ইহার ভিতর যদি হিংসা থাকে তবে ইহার কারণে তাহার সমস্ত নেকী ভস্ম হইয়া যায়।"

৩০. হাদীস শরীফে আছে ঃ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْأِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ

"তোমার ঈমানকে, ইসলামকে যদি সৌন্দর্যশালী করতে চাও তবে বৃথা সময় নষ্ট করিও না।"

৩১. হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দোয়ার ভিতর দিয়াও অনেক উপদেশ দিতেন। তিনি দোয়া করিতেনঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ النِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَسُوْءِ الْأَخْلَاقِ

"হে আল্লাহ্! আমার উম্মতকে মুনাফিকী হইতে বাঁচাও, একতা ভঙ্গ হইতে বাঁচাও, খারাপ আখলাক, উগ্র স্বভাব হইতে বাঁচাও।"

৩২. তিনি আরও দোয়া করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ

"হে আল্লাহ্! আমার উম্মত যেন অলস-অকর্মা হয় না। হে আল্লাহ্! আমার উম্মত যেন কাপুরুষ-বখিল হয় না।"

৩৩. হাদীস শরীফে আসিয়াছে ঃ

اَلرَّحْمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ مَنْ وَصَلَنِىْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِىْ قَطَعَهُ اللّٰهُ

"রক্তের যোগাযোগ যে সমস্ত আত্মীয়ের সহিত আছে, সেই সব আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়ের যোগসূত্র যাহারা রক্ষা করিবে, আল্লাহ্ তাহাদের যোগসূত্র রক্ষা করিবেন। আর যাহারা সেই আত্মীয়ের সঙ্গে যোগসূত্র কর্তন করিবে, আল্লাহ্ তাহাদের যোগসূত্র কর্তন করিবেন।"

৩৪. হাদীস শরীফে আসিয়াছে ঃ

لَاَنْ يُّؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهٗ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِصَاعٍ

"ছেলেকে আদব শিক্ষা দেওয়া 'এক ছা' সদকা দান করা অপেক্ষাও অধিক উত্তম।"

৩৫. হাদীস শরীফে আছে ঃ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

"যদি কোন কারণবশতঃ কোন মুসলমানের অন্য কোন মুসলমানের সঙ্গে ঝগড়া, মন কষাকষি হইয়া যায়, তবে তিন রাতের বেশী কাল একজন আর একজনকে পরিত্যাগ করিয়া থাকা, সালাম-কালাম বন্ধ করিয়া রাখা হালাল নহে।"

৩৬. হাদীস শরীফে আসিয়াছেঃ

مَنْ اِعْتَذَرَ اِلٰى اَخِيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ عُذْرَهٗ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيْئَةِ صَاحِبِ مُكْسٍ

"কোন মুসলমান কোন ভুল করিয়া, অনুতপ্ত হইয়া কোন মুসলমান ভাইয়ের কাছে ওজরখাহী করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে দ্বিতীয় মুসলমান যদি তাহার ওজর কবুল না করে এবং তাহাকে ক্ষমা না করে তবে সে জালিম ট্যাক্স উসূলকারীর ন্যায় গুনাহগার হইবে।"

৩৭. হাদীস শরীফে আসিয়াছে ঃ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِىْ

"কর্কশভাষী, রূঢ় ব্যবহারকারী, উগ্র স্বভাব, নিষ্ঠুর, বখিল ধনী বেহেশতে যাইতে পারিবে না।"

৩৮. হযরত (সা.) বলিয়াছেন ঃ

اَثْقَلُ شَيْءٍ يُّوْضَعُ فِىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ الْخُلُقِ الْحَسَنُ

"কিয়ামতের দিন নেকী-বদী যখন ওজন করা হইবে, তখন মুমিনের কোমল স্বভাব, লোকের সঙ্গে কোমল ব্যবহারের, পরোপকারের ওজনই সর্বাপেক্ষা বেশী হইবে।"

৩৯. হাদীস শরীফে আসিয়াছে ঃ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ "চোগলখোর, পরনিন্দাকারী বেহেশতবাসী হইতে পারিবে না।"

৪০. হাদীস শরীফে আসিয়াছে ঃ

يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ اَمْثَالَ الذَّرِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْاَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ اَهْلِ النَّارِ

"যাহারা দুনিয়াতে গরুরী তাকাব্বুরী করিবে, কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে সকলে পদদলিত করিয়া এইরূপ পিপীলিকারূপে হাশরের ময়দানে রাখা হইবে এবং অপমানিত করা হইবে এবং সর্বাপেক্ষা বড় আগুন দ্বারা তাহাদের শাস্তি দেওয়া হইবে এবং দোযখবাসীদের রক্ত-পুঁজ তাহাদিগকে পান করান হইবে।"

শায়খ সাদী (রহ.) হাদীসের মর্মানুবাদ করিয়া বলিয়াছেন ঃ

طریقت بجز خدمت خلق نیست

"শুধু তাসবীহ হাতে লইলেই সুফী হওয়া যায় না, তরীকত তাছাওউফ হাসিল হয় না, মানুষের সেবা, মানুষের খেদমত, পরোপকার করাই আসল তাছাওউফ, আসল তরীকত।"

৪১. হাদীস শরীফে আসিয়াছে ঃ

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُوْهُ بِعَمَلٍ اِلَّا الشَّهَادَةَ

অর্থাৎ দলপতি-নেতা তিনিই সাব্যস্ত হইবেন যিনি দলের লোকদের খিদমত বেশী করেন এবং যিনি খিদমত বেশী করেন তিনি দলপতি বা নেতা নির্বাচিত হইবেন। যিনি খিদমতের মধ্যে অগ্রণী হইবেন অন্য কোন আমল ইবাদত-বন্দেগীর দ্বারা অন্য লোকেরা তাহাকে পিছনে ফেলিতে পারিবে না, অবশ্য যাঁহারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় গলা কাটাইয়া শহীদ হইবেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। খিদমতের অর্থ নিজকে ছোট করিয়া, নিজের হককে ছোট করিয়া, নিজের আরামকে ছোট করিয়া অন্যের হককে, অন্যের আরামকে, অন্যের সম্মানকে বড় করিয়া নিজে খিদমত না নিয়া অন্যকে আরাম পৌছান, অন্যকে বেশী সম্মান দান করা, নিজের হক অন্যেরা কেউ দেউক বা না দেউক, তবুও অন্যদের হক কড়ায় গণ্ডায় আদায় করা, বড়কে সম্মান করা, ছোটকে স্নেহ দান করা, সমাজের উলামাকে যোগ্য মর্যাদা দান করা, অন্যের দরদ-কষ্টটা নিজের কষ্ট অপেক্ষা বেশী অনুভব করা ইত্যাদি– অন্ততঃ এতটুকু হইলেও সোনার সমাজ গঠিত হইতে পারে দুনিয়াতে এবং ইহাই তাছাওউফ ও তরীকের আসল উদ্দেশ্য।

মানুষের মধ্যে ভাল আখলাক তৈয়ার করা এবং মন্দ খাসলত দূর করার কাজ তাছাওউফের। ইহা হক্কানী কামিল পীরের সুহবত ও তালীম ছাড়া আর অন্য কোথায় হয়? অতএব খাঁটি তাছাওউফের, খাঁটি পীরের প্রয়োজন অনস্বীকার্য, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আসল কথা এই যে, তাছাওউফের সত্যিকার বিষয়বস্তুগুলির সবই কুরআন-হাদীসে আছে। কুরআন-হাদীসের বাহিরের বিরোধী জিনিসকে কিছুতেই তাছাওউফ বলা যাইবে না।

মূর্খতাবশতঃ কেহ কেহ তদবীর-চেষ্টা না করাকে, হালাল রুযীর জন্য কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, চাকুরী, মজুরী ইত্যাদি পেশা অবলম্বন না করাকে, কাজ-পরিশ্রম না করাকে তাওয়াক্কুল মনে করে এবং বিবি-বাচ্চার ভরণ-পোষণের বোঝা বহন না করাকে, সুবিচার-সুশাসনের, দায়িত্বের কষ্টের বোঝা গ্রহণ না করাকে তাছাওউফ বা বুযুর্গী মনে করে, ইহা তাহাদের মারাত্মক ভুল।

২. প্রশ্ন ঃ দশ লতিফা বা ছয় লতিফার অর্থ কি? এবং এই দশ লতিফা বা ছয় লতিফার কথা কুরআন-হাদীসের মধ্যে আছে কি না? যদি না থাকে, তবে ইহা কি কুরআন-হাদীস, ইজমা-কিয়াস বিরোধী বিদআত না কি?

২। উত্তর ঃ মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে দুই প্রকার জিনিসের দ্বারা। এক প্রকার স্থূল দেহ, অর্থাৎ যাহা দেখা যায়, ধরা যায়, অনুভব করা যায়। দ্বিতীয় সূক্ষ্ম পবিত্র আত্মা অর্থাৎ যাহা দেখা যায় না, ধরা যায় না, কিন্তু বুঝে আসে। لطيف শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম, পবিত্র যাহা জড় পদার্থ নহে। لطيفه শব্দের মধ্যে যে ة আছে ইহা تاء تانيث নহে, تاء غلبه تسميه। দেহকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, আব, আতশ, খাক, বাদ (আগুন, পানি, মাটি, বাতাস) এই চারি প্রকারের মৌলিক পদার্থের দ্বারা। এই চারি প্রকার স্থূল পদার্থের সংমিশ্রণে এবং ভাঙ্গন-গড়নে গ্যাসের মত একপ্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ শক্তি ও energy পয়দা হইয়াছে, তাহার নাম নফস্। নফ্সের মধ্যে খাইবার, পান করিবার লোভ আছে অর্থাৎ সঞ্চয় করিবার লোভ আছে, অন্যের নিকট হইতে প্রতিশোধ লইবার ক্রোধ আছে, নিজেকে বড় মনে করিবার অহঙ্কার আছে, স্ত্রীজাতির প্রতি আকর্ষণের কামভাব ও যৌন ক্ষুধা আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সূক্ষ্ম পদার্থ (নফ্স) এই জড় জগতের জিনিস। ইহার স্থান নাভীস্থল। আর পূর্বে যে মানবাত্মাকে সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়াছি, উহা জড় জগতের জিনিস নহে, উহা উর্ধ্ব জগত হইতে আসিয়াছে, উহাকে পদার্থ বলাও ঠিক নহে কিন্তু ভাষা পাই না বিধায় বলিয়াছি।

প্রকৃত প্রস্তাবে আসল লতিফা মাত্র একটি অর্থাৎ মানবাত্মা (رُوْحِ اِنْسَانِىْ) এই একটি লতিফার পাঁচস্তরের কাজের হিসাবে পাঁচ লতিফা বলা হয়। যথা ঃ ক্বলব, রূহ, ছের, খফী, আখফা। ক্বলবের কাজ আল্লাহ্কে স্মরণ করা। রূহের কাজ আল্লাহ্র ধ্যান করা, ছেরের কাজ আল্লাহ্র গুণাবলী হৃদয়ঙ্গম করা, খফীর কাজ আল্লাহর গুণাবলী হৃদয়ঙ্গম করিয়া, আল্লাহ্র গুণে মুগ্ধ হইয়া, আল্লাহ্র আশেক হইয়া যাওয়া এবং নিজের আমিত্বকে আল্লাহ্র জন্য, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ফানা করিয়া দেওয়া (فَنَافِى اللّٰهِ); আখফার কাজ নিজের অস্তিত্বকে ফানা

করিয়া দিয়া আল্লাহ্‌র গুণাবলীতে গুণান্বিত হইয়া আল্লাহ্‌র খিলাফত হাসিল করা (بَقَا بِاللّٰهِ)। প্রকৃত প্রস্তাবে মানবাত্মার (رُوْحِ اِنْسَانِىْ) জন্য কোন স্থানের দরকার হয় না। উহা 'লা মাকানি' জিনিস কিন্তু তাছাওউফের পরিভাষায় শিক্ষার্থীর সহজের জন্য পাঁচটি স্তরের জন্য মানব দেহের পাঁচটি স্থান বেশী পবিত্র এবং পাঁচটি স্থানে আল্লাহ্‌র নুরের বেশী ফয়জান হয় কাশফের দ্বারা- ইহা দেখিয়া বুযুর্গানে দ্বীন কর্তৃক পাঁচটি স্থানও নির্দিষ্ট বলা হইয়াছে। ক্বলবের জন্য স্থান বাম স্তনের দুই আঙ্গুল নীচে। রূহের জন্য স্থান দক্ষিণ স্তনের দুই আঙ্গুল নীচে। ছেরের জন্য স্থান সিনার মাঝখানে। খফীর জন্য স্থান মস্তিষ্কের মধ্যে কপাল বরাবর। আখফার জন্য স্থান মস্তিষ্কের মধ্যে তালু (চান্দি) বরাবর। প্রকাশ থাকে যে, মানবাত্মার দ্বারা মানুষের অস্তিত্ব রক্ষিত হয়, এই হিসাবে উহাকে রূহ বা মানবাত্মা বলা হয় এবং মানবাত্মার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান অর্জিত হয়, এই হিসাবে উহাকে "লতিফায়ে আকল' (لطيفه عقل) বা বিবেক বলা হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে জিনিস একই। ইহাও জানিয়া রাখা দরকার যে, তাছাওউফের পরিভাষায় যে রূহ শব্দ ব্যবহার হইয়াছে উহা মানবাত্মার আংশিক অর্থ, যেরূপ সুন্নত শব্দের অর্থ তরীকা, চাই উহা ফরয হউক, ওয়াজিব হউক, সুন্নতে মুয়াক্কাদা হউক বা সুন্নতে মুস্তাহাব-হউক; কিন্তু ফিকাহ্ শাস্ত্রের পরিভাষায় সুন্নতের অর্থ সুন্নতের আংশিক অর্থ ধার্য করা হইয়াছে। নফ্স এই জড় জগতের জিনিস, অবশ্য স্থুল পদার্থ হইতে কিছু সূক্ষ্ম। কিন্তু যেহেতু নফ্সকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যেই সমস্ত রিয়াযত মুজাহাদা করা হয় এবং নফ্স প্রথমে নফ্সে আম্মারা থাকে, তারপর কিছু রিয়াযত মুজাহাদা করার পর লাওওয়ামা হয়, তারপর আরও বেশী রিয়াযত মুজাহাদা করার পর আল্লাহ্ যাহাকে খাস রহমত দান করেন তাহার নফ্সে মুতমাইন্না হয়, এইজন্য নফ্সকেও মাজাজে মাইয়াউলের (ভবিষ্যতে ঘটিবে) হিসাবে লতিফার মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। এই হিসাবে ছয় লতিফা বলা হয় এবং যেহেতু নফ্স পয়দা হইয়াছে চতুর্ভূজ আব, আতশ, খাক, বাদ- এই চারটি মৌলিক পদার্থ হইতে, এইজন্য ৬+৪ মোট দশ লতিফাও বলা হয়।

কুরআন শরীফে রূহ শব্দ এবং ক্বলব শব্দের উল্লেখ আছে, কিন্তু সেখানে রূহের অর্থ মানবাত্মা, ঐ অর্থে নয়, যে অর্থে তাছাওউফের পরিভাষায় রূহ (رُوْحٌ) শব্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। (قَلْبٌ) ক্বলব শব্দের অর্থও কুরআন-হাদীসের ব্যবহারে ব্যাপক অর্থ- মানুষ যদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করেন, কিন্তু তাছাওউফের পরিভাষায় আংশিক অর্থ।

সার কথা এই যে, নকশবন্দিয়া তরীকার ১০ লতিফার কথা বা ছয় লতিফার কথা বা ১০ লতিফার যিকির বা ছয় লতিফার যিকিরের কথা কুরআন শরীফে আছে, হাদীস শরীফে উল্লেখ নাই, যেমন চিশতিয়া তরীকার ১২ তসবীহের যিকিরের কথা, সুলতানুল আযকারের কথা যেমন নাই, ইলম হাসিল করার জন্য মাদরাসা বানানের কথা, ইশকে রসূল, ইশকে খোদাওন্দি পয়দা করার জন্য হালকায়ে যিকরুল্লাহ, হালকায়ে যিকিরে রসূল করার কথা, কিন্তু এই নেক কাজগুলি কুরআন-হাদীসে নাই বলিয়া ইহাদিগকে বিদআত বলা যাইবে না, কেননা বিদআত বড় গুনাহ হওয়ার হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا فَهُوَرَدٌّ

অর্থাৎ হযরত বলিতেছেন, "আমি যাহা কিছু আল্লাহ্‌র দরবার হইতে আনিয়া একটি সীমাবদ্ধ জীবনাদর্শ ও জীবন পদ্ধতি, আদর্শ এবং চতুঃসীমা বাঁধা শরীয়ত কায়েম করিয়াছি, ইহার ভিতরে যদি কেহ কোন নতুন জিনিস পরগাছা স্বরূপ আমদানী করে, তাহাকে রদ করিয়া ফিরাইয়া দিতে হইবে।" এ কথা বলেন নাই যে, আমার আনীত ও প্রবর্তিত শরীয়ত ও আদর্শকে কায়েম করার জন্য যদি কেউ দেশ-কাল-পাত্রভেদে কোন নুতন ওসীলা, যরিয়া বা তরীকা অবলম্বন করে তাহাকে রদ করিয়া দিতে হইবে—সুতরাং বোঝা গেল এবং সলফে সালিহীন বুযর্গানে দ্বীন বুঝিয়াছেন যে, হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

"সমস্ত মুসলমান নর-নারীর উপর ইলম তালাশ করা ফরয, সুতরাং ইলম তালাশ করার জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য।"

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا

"হে মুসলমানগণ! আল্লাহ্‌র যিকির খুব বেশী করিয়া করিবে। এইখান হইতেই খাঁটি নায়েবে রসূল বুযর্গানে দ্বীনগণ ইজতিহাদ করিয়া আল্লাহ্‌র কাছ হইতে ইলহাম পাইয়া বিভিন্ন তরীকা আল্লাহ্‌র যিকির বেশী করিয়া করার জন্য জারী করিয়াছেন, নকশবন্দী বুযর্গগণ খেয়ালের দ্বারা, ধেয়ানের দ্বারা ছয় লতিফার, দশ লতিফার যিকির জারী করিয়াছেন। চিশতী বুযুর্গগণ বার তসবিহ যিকির জারী করিয়াছেন। শ্বাসের দ্বারা পাছ—আনফাছ যিকির জারী করিয়াছেন, মুরাকাবার যিকির জারী করিয়াছেন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ বন্ধ করিয়া শুগলে আনহদ করিয়া সুলতানুল আযকার জারী করিয়াছেন। মাওলানা জামী বলিয়াছেনঃ

چشم بند لب ببند وگوش بند - گونه بینی نور حق بر ما بخند

অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ বন্ধ করিয়া আল্লাহ্‌র ধ্যান কর, এইরূপ অভ্যাস করিলে আল্লাহ্‌র নূর নিজে যদি না দেখিতে পাও, তবে আমার কথা বিশ্বাস করিও না। তরীকার বুযুর্গগণ ইশ্‌কে খোদাওন্দী পয়দা করার জন্য যিকরুল্লাহ্‌র হালকা জারী করিয়াছেন, ইশ্‌কে রসূল পয়দা করার জন্য মৌলুদ শরীফের যিকির বা যিকিরে রাসূলের মজলিস নাম দিয়া হালকা করিয়া রসূলের ছানা-সিফাত, আদব-আখলাক, স্নেহ-মহব্বত, গদ্যে-পদ্যে, বসিয়া, খাড়া হইয়া বর্ণনা করিয়া ইশ্‌কে রাসূল পয়দা করিয়াছেন। ফুকাহায়ে কিরাম যেমন ইজতিহাদ করিয়া নূতন নূতন সমস্যার সমাধান করিয়া দ্বীনের হিফাজত করিয়াছেন, তদ্রূপ দেশ-কাল-পাত্রভেদে খাঁটি নায়েবে রাসূল, মাশাইখে ইমামগণও ইশ্‌কে খোদওন্দী, ইশ্‌কে রাসূল পয়দা করিয়া আল্লাহ্‌র হুকুমকে, রাসূলের সুন্নত ও আদর্শকে পূর্ণাঙ্গরূপে আমল করাইবার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র রাসূলের খাঁটি ইশক ও প্রেম পয়দা না হইলে শুধু যুক্তি বা শক্তিবলে মানুষ আল্লাহ্‌র জন্য রাসূলের জন্য জান-মাল কুরবান করিতে পারে না, অতএব ইহাকে বিদআত বলা যাইবে না। ইমাম সাতবী বিদআত ও সুন্নতের বিষয়ে বড় মুহাক্কিক ইমাম; তিনি বলিয়াছেন ঃ

إِنَّمَا الْبِدْعَةُ فِي الْمَقَاصِدِ لَا فِي الْوَسَائِلِ

"আসল মকসুদের মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করিলে তাহা হয় বিদআত, আসল মকসুদকে ঠিক করার জন্য একটি বা একাধিক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলে তাহাকে বিদআত বলে না।" মানুষের প্রকৃতি-প্রবৃত্তি এক রকমের নয়, বিভিন্ন প্রকৃতি-প্রবৃত্তি মানুষ হয়, কেউ কথা শোনে ভয়ে, কেউ কথা শোনে লোভে, কেউ স্বীকার করে যুক্তি-প্রমাণ পাইয়া, কেউ নিজের গলা পর্যন্ত কাটাইয়া দেয়, জান-মাল কুরবান করিয়া দেয় ভক্তি ও প্রেমে, আল্লাহ্‌র নায়েবে রসূল এবং রসূলের সাচ্চা নায়েব, খাঁটি মানব দরদী প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ফুকাহা, মাশাইখ আলিমগণ মানুষের মন জয় করিয়া (জোর-জবরদস্তি করিয়া নহে) মানুষকে সত্যের দিকে আকর্ষণের জন্য এই তরীকাই (পদ্ধতি) অবলম্বন করিয়াছেন।

সকলের ঘাড়ে মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধে এক-এক তরীকা চাপাইয়া দেন নাই। তাছাওউফের মধ্যে যে চারি তরীকা মশহুর; মাযহাবের মধ্যে যে চারি মাযহাব মশহুর, তাহার গূঢ় রহস্যও ইহাই, তাফরিকা সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য নহে। আসল হুকুম এবং আসল উদ্দেশ্য একই কিন্তু আমল করানোর পদ্ধতি ও প্রণালী কিছু কিছু

বিভিন্ন, ইহা দূষণীয় নহে– যদি একই শরীয়তকে পালন করা, একই শরীয়তকে ঠিক রাখা আসল মকসুদ হয়।

তাছাওউফের আসল মকসুদ নিসবত হাসিল করা অর্থাৎ সব সময় আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ রাখা, কোন সময় যেন আল্লাহ্‌র কথা ভুলিয়া না যায়, সব সময় আমি আল্লাহ্‌র অধীনস্থ দাস– এ কথা স্মরণ রাখা এবং দাসের কাজ প্রেমের সংগে, ভক্তির সঙ্গে সর্বদা প্রভুর যখন যে আদেশ হয়, তখনই তাহা পালন করা, কখনও প্রভুর আদেশ লংঘন না করা, নিষিদ্ধ কাজের কাছে না যাওয়া, এই নিসবত হাসিল করাই তাছাওউফের আসল মকসুদ। সাহাবাগণ হযরতের পাক পবিত্র সোহবতের বরকতে এমন ফয়েয লাভ করিতেন যে, তাঁহাদের ছয় লতিফা বা দশ লতিফার দরকার হইত না বা বার তসবিহ যিকিরের প্রয়োজনই হইত না, তাঁহারা কুরআন বুঝিতেন, নামাযের সূরা-কালামের মানে বুঝিতেন, কুরআন তিলাওয়াতের দ্বারা এবং নামাযের দ্বারা এবং কুরআন ও হাদীসের দোয়াগুলির দ্বারাই হ'সিল করিতেন। পরবর্তী যুগে যখন নূরে নবুওত দূরবর্তী হইয়া গেল তখন আল্লাহ্‌র দ্বীনের হিফাজতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ফুকাহা পয়দা করিয়া দিলেন, মুহাদ্দিসীন পয়দা করিয়া দিলেন, সুফী বুযুর্গ পয়দা করিয়া দিলেন তাঁহারা ইল্‌মে ফিকাহ, ইল্‌মে হাদীস, ইল্‌মে তাছাওউফ আল্লাহ্‌র– ইলহামের ও আল্লাহ্‌র প্রেরণার দ্বারা আবিষ্কার করিয়া আল্লাহ্‌র দ্বীনের হিফাজত করিয়াছেন।

বিদআত উহাকে বলে, যাহারা নিজের বংশের গৌরব বাড়াইবার জন্য বংশানুক্রমে খিলাফত জারী করিয়াছে, বিলাস-ব্যসন করার জন্য অতিরিক্ত ট্যাক্স বাড়াইয়াছে, জুলুমের জন্য বা পক্ষপাতিত্বের জন্য বিচার বিভাগের উপর হুকুমতের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, বায়তুল মালের তহবিল তসরুফ করিয়াছে, বিচারের জন্য ফিস বসাইয়াছে, কুরআনের ইল্‌ম হাদীসের ইল্‌ম হাসিল করার, প্রচার করার ভাণ করিয়া, সুফী সাজিয়া লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছে, চির জীবন অযুই করিয়াছে নামায কোন দিন পড়ে নাই, গায়ের মকসুদকে মকসুদ বানাইয়া রাখিয়া আসল মকসুদকে ভুলিয়া গিয়াছে, মানুষকে আল্লাহ্‌র বান্দা, নবীর উম্মত না বানাইয়া নিজের খেদমতগার, তাবেদার বানাইয়া রাখিয়াছে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে মত-পার্থক্য পয়দা করিয়াছে; দ্বীন প্রচারের কাজের পরিশ্রম করা হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছে, অর্কমা-হিম্মতহারা বানাইয়া দিয়া কাজের ময়দানগুলি সব দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছে, আমল করার, সাধনা করার কষ্ট হইতে বিমুখ করিয়া যাহার মনে যাহা আসে তাহাকে তদ্রূপ করিতে দিয়া উচ্ছৃঙ্খল করিয়া দিয়াছে। আল্লাহ্‌র ধ্যানের পরিবর্তে, আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনার পরিবর্তে পীরের ধ্যান, পীরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা শিখাইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩। প্রশ্ন ঃ ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরয, না ওয়াজিব, না ছুন্নত, না মুস্তাহাব?

৩। উত্তর ঃ তাছাওউফের মধ্যে চারি প্রকার জিনিস শিক্ষা দেওয়া এবং আমল করা হয়। যথা ঃ

১. পীরের হাতে হাত দিয়া বায়য়াত হওয়া বা মুরীদ হওয়া।

২. পীরের সোহবতে থাকা।

৩. নফ্‌সের ইসলাহ্ করা।

৪. পীরের তরীকা অনুযায়ী খাস যিকির করা।

এই চারি প্রকার কাজের মধ্যে পীরের তরীকার খাস যিকির করা। যেমনঃ ছয় লতিফার যিকির, বার তসবীহের যিকির করা ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নত নহে, কিন্তু যাহার সময় আছে, তাহার জন্য মুস্তাহাব এবং কামিলে মুকাম্মিল পীর সমাজে বাকী রাখার জন্য, সেই রকম যোগ্য লোক পয়দা করার জন্য যোগ্য মুহাক্কিক হক্কানী পীরের দ্বারা হাসিল করা ফরযে কিফায়া।

সাহাবাগণ তরবিয়ত হাসিল করার জন্য, চরিত্র গঠন করার জন্য দ্বীন জারি র কাজে দুনিয়ার মায়া, জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া অটল সত্য থাকার জন্য নবীর হাতে হাত দিয়া যে শপথ ও অঙ্গীকার করিতেন তাহাকেই বায়য়াত বলে। এখনও হক্কানী মুহাক্কিক আলিম, সাচ্চা নায়েবে রসূল, বুযুর্গ পাইলে তাঁহার হাতে হাত দিয়া বায়য়াত করা (হওয়া) সুন্নত। কিন্তু শুধু বায়য়াত হইলে চলিবে না; তদ্রূপ জীবনও গঠন করিতে হইবে।

নফসের ইসলাহ করা অর্থাৎ আকীদা দুরস্ত করা, ইবাদত-আমল দুরস্ত করা, রিপু দমন করিয়া, নফসের সঙ্গে জিহাদ করিয়া, মুজাহাদা করিয়া আখলাক দুরস্ত করা ফরয। এই ফরয পালন করার জন্য সহায়ক হয় কামিল হক্কানী লোকের সোহবত। কাজেই কুসংসর্গ বর্জন করা এবং নেক সোহবত অবলম্বন করা ওয়াজিব। সোহবতের অর্থ কামিল আলিমের সংসর্গে থাকিয়া নিজের ভুল ত্রুটিসমূহ তাঁহাকে জানাইয়া, তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী আমল করা, কষ্ট করা, সংযম অভ্যাস করা, সাধনা করা। এই উপায়েই মানুষ মানুষ হইতে পারে। এইরূপ চরিত্র গঠন করা প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্তব্য, চাই তিনি ব্যবসায়ী হউন, চাই চাকুরে হউন, চাই রাজ-কর্মচারী বা জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট বা মন্ত্রী-খলীফা হউন। কারণ চরিত্র গঠন ব্যতিরেকে সর্বদা মানুষ কাম, ক্রোধ, লোভের বশবর্তী হইয়া দুর্নীতি পরায়ণ হইয়া যায়, যেমন তাহার নমুনা আমরা দেখিতেছি বর্তমান যুগে এ উপমহাদেশে তথা বাংলাদেশে– ডাক্তার, মাস্টার,

উকিল, ব্যারিস্টার, ব্যবসায়ী, শিল্পী, ছোট চাকুরে, বড় চাকুরে সর্বত্র অনাচার, কদাচার, দুর্নীতি, ব্যভিচার ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই বিভীষিকা হইতে জাতিকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় কুরআন-হাদীসের আলোর দ্বারা হৃদয়কে আলোকিত করিয়া তদনুযায়ী চরিত্র গঠন করা। এছাড়া জাতির ধ্বংস অনিবার্য। চরিত্র গঠনের জন্য সৎ সংসর্গ অবলম্বন, কিছু দীর্ঘকাল পর্যন্ত অভ্যাসকরণ ও সৎ পরিবেশে কাল যাপন প্রধান সহায়ক।

৪। নং প্রশ্ন ঃ পীর ধরার দরকার কি? সাধারণ আলিমদের কাছে ওয়াজ শুনিয়া, মসলা জানিয়া বা বই দেখিয়া আমল করিলেই ত যথেষ্ট হইতে পারে?

৪। উত্তর ঃ হাঁ, প্রাথমিক নিম্ন শ্রেণীর দ্বীন বোধ হয় সাধারণ আলিমদের কাছে কিতাব পড়িয়া বা ওয়াজ-নসীহত শুনিয়া মসলা জানিয়া হাসিল হইতে পারে এবং যদি যোগ্য, নিঃস্বার্থ, ত্যাগী পীর না পাওয়া যায় তবে এই পথই অবলম্বন করা শ্রেয়। কারণ অযোগ্য বা ঠগবাজ পীর ধরা অপেক্ষা না ধরা ভাল। বরং অযোগ্য ঠগ্‌বাজ পীর ধরাতে দারুণ ক্ষতি, চরম সর্বনাশ হওয়ার প্রবল আশঙ্কা। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর কামালিয়াত হাসিল করিতে হইলে কামিল পীরের খাস তালিম ও তরবিয়ত ব্যতীত হওয়া অসম্ভব প্রায়। কারণ, ডাক্তারী, ওকালতি শিখিতে হইলে যেমন বই পড়ার পরও কিছুদিন অভিজ্ঞ ডাক্তারকে বা অভিজ্ঞ উকিলকে কাজ করিয়া দেখাইতে হয়, তিনি ভুল সংশোধন করিয়া দেন; তদ্রূপ কুরআন-হাদীস জানা সত্ত্বেও আমল করিয়া একজন প্রজ্ঞাবিশিষ্ট আলিমকে দেখাইয়া নিজের ভুল সংশোধন করাইয়া লইতে হয় এবং জটিল বিষয়ের পরামর্শ নিতে হয়। অনেক বিষয় দেখিয়া বা মৌখিক শুনিয়া শিখিতে হয়, কিতাবের দ্বারা বুঝে আসে না, এই জন্যই একজন নির্দিষ্ট পীরের দরকার হয় কিন্তু পীর কামিলে মুকাম্মাল আলিম বা-আমল হওয়া চাই, নিঃস্বার্থ ত্যাগী দরদী, বিনা পারিশ্রমিকে পরের জন্য পরিশ্রমের ত্যাগ স্বীকারকারী হওয়া চাই। এই ধরনের ত্যাগী কিছু সংখ্যক পীর সমাজে থাকা একান্ত জরুরী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ পীরদের অযোগ্যতা বা ভণ্ডতার কারণে পীরের সংখ্যা এত বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও সমাজের সেবা হইতেছে না, দ্বীন জারী হইতেছে না; বরং হিতের চাইতে অহিত বোধ হয় বেশী হইতেছে, স্বার্থ আসিয়া গিয়াছে, দুনিয়ার মহব্বত আসিয়া গিয়াছে, কোন কোন ক্ষেত্রে ধোকাবাজিও আসিয়া গিয়াছে, আল্লাহ্ এই কুষ্ঠ ব্যাধি হইতে আমাদের সমাজকে নাজাত দিন। বাতিল পীর, ধোকাবাজ পীর ধরার চাইতে মোটেই পীর না ধরিয়া শরীয়তের মসলা-মাসায়েল জানিয়া তদনুযায়ী আমল করা ভাল। কেননা ইঞ্জিন যদি খারাপ হয় তাহা হইলে গাড়ী একেবারে অতল সমুদ্রে নিয়া ডুবাইয়া দিতে পারে। গলদ ইঞ্জিনের গাড়ীতে চড়া অপেক্ষা মোটেও গাড়ীতে না চড়িয়া পায়ে

হাঁটা ভাল। যোগ্য পীরের আলামত কমপক্ষে পূর্ণ কুরআনের এবং একখানা হাদীস গ্রন্থের মানে-মতলব উস্তাদের কাছে বুঝিয়া পড়িয়াছেন এবং চর্চা রাখিয়াছেন এতটুকু হওয়া দরকার। তদুপরি আখলাকের তরবিয়ত দেওয়ার যোগ্যতা, নফসের ইসলাহ্ করার যোগ্যতা তিনি অর্জন করিয়াছেন কোন পীরে কামিলের সোহবতে থাকিয়া। যিকিরের দ্বারা নিসবত হাসিল করিয়াছেন তাহারও সনদ থাকা দরকার এবং মুরীদ করিয়া নিজের স্বার্থ উদ্ধার করিবেন দুনিয়ার নাম-নুমায়েশ প্রসার, সম্পত্তি করিবেন এই খাহেশ তাঁহার নাই। শুধু আল্লাহ্র দ্বীন, নবীর তরীকা জারী করাই তাঁহার উদ্দেশ্য– ইহারও প্রমাণ থাকা দরকার। পরস্পর দ্বীনের খাদিমগণের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ মতপার্থক্য না থাকা দরকার। সকল খাদিমই এক নবীর তরীকার খাদিম, এক নবীর দরবারের চাকর, পরস্পর একতা মহব্বত, সহযোগিতা, সহানুভূতি খায়েরখাহী, হামদর্দী থাকা দরকার। যেখানে টাকা ও স্বার্থের প্রশ্ন, সেখানেই আসে দ্বন্দ্ব-ঝগড়া, আর যেখানে সকলের একই উদ্দেশ্য, একই আল্লাহ্কে পাওয়া, একই নবীর পায়ের তলে সকলকে হাজির করা, সেখানে দ্বন্দ্ব-ঝগড়া, হিংসা-বিদ্বেষ থাকিবে কেন?

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আমি আর একটি কথা বলিতেছি, খুব গওর করিয়া, গভীরভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিয়া লউন। আমি তাছাওউফকে এবং পীর ধরাকে মুস্তাহাবও বলিয়াছি, ওয়াজিবও বলিয়াছি, এমনকি ফরজও বলিয়াছি। কিন্তু খবরদার! খবরদার!! ধোকাবাজের জামানা, মিথ্যার জামানা, স্বার্থের জামানা, এই জামানায় ধোকাবাজের সংখ্যা বেশী, মিথ্যাবাদীর সংখ্যা বেশী। খাঁটি সত্য কামিল পীর, খাঁটি সত্য তাছাওউফ সত্য সত্য পরশ পাথর হইতে বেশী মূল্যবান, বেশী মর্যাদাশীল। কিন্তু অখাঁটি তাছাওউফ এবং অখাঁটি অসত্য ধোকাবাজ পীর চোর-ডাকাত হইতে বেশী অপকারী, বেশী সর্বনাশকারী। সাপের সংসর্গ ভাল, তবুও ধোকাবাজ পীরের সংসর্গ ভাল নয়। মাওলানা রূমী বলিয়াছেন ঃ

اے بسا ابلیس ادم روئے هست

بس بهر دست نبايد داد دست

یاد بد بد تر بود از مار بد

"প্রিয় ভ্রাতৃবর্গ! অনেক ইব্লিস মানুষের সুরত ধরিয়া পীর সাজিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অতএব খবরদার, খবরদার, যাচাই বাছাই না করিয়া খাঁটি-অখাঁটি না চিনিয়া কাহারও হাতে হাত দিবেন না। নিশ্চয়ই জানিবেন ধোকাবাজ পীরের সংসর্গ বিষধর সাপের সংসর্গ অপেক্ষাও বেশী অনিষ্টকর, বেশী সর্বনাশা।"

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিতে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) শেষ জীবনে বার বার বলিতেন– আমার নিজের কানে শুনিয়াছি ঃ

پیر ان دور ان داکوؤن اور ان رهزنون کے پاس جانے سے تو یهی بهتر هے انسان ظاهری شریعت کی کتابین دیکهکر ظاهری شریعت کے علماء هے مسائل دریافت کر کو عمل کرے اپنی نجات کا راسته ڈهونڈے اپنی نجات کیلئے تیاری کرے -

"বর্তমান যুগে অলিতে গলিতে যে সব ধোকাবাজ ঠগ–পীর নামে অভিহিত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, এইসব ডাকাত এবং এইসব ঈমান লুন্ঠনকারী ঠগদের সংসর্গে না গিয়া মানুষের জন্য ইহাই বরং শ্রেয় যে, তাহারা জাহিরী শরীয়তের কিতাব দেখিয়া জাহিরী শরীয়তের আলিমদের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া শরীয়তের মসলা-মাসায়েল অবগত হইয়া নিজেদের জীবন ও চরিত্র গঠন করেন, নিজ নিজ মুক্তির পথ খোঁজেন এবং নিজ নিজ আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি করেন।"

এই ভিত্তিতে এবং এই সূত্রে আমি আমার আলিম উলামা এবং পীর-বুযুর্গ ভাইদের করজোড়ে অনুরোধ জানাই তাঁহারা খাঁটি হউন, অন্ততঃ কুরআনের ভাষায় আদ্যোপান্ত তাহার মানে-মতলব হৃদয়ঙ্গম করুন। অন্ততঃ একখানা হাদীসের কিতাব আসল আরবী ভাষায় আদ্যোপান্ত কোন উস্তাদের কাছে পড়ুন। তারপর জনসাধারণকে আসল শরীয়তের দিকে, আসল তাছাওউফ ও মারেফাত, তরীকত-হাকীকতের দিকে আকর্ষণ করুন। খবরদার, অস্থায়ী দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী কিছু টাকা-পয়সা বা মান-সম্মানের জন্য চিরস্থায়ী আখিরাতকে ডুবাইবেন না। শায়খ সাদী কি আবেগ ভরেই না বলিয়াছেন ঃ

مبادا دل ان فرو مایه شاد - که از بهر دنیا دهد دین بباد ۱

"সেই নীচাশয় হতভাগা কক্ষনো শান্তির মুখ দর্শন করিবে না, যে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জন্য, টাকা-পয়সা বা দুনিয়ার মান-সম্মানের জন্য দ্বীনকে বরবাদ করিবে।"

মওলানা রূমী কত দরদের সঙ্গে বলিয়াছেন ঃ

حرف درویشان برد مرد ودو تابخو اند نزد ایشان انسون

"নীচাশয় ব্যক্তিরা খাঁটি দরবেশী না শিখিয়া, খাঁটি ত্যাগ ও কুরবানী, ইত্তিবায়ে শরীয়ত, তরীকত ও পায়রবীয়ে সুন্নত মশ্‌ক না করিয়া দরবেশদের কিছু কথা চুরি করিয়া তাহার দ্বারা সরল প্রাণ অজ্ঞ জনসাধারণকে ধোকা দিয়া মন্ত্র-মুগ্ধ করিয়া

ফেলে।" খবরদার! তাহাদের ধোকা হইতে দূরে থাকিও। আমি আমার মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের নিকটও সবির্নন্ধ আরজ জানাইঃ খাঁটি-মেকি চিনিতে চেষ্টা করুন, চেষ্টা করিলে খাঁটি-অখাঁটি চিনিতে পারিবেন। খবরদার! মেকী সোনা, জাল নোট ঘরে নিবেন না, নতুবা উল্টা চিটিং কেসে সোপর্দ হইবার আশঙ্কা আছে। নিজে বি, এল, পাশ না করিয়া যেমন বড় উকিল কে– তাহা আপনারা চিনিতে পারেন, এম, বি, বি, এস পাশ না করিয়া যখন আপনারা কে বড় ভাল ডাক্তার, তাহা চিনিতে পারেন, তখন খাঁটি পীর অনুসন্ধান করিলে কেন চিনিতে পারিবেন না? ভেল্‌কিবাজিতে মুগ্ধ হইবেন না, শরীয়তের মাপকাঠি ছাড়িয়া শুধু প্রবৃত্তির ভাব-প্রবণতায় কাজ করিবেন না। সব জায়গায় শরীয়তের মাপকাঠি ঠিক রাখিবেন।

হাদীস শরীফে আসিয়াছে ঃ

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا أَوْ لِيَصْرِفَ بِهٖ وُجُوْهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَوْ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ -

"যে ইল্‌ম হাসিল করিবে দুনিয়ার হীন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, দুই-চারটি পয়সা পাইয়া পেট পালিবার উদ্দেশ্যে, অথবা এই উদ্দেশ্যে যে লোকেরা তার দিকে ঝুঁকুক এবং তাহাকে কিছু টাকা-পয়সা দেউক অথবা এই উদ্দেশ্যে যে, অন্য আলিমদের সঙ্গে তর্কে জিতুক অথবা এই উদ্দেশ্যে যে, সে বোকাদের ধোকা দিয়া তাহার তাবেদার বানাক, এইসব উদ্দেশ্যে যে ইল্‌ম হাসিল করিবে তাহার স্থান দোযখের মধ্যে স্থির করিয়া রাখুক।"

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে একযোগে সত্যান্বেষী ও সত্য-সেবী হওয়ার তৌফিক দিন। হিংসা-বিদ্বেষ, মতপার্থক্য, হীনতা, নীচতা, ধোকা, ফাঁকি আমাদের হইতে দূর করিয়া দিন। আমীন! ছুম্মা আমীন!! বে হুরমাতে সাইয়্যেদিল মুরসালীন খাতামুন্নাবীয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া বারাকা ওয়া ছাল্লাম।

৫। প্রশ্ন ঃ আপনি পঞ্চম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ওহাবী কাহাকে বলে? ওহাবী কাহারা? সুন্নত জামায়াত কাহাকে বলে? সুন্নত জামায়াত কাহারা? দেওবন্দের আলিমগণ ওহাবী? না সুন্নত জামায়াত?

৫। উত্তর ঃ প্রকৃত সত্য কথা এই যে, ওহাবী নামে কোন সম্প্রদায় বা কোন ফিরকা নাই। কিন্তু যেহেতু আমরা বাস করি চতুর্দিকে শত্রুদের দ্বারা বেষ্টিত অবস্থায়, সুতরাং তাহারা যেমন অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া অনেক দূর হইতে

আমাদের আক্রমণ করে, এমনকি অনেক সময় এমন মিষ্টভাবে, বন্ধুভাবে আক্রমণ করে যে, আমরা হয়ত টেরও পাই না, বা আমাদের দলেরই কেউ কেউ হয়ত আমাদেরই বলিয়া বসে যে "ওরা আমাদের শত্রু নয়, অনর্থক কেন ওদের শত্রু বলা হইতেছে? সুতরাং ঈমান ও ইসলামকে রক্ষা করিতে হইলে দুনিয়াতে বাঁচিতে হইলে অতন্দ্র সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া সর্বদা জীবন যাপন করিতে হইবে।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে আরব দেশে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নামক একজন ধর্মীয় নেতা এবং রাষ্ট্রীয় নেতা গুজারিয়াছেন। রাষ্ট্র ক্ষুদ্র হইলেও তিনি বেশ ক্ষমতাশালীও ছিলেন এবং আরব দেশে বেশ প্রভাবও বিস্তার করিয়াছিলেন। অনেকগুলি সংস্কারমূলক কাজও তিনি করিয়াছিলেন। সংস্কারমূলক কাজ করিতে গিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি ঈমানী ভুল না হইলেও বুদ্ধির ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। ঐ ভুলের সুযোগ নিয়া তাঁহার শত্রুরা এবং সংশোধনে যাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছিল তাহারা একযোগে মিলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বেশকিছু প্রোপাগাণ্ডা করিয়া সাধারণ মুসলিম সমাজে তাঁহাকে অস্পৃশ্যরূপ ঘৃণিত করিয়া তুলিয়াছিল, এমনকি ওহাবী শব্দটি একটি ঘৃণিত গালিতে পরিণত হইয়াছিল। ইসলামের শত্রুরা ইহাকে একটি বড় সুযোগ মনে করিয়া ইসলামী আন্দোলনকে এবং মুসলিম জাতির যে কোন চেতনামূলক অগ্রগতিকে ওহাবী আন্দোলন বলিয়া আখ্যায়িত করিত। সেই জন্যই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সৈয়দ আহমদ বেরেলবী এবং তাঁহার মুরীদান খলীফাগণ জালিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে, জালিম সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ভারতকে এবং ইসলামকে স্বাধীন করিবার জন্য যে বিরাট বিশাল জিহাদী আন্দোলন করিয়াছিলেন, সে আন্দোলনকেও তাহারা ওহাবী আন্দোলন বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া জনসাধারণের কতকের (যাহারা গোড়ার কথা জানে না, তাহাদের) মনে ধাঁ ধাঁ সৃষ্টি করিয়া দিয়া আন্দোলনকে বানচাল করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু সাধারণ মানুষ যেহেতু সাধারণত অন্ধ অনুকরণ প্রিয় হয়, তাহ্কীক প্রিয় কম হয়, সেই জন্য এখনও মুসলমানদের মধ্যে মতপার্থক্য পয়দা করার জন্য ঐ ঘৃণ্য শব্দটি ব্যবহার করিয়া একে অন্যের মনে আঘাত হানিয়া থাকে। অজ্ঞতা এমনই খারাপ জিনিস যে, অনেকে অজ্ঞতাবশত নিজেকে নিজেও ওহাবী বলিয়া স্বীকার করিয়া বসে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ওহাবী কেহই নহে।

প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা সকলেই সুন্নত জামায়াত। যাহারা দেওবন্দী তাহারাও সুন্নত জামায়াতভুক্ত, যাহারা বেরেলবী তাহারাও সুন্নত জামায়াতভুক্ত, যাহারা আমীন জোরে বলে রাফে ইয়াদাইন করে, তাহারাও সুন্নত জামায়াতভুক্ত, যাহারা মৌলুদ শরীফ পড়ে, দাঁড়াইয়া দরূদ ও সালাম পড়ে, তাহারাও সুন্নত জামায়াতভুক্ত, যাহারা মৌলুদ পড়াকে ব্যবসারূপে পরিগণিত করিতে মৌলুদের

মধ্যে মাওজু' রেওয়ায়েত বয়ান করিতে, শরীয়ত বিরুদ্ধ গান, বাদ্য, নাচ করিতে নিষেধ করেন, তাহারাও সুন্নত জামায়াতভুক্ত, তবলিগী জামায়াতও সুন্নত জামায়াত, ফুরফুরী, বাহাদুরপুরী, জৌনপুরী, হাটহাজারী, থানবী ইহারা সকলেই সুন্নত জামায়াত। অবশ্য সুন্নত জামায়াতের বিরুদ্ধে তাহারা– যাহারা হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহকে শেষ নবী বলিয়া স্বীকার করে না বা তাঁহার পরেও অন্য কাউকে নবী বলিয়া মানে, তাহার সাহাবাগণকে; খাস করিয়া চারি খলীফাকে নিন্দা করে। তাহারা ব্যতীত আর সকলেই আমরা সুন্নত জামায়াত। দেওবন্দী আলিমগণও সুন্নত জামায়াত, বেরেলবী, বাদায়ুনী আলিমগণও সুন্নত জামায়াত। কারণ সুন্নত হিসেবে রসূলুল্লাহ যে আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহাকে এবং তিনি সেই আদর্শকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এবং প্রচার করিবার জন্য নিজ হাতে একটি আদর্শ সংঘবদ্ধ অটুট জামায়াত (দল) তৈয়ার করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, অর্থাৎ সাহাবাগণের জামায়াত– তাহাকে বলে জামায়াত, আমরা সকলেই রসূলুল্লাহর সুন্নতকেও মানি এবং রসূলুল্লাহর আল ও আসহাবকেও মানি। কাজেই আমরা সকলেই সুন্নত জামায়াত, কেহই ওহাবী নহে কিন্তু শত্রুদের প্ররোচনায় পড়িয়া ক্ষুদ্র হীন স্বার্থ নিয়া সমাজে দলাদলি সৃষ্টি করার জন্য অনেকে ঈর্ষাবশত কেহ কাহাকেও ওহাবী বলিয়া গালি দেয়, তার প্রত্যুত্তরে আবার কেহ কাহাকেও বিদআতী বলিয়া গালি দেয়। কেহ সুন্নত জামায়াত বলিয়া দাবী করিয়া অন্যদিগকে জামায়াত হইতে খারিজ করিয়া দেয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিদআতকে কেহ ভালবাসে না বা সুন্নতকে কেহ মন্দ জানে না এবং কেহ নিজেকে ওহাবী বলিয়া পরিচয় দিতে রাজি নহে। অতএব আমার ভাইদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, আপনারা ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি মতভেদ, মৌলুদ, কিয়াম ইত্যাদির ঝগড়া পরিহার করিয়া সকলে একতাবদ্ধভাবে সক্রিয়ভাবে যাহারা ইসলামের সঙ্গে শত্রুতা করিতেছে, ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শত্রুতা করিতেছে, সকলেই তাহাদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হউন এবং সত্যিকার ইসলাম ধর্মের খেদমত ও প্রচারে আত্মনিয়োগ করুন। ইসলামী শিক্ষা বিস্তার করুন। ওহাবী, সুন্নী বলিয়া রেষারেষি, দোষাদোষি পরিত্যাগ করুন। উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি করা সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ্।

৬। প্রশ্ন ঃ মৌলুদ শরীফ পড়া নিয়া এবং মৌলুদ শরীপ পড়ার মধ্যে কিয়াম করা নিয়া অনেক মতবিরোধ এমনকি অনেক দলাদলি বলাবলি পর্যন্ত হইতেছে। এ ব্যাপারে আসল জিনিসটা কি, সে সম্পর্কে আপনার ইলমের তাহকীক অনুযায়ী আপনার মতামত কি, জানাইয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন, আশা করি ইহাকে সমাজের গণ্ডগোল বা ভুল বুঝাবুঝি দূর হইবে।

৬। **উত্তর ঃ** কুপ্রথা বড়ই খারাপ জিনিস, সুপ্রথা বড়ই ভাল জিনিস। কুপ্রথা অর্থ খারাপ রসম। সুপ্রথা অর্থ ভাল প্রথা, ভাল রসম। ব্যাপক রীতিকে প্রথা বলে। প্রথা ও রসম এবং সুন্নত ও শরীয়তের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথা ও রসমের মূলে কোন সত্য ও হাকীকত থাকে না, কিন্তু সুন্নত ও শরীয়তের মূলে সত্য ও হাকীকত আছে। অবশ্য সকলের হয়ত এ সত্যটা এবং হাকীকতটা জানা নাও থাকিতে পারে। তদ্রূপ জানা না থাকিলে জানিয়া লওয়া উচিত এবং যেটা শুধু রসম ও কুপ্রথা– যাহার মূলে কোন সত্য বা হাকীকত নাই, সেটাকে পরিত্যাগ করা উচিত।

মৌলুদ শরীফ সম্পর্কে তিনটি শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে ঃ মৌলুদ শরীফ, মিলাদ শরীফ এবং মাওলিদ শরীফ।

'মৌলুদ' অর্থ বাচ্চা, যে বাচ্চা সদ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যখন ইহার সঙ্গে সম্মানের জন্য 'শরীফ' শব্দ যোগ করা হয় তখন অর্থ হয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। 'মিলাদ' শব্দের অর্থ জন্মের সময় এবং 'মাওলিদ' শব্দের অর্থ জন্মের স্থান। সাধারণত সম্মানিত বাচ্চা বলিতে আমরা হযরত রসূলুল্লাহকে বুঝি, সেইজন্য মৌলুদ শরীফের বয়ান শুনিতে আমরা ভালবাসি। কারণ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া গিয়াছেন ঃ

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ (مسلم شريف)

"মাতা-পিতা হইতে, ছেলে-মেয়ে হইতে, সমস্ত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সমস্ত মানুষ হইতে তোমরা যাবৎ আমাকে অধিক ভাল না বাসিবে, তাবৎ তোমরা কেহই 'মুমিন' হইতে পারিবে না।"

সর্বাপেক্ষা বেশী যখন ভালবাসিতে হইবে, এটা যখন ফরয, তখন সর্বাপেক্ষা বেশী তাঁহার এই দানরাশি স্মরণ করিতে হইবে। তাঁহার গুণাবলী, মহৎ চরিত্রাবলী আলোচনা করিতে হইবে, তাঁহার জীবনী, তাঁহার জীবনের কীর্তি ও কার্যাবলী পড়িতে হইবে। যেমন আল্লাহ্ পাক কুরআন শরীফে বলিয়াছেনঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا

"হে মুমিনগণ! তোমরা অনেক বেশী করিয়া আল্লাহ্কে স্মরণ কর, আল্লাহ্র যিকির খুব বেশী করিয়া কর।"

এই আদেশের কারণেই যিকরুল্লাহ্র মজলিস করা হইয়া থাকে এবং একা একাও যথাসম্ভব প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিই আল্লাহ্র যিকির যে যত বেশী পারে, করিয়া থাকে, এইরূপে যিকিরে-রসূলও খুব বেশী করিয়া করা দরকার। এইজন্যই যাঁহারা

খাঁটি আলিম, তালিবে ইলম এবং খাঁটী আল্লাহ্ ওয়ালা বুযুর্গ, তাঁহারা সব সময়ই দরূদ শরীফ পড়িতে থাকেন। হাদীস শরীফ পড়িতে, পড়াইতে এবং মুতালিয়া করিতে থাকেন, কারণ হাদীসের কিতাব সবই হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর জীবনী ও জীবনের কার্যাবলীর বর্ণনা। মৌলুদ শরীফের আসল উদ্দেশ্য হযরত রসূলুল্লাহকে, তাঁহার গুণাবলী কার্যাবলীকে সর্বাধিক স্মরণ করা, সেই কাজেই তাঁহারা অধিকাংশ সময় লিপ্ত থাকেন। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে সর্বাধিক মহব্বত করা এবং তাযিম করা ফরজ। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে আল্লাহ্ বানাইয়া দেওয়া বা আল্লাহ্র মত সিজদা করা, রুকূ করা জায়েয নহে। এই মসলার মধ্যে কাহারও আদৌ কোন মতভেদ নাই। মতভেদ এবং ঝগড়া-লড়াই হইতেছে শুধু ভুল বুঝাবুঝির কারণে বা নফসানিয়াতের কারণে।

যাঁহারা মৌলুদ শরীফকে বিদআত বলেন, তাঁহারা হযরতের মহব্বতকে বা হযরতের যিকির-আলোচনাকে বিদআত বলেন না, তাঁহারা বিদাঁত বলেন– মৌলূদ শরীফের নামে সমাজে যে সব অপকর্ম চালু হইয়াছে তাহাকে। সমাজে খ্রীষ্টানদের অনুকরণে, হিন্দুদের অনুকরণে মৌলুদ শরীফের নামকরণে মাওযু' রেওয়ায়েত গঠন করা হইয়াছে। গান-বাদ্যের আসর জমান হইয়াছে। গান-বাদ্যের ন্যায়, থিয়েটারের ন্যায়, টাকা রোযগারের জন্য পার্টি সাজান, বাইজি নাচান হইয়াছে, নামায জামায়াত বন্ধ করিয়া পার্টি দেওয়া হইয়াছে গণিকার বাড়ীতে পর্যন্ত আর যাঁহারা ভাঙা কুঁড়ে ঘরে বাস করেন তাঁহাদেরও বিল্ডিং-এ বাসকারীদের প্রতি হিংসা করা উচিত নহে। সারকথা এই যে, এই সর্বসম্মত বিষয় নিয়া মুসলমানদের মধ্যে আদৌ কোন ঝগড়া-দ্বন্দ্ব হওয়া অনুচিত।

বাকী রহিল কিয়ামের কথা। কিয়াম জিনিসটা আসলে ফিকাহ্র অন্তর্ভুক্ত নহে– ইহা তাছাওউফের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মহব্বত বাড়ানোর উদ্দেশ্যে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর তারিফের কাসীদা পড়া হয় তাহা দ্বারা মহব্বত বাড়ে এবং লোক মহব্বতের জোশে খাড়া হইয়া যায়। মহব্বতের জোশে খাড়া হইলে তাহাকে বিদআত বলা যায় না। তাহা ছাড়া হযরত (সাঃ)কে সালাম করার সময় বসিয়া বসিয়া সালাম করা শরীফ তবিয়তের লোকের কাছে বড়ই বেয়াদবী লাগে। সেই জন্য রওজা শরীফের সামনে নিজেকে হাজির ধ্যান করিয়া খাড়া হইয়া সালাম করাতে কোনই দোষ হইতে পারে না। যেমন মদীনা শরীফে রওজা শরীফের সামনে সালাম করার সময় সকলেই দাঁড়াইয়া সালাম করিয়া থাকেন। অবশ্য কিয়ামকে শরীয়তের হুকুম মনে করা অর্থাৎ হযরত রসূলুল্লাহর হুকুম মনে করা অত্যন্ত সাংঘাতিক গুনাহ, অন্যায় এবং বিদআত। হযরত রসূলুল্লাহ কখনো তাঁহার নিজের জন্য এমন হুকুম তাঁহার জীবিতাবস্থায়ও দেন নাই।

তরীকতের মজলিসে সেইরূপ যদি একজনের হাল গালিব হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে তবে তরীকত অনুসারে সকলেরই দাঁড়াইয়া যাওয়া উচিত। এইরূপে যিকিরে-রসূলের মজলিসেও মহব্বতের জোশে একজন দাঁড়াইয়া গেলে সকলেরই দাঁড়াইয়া যাওয়া উচিত। অর্থাৎ ইহা একটি উত্তম আদব, ইহার বিপরীত বেয়াদবী। মোটকথা এই যে, আল্লাহ্ ও রসূলের মহব্বত বাড়াইতে হইবে সেইজন্য যিকরুল্লাহর মজলিসের, যিক্রে-রসূলের মজলিসের সংখ্যা ও পরিমাণ যত বাড়ান যাইবে ততই ইহ-পরকালের মঙ্গল হইবে। খবরদার, কেহ বেয়াদবীর মধ্যে পতিত হইয়া নিজের রূহানী ক্ষতির মধ্যে, পার্থিব ক্ষতির মধ্যে পড়িবেন না।

৭। **প্রশ্ন ঃ** তাছাওউফ শব্দ যখন কুরআন ও হাদীসে নাই, তখন তাছাওউফেরই বা কি দরকার, তাছাওউফ শব্দ ব্যবহার করারই বা কি দরকার, তাছাওউফ নামে শরীয়তের ভিন্ন একটি শাখা বাড়ানোরই বা কি দরকার?

৭। **উত্তর ঃ** হাঁ, (পাকিস্তানে) বাংলাদেশে কোন কোন্ বিদ্বান মূর্খ এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন। ইহার উত্তর ভালরূপে বুঝিয়া লউন। জারজ সন্তান এবং হালাল সন্তান দেখিতে একই রকম দেখা যায়, ঘুষের টাকা আর চাকুরীর বেতনের টাকা একই রকম দেখা যায়, ব্যবসার লাভের টাকা; ব্লাক-মার্কেটিংয়ের টাকা ও সুদের টাকা দেখিতে একই রকম দেখা যায়, জাল নোট আর আসল নোট দেখিতে একই রকম দেখা যায়– ঠিক এইরূপ বিদআত এবং ইজতিহাদও দেখিতে একই রকম দেখা যায়। কিন্তু যেরূপ কে হারামী করিয়া জারজ সন্তান পয়দা করিবে এই ভয়ে যেমন কন্যা সন্তানকে দাফন করা যাইবে না, বিবাহ বন্ধ করা যাইবে না; কে কবে ঘুষ খাইবে এইজন্য চাকুরী দেওয়া বন্ধ করা যাইবে না; কে কবে ব্লাক-মার্কেটিং করিবে, সুদ খাইবে সেইজন্য ব্যবসা বন্ধ করা যাইবে না; কে কবে নকল নোট বাহির করিবে, সেইজন্য নোট ছাপানো বন্ধ করা যাইবে না–ঠিক তদ্রূপ কে কবে বিদআত জারী করিবে সেই ভয়ে ইজতিহাদ বন্ধ করা যাইবে না। কারণ ইজতিহাদ না থাকিলে শরীয়ত হইয়া যাইবে স্রোতহীন নদীর মত, তরক্কীবিহীন অন্ধ সমাজের মত। সুতরাং জাহিরী নিজাম দুরস্ত রাখার জন্য ফিকাহ্র মধ্যে যেরূপ ইজতিহাদ করা হইয়াছে তদ্রূপ বাতিনী তরক্কী জারী রাখার জন্য, আখলাকী তরক্কী জারী রাখার জন্য, রূহানী তরক্কী জারী রাখার জন্য ইজতিহাদ করিয়া, কুরআন-হাদীস মন্থন করিয়া খাঁটী তাছাওউফ বাহির করা হইয়াছে। অবশ্য যাহারা চোর, যাহারা ঠগ, তাহারা চিরকালই চুরি, জুয়াচুরি করিতে থাকিবে। কিন্তু তাই বলিয়া আম–শরীয়তের তরক্কীর পথ বন্ধ করা যাইবে না। তাছাওউফ ও তরীকত জীবিত না থাকিলে শরীয়তের বাস্তব রূপায়ণই সম্ভব হইবে না। সব নতুন জিনিস বিদআত নহে। তাহা হইলে ত সরফ-নাহু, উছুল-বালাগাত ইত্যাদিও বিদআত হইত, আমি

আর আপনিও বিদআত হইতাম। কিন্তু নতুন জিনিস দুই প্রকার ঃ এক প্রকার যেমন, মাতা-পিতা বা একটি দম্পতি পরস্পর একে অন্যের দায়িত্বের ও শ্রমের বোঝা স্কন্ধে লইয়া দীর্ঘকাল কষ্ট সহ্য করিয়া আল্লাহ্‌র রাজ্যে হালাল উপায়ে একটি নতুন মানুষের আমদানী করে। দ্বিতীয়, এক লম্পট চুরি করিয়া তার পাশবিক উন্মাদনা নিবৃত্ত করিবার জন্য হঠাৎ একজন সতী নারীর অমূল্য রত্ন সতীত্ব নষ্ট করিয়া তাহার গর্ভ সঞ্চার করে। এক প্রকার, একজন ইঞ্জিনিয়ার বা একজন ডাক্তার ১০/১২ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়া বহু কাল Practice করিয়া তারপর কোন একটা নতুন ফরমূলা আবিষ্কার করে। আর এক প্রকার যেমন, একজন দুষ্ট লোক আসিয়া মানুষ মারার জন্য কোন নদীর উপর একটি পুল তৈরী করা শুরু করে যাহাতে লোক নদীতে ডুবিয়া মরে অথবা একজন হাতুড়ে লোভী ডাক্তার কোন রোগীকে আন্দাজে ইন্‌জেক্‌শন করে, ঠিক এইরূপ ইজতিহাদ করার জন্য অনেক পরিশ্রম, অনেক সাধনা করিতে হয়– যাঁহারা ইজতিহাদ করিয়া ফিকাহ্‌ শাস্ত্র এবং তাছাওউফ শাস্ত্র কুরআন-হাদীস মন্থন করিয়া বাহির করিয়াছেন, তাঁহারা অনেক সাধনা– অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন, গোটা জীবনকে এই কাজের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন ও তাঁহাদের ইজতিহাদকে সমস্ত উম্মত মানিয়া, গ্রহণ করিয়া নিয়াছেন। পক্ষান্তরে যাহারা কুরআন-হাদীসের মধ্যে সেইরূপ পরিশ্রম করে নাই অধিকন্তু তাহার বিবেকের নয়, প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া অথবা Superiority complex নয়, inferiority complex-এর পরানুকরণ প্রিয়তার এবং হীনমন্যতার বশবর্তী হইয়া শরীয়তের মধ্যে, তরীকতের মধ্যে, আগাছা-পরগাছার আমদানী করিতে চাহিতেছে তাহাদের এই পরগাছা আমদানীকে কেহই ইজতিহাদ বলিয়া গ্রহণ করিবে না। সারকথা এই যে, বিদআত এবং ইজতিহাদের মধ্যে ভেদ জ্ঞান হাসিল করিতে হইবে। যাহার নিজের হাসিল নাই, তাহাকে যাহার হাসিল আছে তাহার অনুসরণ করিতে হইবে। ইজতিহাদকেও বাদ দেওয়া যাইবে না এবং পরগাছাকে অর্থাৎ বিদআতকেও গ্রহণ করা যাইবে না যেরূপ ব্লাক-মার্কেটিয়ারকে প্রকৃত ব্যবসায়ী বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না।

বিনীত–
নাচিজ
শামছুল হক

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাছাওউফ কাহাকে বলে?

আমাদের দেশে তাছাওউফকে তরীকতও বলে, মারেফাতও বলে। বস্তুতঃ তাছাওউফ সম্বন্ধে অনেক ভুল বুঝাবুঝি হইতেছে। কেহ তাছাওউফকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহিতেছে, আবার কেহ গলদ তাছাওউফের মধ্যে ডুবিয়া দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়কেই বরবাদ করিতেছে। আমি এখানে সত্য ও খাঁটি তাছাওউফ এবং সত্য তরীকত ও মা'রেফাত কাহাকে বলে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করিতে চাহিতেছি।

তাছাওউফ শব্দটি প্রাথমিক যুগে ছিল না, পরবর্তী যুগে শব্দটি পয়দা হইয়াছে। কিন্তু শব্দটি না থাকিলেও শব্দটির অর্থ এবং হাকীকত প্রথম হইতেই আছে। তাছাওউফ শব্দটি صَفْوٌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। পরে قَلْبِ مَكَانِىْ করিয়া تَصَوُّفْ করা হইয়াছে। অর্থ হইয়াছে পূর্ণরূপে صَفَائِىْ (ছাফায়ী) অর্থাৎ ভিতর-বাহিরের পরিচ্ছন্নতা হাসিল করা।

কুরআন শরীফে শুধু شَرِيْعَةٌ (শরীয়ত) শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। তরীকত, মা'রেফাত বা তাছাওউফ শব্দের প্রয়োগ কুরআন শরীফে বা হাদীস শরীফে নাই, অর্থাৎ পরবর্তী যুগে যে অর্থে এই শব্দগুলি ব্যবহার হইয়াছে, সে অর্থে এই শব্দগুলি কুরআন শরীফে বা হাদীস শরীফে নাই। কিন্তু প্রত্যেকটি শব্দেরই হাকীকত কুরআন-হাদীসে মওজুদ আছে।

مَعْرِفَةٌ (মা'রেফাত) মানে পরিচয় লাভ করা। আল্লাহ্‌র গুণাবলীর দ্বারা আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করার নামই মা'রেফাত। তরীকত মানে রাস্তা; শরীয়ত মানে প্রশস্ত রাস্তা। আল্লাহ্‌কে পাওয়ার এবং পরিচয় লাভ করার রাস্তাকেই শরীয়ত এবং তরীকত বলে। আল্লাহ্‌কে পাইতে হইলে আল্লাহ্‌র ভালবাসা, আল্লাহ্‌র প্রেম হাসিল করিতেই হইবে। আল্লাহ্ এমন যে, তাঁহার গুণাবলীর দ্বারা কেউ তাঁহার পরিচয় পাইলে সে আল্লাহ্‌র প্রেমিক না হইয়াই পারিবে না, আল্লাহ্‌কে না ভালবাসিয়াই পারিবে না।

ইসলাম শব্দের অর্থই আল্লাহ্র হুকুমকে মাথা পাতিয়া শিরোধার্য করিয়া নেওয়া। ঈমানের অর্থ-ও তাহাই, অর্থাৎ ভক্তি ভরে আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তাঁহার রাসূলকে বিশ্বাস করিয়া রাসূল যাহা কিছু নিয়া আসিয়াছেন সব বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিয়া নেওয়া। কিন্তু যেহেতু মাথা পাতিয়া দিয়া আল্লাহ্র হুকুমকে শিরোধার্য করিয়া নেওয়া হইতে পারে না, যাবৎ না মানুষ আল্লাহ্কে চিনিবে, আল্লাহ্কে ভালবাসিবে, আল্লাহ্র প্রেমিক হইয়া আল্লাহ্র প্রদত্ত বোঝা মাথা পাতিয়া খুশীর সহিত বহন করিবে। সেইজন্যই আল্লাহ্ পাক কুরআন শরীফে বলিয়াছেন ঃ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

"যাঁহারা ঈমানদার তাঁহারা আল্লাহ্র আশিক, এক আল্লাহ্কেই তাঁহার নিজের জানের-মালের, স্ত্রী-পুত্রের অপেক্ষা, সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসেন, সর্বাধিক বেশী প্রেম করেন তাঁহারা আল্লাহ্কে।"

কুরআন শরীফে অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

"হে আমার রাসূল! আপনি মানব জাতিকে বলিয়া দিন, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাসিতে চাও, আর নিশ্চয়ই তোমরা আলাহ্কে ভালবাস, নতুবা এত তপ্-যপ্, সাধনা-উপাসনা কেন কর? কিন্তু ও পথে নয়, আল্লাহকে ভালবাসিতে হইলে আমার পথ ধরিতে হইবে; আমার অনুকরণ করিতে হইবে। ইহাই একমাত্র পথ আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা দেখাইবার, এই পথ ধরিলেই আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন, তোমরা আল্লাহ্র ভালবাসা পাইতে পারিবে।"

হাদীস শরীফে বলা হইয়াছে ঃ

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهٖ وَمَالِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

তোমরা কেহই ঈমানের দাবীদার হইতে পারিবে না, তোমাদের সে দাবী গ্রহণযোগ্য হইবে না, যাবৎ না আল্লাহ্কে এবং আল্লাহ্র রাসূলকে নিজের জানের-মালের অপেক্ষা, সন্তান-সন্ততির এবং অন্যান্য সমস্ত মানুষ অপেক্ষা, স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, নেতা রাজা সকলের অপেক্ষা বেশী ভালবাসিতে না শিখিবে।"

দেখা যাইতেছে যে, আল্লাহ্কে ভালবাসা এবং আল্লাহ্র প্রেমের নামই ঈমান এবং ইসলাম।

হযরত মুসা (আ.)-এর ঘটনা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরীফের মধ্যে বয়ান করিয়াছেন ঃ

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ - فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي - فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا - فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ -

(আল্লাহ্ বলিতেছেন) "আমি যে সময় নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলাম ঠিক সেই সময়মতই মুসা আসিয়াছিলেন, মুসার রব তাঁহার সহিত কথাও বলিয়াছিলেন, কিন্তু মুসা আল্লাহ্‌র কথার লালিত্যে মুগ্ধ হইয়া, আল্লাহ্‌র প্রেমে আসক্ত হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, হে আল্লাহ্! আমাকে একবার আপনি একটু দেখা দিন, একবার আমি আপনাকে একটু নয়ন ভরিয়া দেখি। আল্লাহ্ বলিলেন হে মুসা! তুমি এ দুনিয়াতে থাকিয়া আমাকে দেখিতে পারিবে না। অবশ্য কোহে তুরের দিকে (তুর পাহাড়ের দিকে) তাকাও, সে পাহাড় যদি তাহার জায়গায় ঠিক থাকিতে পারে তবে তুমিও আমাকে দেখিতে পারিবে। পাহাড়ও ঠিক থাকিতে পারিবে না, তুমিও দেখিতে পারিবে না। তারপর আল্লাহ্ পাহাড়ের উপর আপন তাজাল্লি সামান্যমাত্র নিক্ষেপ করিলেন অমনিই তৎক্ষণাৎ পাহাড় চুরমার হইয়া গেল, মুসা বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। তারপর যখন মুসার হুঁশ হইল তখন আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। বলিলেনঃ আয় পরওয়ারদিগার! তুমি পবিত্র, সত্যই তুমি আমার দেখার শক্তি অপেক্ষা বহু উর্ধ্বে। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও, আমি স্বীকার করিতেছি আমি তোমার পহেলা নম্বরের আনুগত্য স্বীকারকারী মুসলমান।"

আল্লাহ্ আরও বলিয়াছেন ঃ

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

"আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত সকলের কাছে আমি আমার শরীয়তের এবং দ্বীন ইসলামের আমানতের বোঝা বহন করিবার জন্য পেশ করিয়াছি কিন্তু সকলেই ভয়ে জড়সড় হইয়া অস্বীকার করিয়াছে, শুধু ইনসান (বনি আদম, মানুষ) তাহা মাথা পাতিয়া দিয়া গ্রহণ করিয়াছে, মানিয়া লইয়াছে, বহন করিবার জন্য প্রস্তুত

হইয়া গিয়াছে। কেননা একমাত্র ইনসানই এমন ছিল যে, সে আল্লাহ্‌র ইশ্‌কে নিজেকে ভুলিয়া, নিজের খাহেশাত ছাড়িয়া, নিজের নফ্‌সের উপর জুলুম করিয়া আল্লাহ্‌র হুকুমের বোঝা বহন করিতে পারিয়াছে।"

দেখা যাইতেছে যে, দায়িত্বের বোঝা বহন করার নামই শরীয়ত, দায়িত্বের বোঝা বহন করার নামই তরীকত, দায়িত্বের বোঝা বহন করার নামই তাছাওউফ এবং ইশ্‌ক, প্রেম ও মহব্বতের মানে দায়িত্বের বোঝা বহনই।

মাওলানা রূমী (রহ.) বলিতেছেন ঃ

چشم خاك از عشق بر افلاك شد - كوه در رقص امد وچالاك شد

عشق جان طور امد عاشقان - طور مست وخر موسى صاعقا

"মাটির দেহ আল্লাহ্‌র ইশ্‌কের বদৌলতেই শুধু আকাশের উপর নয়, আরশের উপর গিয়াছিল, অর্থাৎ হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শবে মিরাজে আল্লাহ্‌র ইশ্‌কের কারণেই আরশের উপর যাইতে পারিয়াছিলেন এবং ইশ্‌কের কারণেই কোহে তুর আল্লাহ্‌র তাজাল্লি গ্রহণ করিয়া ভাবাবেগে নাচিতেছিল। হযরত মুসা আলাইহিস সালামের বেহুঁশ হইয়া যাওয়াও একই কারণে এবং কোহে তুরের চূরচূর হইয়া যাওয়াতেও বুঝা যায় যে, কোহে তুরেরও জান আছে। সে জান আল্লাহ্‌র আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইয়া আল্লাহ্‌র ইশ্‌কের প্রমাণ দিয়াছে।"

আরিফে শিরাজী হাফিয বলিতেছেন ঃ

آسمان بار امانت نتوانست كشيد قرعه قال بنام من ديوانه زدند

"আকাশ পারিল না শরীয়তের, তরীকতের, ইসলামের ইশ্‌কের আমানতের বোঝা বহন করিতে, আমি পাগলের অর্থাৎ ইন্‌সানের ভাগ্যের কেরামত, লটারীতে নাম উঠিল অর্থাৎ ইন্‌সানকেই এ কাজের জন্য মনোনীত করা হইল।"

পহেলা কদম

মা'রেফাত এবং তাছাওউফের পহেলা কদম

প্রথম পদক্ষেপ এই যে, নিজেকে চিনিতে হইবে। ১. আমি কোথা হইতে আসিয়াছি? ২. কোথায় যাইব; ৩. কি জন্য, কি মকসুদে আসিয়াছি?

যে নিজেকে চিনে না অথচ দুনিয়ার গ্যাস, বিদ্যুৎ, রেডিও, এরোপ্লেন, ভূগোল-খগোল, ইতিহাস-জিওমেট্রি, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছু চিনে। প্রকৃত

প্রস্তাবে সে কিছুই চিনে না। প্রকৃত প্রস্তাবে সে বড়ই বেওকুফ, বড়ই নির্বোধ, সে নিজের বাড়ী চিনে না, নিজের দেশ চিনে না অথচ সারা পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।

কি সুন্দর বলিয়াছেন শায়খ সিরাজী ঃ

تو کارز هی را نکو ساختی - که با آسمان نیز برد اختی

"তুমি যমীনের অর্থাৎ নিজের দেশের বিষয়াবলী সব ভালমত বুঝিয়া নিয়াছ তো– যে আকাশের বিষয়াবলী বুঝিবার দিকে অগ্রসর হইতেছ?

ডক্‌টর ইকবাল মরহুম এই কথাই বলিয়াছেন ঃ

ڈھونڈنے والاستار ونکی گزر گاھو نکا -

اپنے افکار کی دنیا سفرنہ کر سکا

جس نے سورج کی شعاعؤ نکو گرفتار کیا -

زندگی کی شب تاریك سحر نه کرسکا -

"যাহারা নক্ষত্ররাজির গমন-পথের অনুসন্ধানে লাগিয়া আছে, তাহারা নিজের চিন্তা-জগতের গমন-পথে ভ্রমণ করিতে শিখিল না, যে সূর্যের কিরণকে নিজের আয়ত্বে আনিতে পারিল এবং এটমিক এনার্জি আবিষ্কার করিতে শিখিল, নিজের জীবন-রাজ্যের অমানিশার অন্ধকার দূর করিয়া প্রভাতের আলো দেখা তার ভাগ্যে জুটিল না।"

মাওলানা রূমী বলিতেছেন ঃ

قیمت هر شئ را دانی که چیست - قیمت خود را ندانی احمقیست

"দুনিয়ায় সব জিনিসেরই মূল্য তুমি বুঝিলে কিন্তু নিজের মূল্য বুঝিলে না। এর চেয়ে বেওকুফী ও নির্বুদ্ধিতা আর কি হইতে পারে?"

লতিফার কথা

নিজের ভিতর চিন্তার জগতে যাঁহারা ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন যে, মানুষের নিজের ভিতর ছয়টি সাগর আছে ঃ

১. নফ্‌সানী খাহেশাতের অর্থাৎ মনোবৃত্তিসমূহের সাগর।

২. ইল্‌মের অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞানের সাগর।

৩. আল্লাহ্‌র যিকিরের সাগর।

৪. মুরাকাবার অর্থাৎ আল্লাহ্র ধ্যানের সাগর।

৫. মা'রেফাতের অর্থাৎ গূঢ় তত্ত্বজ্ঞানসমূহের সাগর।

৬. তৌহিদের অর্থাৎ এক আল্লাহ্রই একচ্ছত্র আধিপত্য-অনুভূতি জ্ঞানের সাগর।

প্রত্যেকটি সাগরেই যেমন অনেকগুলি তরঙ্গ বিদ্যমান, তেমনই প্রত্যেকটি সাগরেই বহু মূল্যবান মণিমুক্তাও বিদ্যমান। সাগরগুলি পাড়ি দেওয়ার জন্য তার উপযুক্ত তরণীর দরকার। তরণী চালানোর জন্য তার উপযুক্ত কাণ্ডারীরও দরকার।

লতিফায়ে নফ্স

মানুষের দেহের মধ্যে ছয়টি লতিফা আছে। এই ছয়টি লতিফাই ছয়টি সাগর। এইগুলি হইতেছে ঃ

১. নফ্সানী খাহেশাতের সাগর। লতিফায়ে নফ্সকে যাহারা বশে আনিতে পারিয়াছে, তাহারা নাফ্সানী খাহেশাতের সাগর পাড়ি দিতে পারিয়াছে। যাহারা নফ্সের ইসলাহ করিতে পারে নাই তাহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য ইত্যাদি রিপুর বশ এবং দাশ হইয়া রহিয়াছে, তাহারা এই সাগরের এক টি তরঙ্গেই নৌকা ডুবাইয়া ফেলিয়াছে এবং নৌকা ডুবাইয়া অন্ধকারে হাবুডুবু খাইতেছে, সারা পৃথিবীতে এইজন্যই অশান্তির ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে, শিল্প উন্নতির নামে, চারুকলা বা ফাইন আর্ট নামে বা সাম্যবাদ ও গণতন্ত্রের নামে যত ফিতনা-ফাসাদ আসিতেছে সবই সেই দুর্দমনীয় অমননীয় নফ্সানী খাহেশাতের এবং প্রবৃত্তি সাগরের একটি তরঙ্গের কারণে মাত্র। নফ্সের ইসলাহ করিয়া মানবীয় তাহযীব হাসিল করিতে পারে নাই কাজেই বিজ্ঞানের দ্বারা শিল্পের উন্নতি করিয়া মারণাস্ত্র আবিষ্কার করিয়া উৎপন্ন মাল খাটাইবার জায়গা পায় না বলিয়া হিংস্র জন্তুর ন্যায় বর্বরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া কোন দেশকে মারিয়া-ধরিয়া, তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করিয়া, তাহাদের রক্ত শোষণ করিবার বন্দোবস্ত করা হইতেছে।

চারুকলা বা ফাইন আর্টের নামে, স্ত্রী স্বাধীনতার নামে, নারীর অধিকারের নামে মাতৃজাতির সতীত্ব নষ্ট করিয়া মাতৃজাতিকে ভোগ-বিলাসের বস্তু বানাইয়া লওয়া হইতেছে। আধুনিকতাবাদের নামে বা বিজ্ঞানোপযোগী ব্যাখ্যার নামে, গণতন্ত্রের নামে সাম্যবাদের নামে, সাম্য-মৈত্রী-ভ্রাতৃত্বের নামে কি দৌরাত্ম্য, কি মানব নিধন যজ্ঞই না চলিতেছে! কি মিথ্যা! কি ধোকাবাজী!! সবই সেই এক নফ্সানী খাহেশের সাগরের একটি মাত্র তরঙ্গের লীলা খেলার কারসাজী এসব।

মানুষ! বিজ্ঞান পড়িয়া মানুষ হও, হায়ওয়ান হইও না শুকর, কুকুর, বাঘের খাসলত পরিত্যাগ করিয়া নফ্‌সের ইসলাহ্ করিয়া মাহাযযাব (শিষ্টাচার) মানুষ হও। কারণ তুমি সাধারণ ইতর জীবজন্তু নও; তুমি আল্লাহ্‌র খলীফা।

২. ইল্‌মের সাগর অর্থাৎ জ্ঞানের সাগর পাড়ি দেওয়ার জন্য মানুষের ক্বল্‌বকে নূরানী করা দরকার। ক্বল্‌বের নূর (হৃদয়ের আলো) পাওয়া যাইবে একমাত্র আল্লাহ্ যে দুইটি আলো দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন সেই জায়গায়। তাহা ছাড়া আর সকলই অন্ধকার। চন্দ্র আর সূর্য হইতে আলো সংগ্রহ না করিলে যেরূপ সারা দুনিয়া অন্ধকার; তদ্রূপ আরও দুইটি আলো আল্লাহ্ পাঠাইয়াছেন কুরআন ও রাসূল (সা.)। এই দুই আলোর বাহিরে অন্ধকারই অন্ধকার।

যদি ক্বল্‌ব ও জ্ঞান আল্লাহ্‌র সেই নূরের দ্বারা নূরানী এবং আলোকিত না হয়, তবে জ্ঞান মানুষের জন্য স্পর্শমণি হওয়ার পরিবর্তে অভিশাপ হইয়া দাঁড়ায়। মাওলানা রূমী (রহ.) বলিতেছেন ঃ

علم را بر تن زنی مارے بود علم را بر جان زنی مارے بود

"জ্ঞানকে যদি শুধু জড় জগতের জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখ তবে সেই জ্ঞান সাপ হইয়া তোমার জীবনকে দংশন করতঃ ধ্বংস করিবে আর জ্ঞানকে যদি আল্লাহ্ প্রেরিত রূহানী আলো দ্বারা আলোকিত কর তবে সে জ্ঞান তোমার বন্ধু এবং উপকারী হইবে।

ইমাম মালিক (রহ.) বলিয়াছেন ঃ

لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ إِنَّمَا هُوَ نُورٌ يَضَعُهُ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِ الرِّجَالِ

"শুধু বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক-সাহিত্যিকদের উক্তিগুলিকে মুখস্থ করিয়া রাখার নাম জ্ঞান নয়। প্রকৃত জ্ঞান (ইলম) আল্লাহ্‌র একটি আলো- যাহা আল্লাহ্‌র পাওয়ার হাউসের সঙ্গে তারের যোগাযোগ লাগাইয়া রাখিলে কারেন্টরূপে মানুষের দেহের মধ্যে আসে এবং দেহের ঘরকে আলোকিত করে।'

৩. আল্লাহ্‌র যিকিরের সাগর লতিফায়ে রূহের মধ্যে।

৪. আল্লাহ্‌র মুরাকাবার সাগর লতিফায়ে ছেররের মধ্যে।

৫. আল্লাহ্‌র মা'রেফাতের সাগর- লতিফায়ে খফীর মধ্যে এবং

৬. তাওহীদ লতিফায়ে আখফার মধ্যে নিহিত আছে। যাহারা এসব লতিফাকে জয় করিয়াছে, তাহারা এইসব সাগর পাড়ি দিয়াছে। অন্যান্য লতিফা দূরের কথা, শুধু এক লতিফা অয়ে ক্বলবের সৌন্দর্য, গভীরতা এবং বিরাটত্ব যাহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, তাহারাই অনুভব করিতে পারিয়াছে যে, সারা দুনিয়ায় বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, কবিতা সব মিলিয়া এক বিন্দুর বেশী নহে।

দোছরা কদম

মানুষের নিজেকে নিজেকে চিনিবার সঙ্গে সঙ্গে চিনিতে হইবে যে, তাহার আসল বাড়ী কোথায়? বর্তমানে সে যেখানে আছে, সেইটা তাহার আসল বাড়ী কি-না? সে কি কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি জীবের মত দুই-চারি-দিন খেলাধুলা করিয়া তাহার জীবন লীলা শেষ করিয়া যাইবে? না এই জীবনের পরেও তাহার আসল বাড়ী আছে? বরং এই জীবনের কর্মকাণ্ডই তাহার সেই বাড়ীটাকে বানাইবে না হয় বিগড়াইবে।

জানিয়া রাখা দরকার যে, **তাছাওউফ বৈরাগ্য নয়**। বৈরাগ্য মানে কি? বিবাহ না করা, উপার্জন না করা, রাজত্ব না করা এইরূপ বৈরাগ্য অন্য ধর্মে থাকিতে পারে কিন্তু ইসলামে নাই, ইসলামী তাছাওউফে নাই। ইসলামী তাছাওউফ বলে : আসল বাড়ী তোমার এইখানে নহে। আসল জীবন তোমার এইটা নহে, এইখানে তুমি দুইদিনের জন্য আসিয়াছ; শুধু তোমার আসল জীবনের জন্য, আসল বাড়ীর জন্য উপার্জন করিয়া নিতে। সে উপার্জন যিন্দেগীকে পরিত্যাগ করিয়া বন্দেগীর দ্বারা হইবে না; বরং যিন্দেগীর সঙ্গে সঙ্গে বন্দেগীর দ্বারা হইবে।

দুনিয়া করিতে হইবে কিন্তু দুনিয়ার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া নয়, দুনিয়াকে কাবুতে আনিয়া অর্থাৎ বিবাহ করিতে হইবে শুধু যৌন তৃপ্তি মিটাইবার জন্য নয়, যৌন প্রেরণাকে বশে আনিয়া সদাচারী হইবার জন্য, আল্লাহ্‌র মাখলুকের সেবার মানসে আল্লাহ্‌র দুনিয়াকে আল্লাহ্‌র সদাচারী বান্দাদের দ্বারা আবাদ করার নিয়তে। উপার্জন করিতে হইবে, কিন্তু শুধু নিজের জন-ফরজন্দের পেট পালনের উদ্দেশ্যে নয়। এতটুকু একটা কুকুর বা একটা ছাগলও করিয়া থাকে। কিন্তু উপার্জন করিতে হইবে প্রথমতঃ উপার্জনের প্রারম্ভেই উপার্জনের উপায় আল্লাহ্‌র নির্দেশিত নিয়মের ভিতরে থাকিয়া সদুপায়ে উপার্জন করিতে হইবে; তারপর উপার্জনের দ্বারা যেমন একদিকে আপন জীবনকে, আপন স্ত্রী-পরিবারের জীবনকে গঠিত ও তৈরী করিতে হইবে আল্লাহ্‌র দাসত্বে লিপ্ত রাখিবার জন্য, তদ্রূপ উপার্জনের দ্বারা আল্লাহ্‌র মাখলুকের সেবায়, আল্লাহ্‌র দ্বীনের খেদমতের নিয়তও রাখিতে হইবে এবং তদ্রূপ কাজও করিতে হইবে। পাড়া-প্রতিবেশীর উপকার করা, আত্মীয়-স্বজনের উপকার করা, আল্লাহ্‌র দ্বীন যাহারা শিখে এবং যাহারা শিখায় তাহাদের খেদমত করা ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজত্বও করিতে হইবে কিন্তু ভোগের জন্য নহে; ত্যাগের জন্য, সেবার জন্য, আল্লাহ্‌র দ্বীন জারী করার জন্য, আল্লাহ্‌র মাখলুকের মধ্যে কেহ কাহারও উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন না করে, তজ্জন্য দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনের জন্য। কুরআন এবং হাদীসে এই কথা পরিষ্কারভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে ঃ

لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ

"আসল জীবন পরকালের জীবন।"

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

"এই বেহেশত পাইয়াছ, তোমরা দুনিয়াতে যাহা কিছু করিয়া আসিয়াছ তাহারই বিনিময়ে।" –আল-কুরআন

اِنَّا جَزَيْنَا هُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

"আমি তাহাদের যাহা কিছু দান করিয়াছি, দুনিয়াতে তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে তাহার বিনিময়েই দান করিয়াছি।"

اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ

"আখিরাতের বাড়ীটার আবাদ-উন্নতি হওয়ার কর্মক্ষেত্র দুনিয়া।" দুনিয়ার জিন্দেগী বাদ দেওয়ার জিনিস নয়। অবশ্য সংশোধন করিয়া এইটাকেও বন্দেগীতে পরিণত করিতে হইবে, পাগলামী, ধোকাবাজী, ভণ্ডামী, লুচ্চামী বা স্বেচ্ছাচারিতা করিতে দেওয়া যাইবে না। দুনিয়ায় বিজ্ঞানের উন্নতি, দর্শনের উন্নতি, সাহিত্যের উন্নতি সবের দ্বারাই চিনিতে হইবে নিজকে, নিজের স্রষ্টা–রব এবং করিতে হইবে উন্নতি ইহার দ্বারা নিজের আত্মার।

নিজের মানবাত্মাকে পশুর আত্মার দাস বানাইয়া দেওয়া যাইবে না। বিজ্ঞানের সত্যিকারের উন্নতি সেইদিন হইবে যেইদিন বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা মানবাত্মার উন্নতি সাধন হবে মানবাত্মা সৃষ্টির গবেষণা দ্বারা সে তাহার স্রষ্টাকে চিনিতে পারিবে।

নিজকে চিনার পর নিজের স্রষ্টা আল্লাহকে চিনিতে হইবে–

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

অর্থঃ "যে নিজকে চিনিয়াছে সে আল্লাহ্‌কে চিনিয়াছে।"

এই অর্থে কুরআন শরীফের আয়াত ঃ

سَنُرِيْهِمْ اٰيَاتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ

"আমার পরিচয়ের নিদর্শন আকাশে-পৃথিবীতে দেখাইব এবং তাহাদের নিজেদের ভিতরও দেখাইব যাহাতে তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া যায় যে, প্রকৃত সত্য সেই (একই)।"

দার্শনিক কবি কি সুন্দর বলিয়াছেন ঃ

وفی کل شیئ له اية - تدل على انه واحد

"প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তুর মধ্যেই নিদর্শন ও প্রমাণ রহিয়া গিয়াছে, যদ্বারা বুঝা যায় সেই একই সত্য।"

অন্য একজন কবি বলিয়াছেন ঃ

اتحسب انك جرم صغير - وفيك انطوى العالم الاكبر

"তুমি কি মনে করিয়াছ যে, তুমি ক্ষুদ্র দেহ বিশিষ্ট একটি জীবমাত্র? কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার ভিতরেই সারা বিশ্ব-জগত বিদ্যমান।"

ফার্সী কবি বলিয়াছেন ঃ

هر چیز بینم در جهان غیر تو نیست

یاتوئی یابوتے تو یا خوئے تو -

"যাহা কিছু দেখিতেছি ধরায় এক তুমি ছাড়া আর কিছুই নাই। হয় তুমি, না হয় তোমার গুণাবলী, না হয় তোমার কার্যাবলী।"

উর্দূ কবি বলিয়াছেন ঃ

گلستان میں جاکر ہر ایك گل کو دیکھا

تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بوھے

"ফুলের বাগিচায় গিয়া প্রত্যেকটি ফুলকে আমি দেখিলাম তোমারই রং, তোমারই ঘ্রাণ, তোমারই সৌন্দর্য তোমারই মাধুর্য সর্বদা বিদ্যমান দেখিলাম।"

তিছ্‌রা কদম

فَنَا فِى اللّٰهِ (ফানা ফিল্লাহ)

আল্লাহ্‌কে চিনিতে হইবে সমস্ত গায়রুল্লাহকে ভুলিয়া যাইতে হইবে। অর্থাৎ নিজের এবং অন্যান্যের বাজে মতকে, নিজের খাহেশকে পরিত্যাগ করিয়া নিজকে, নিজের মতকে, নিজের খাহেশকে আল্লাহ্‌র মধ্যে আল্লাহ্‌র মতের মধ্যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছার মধ্যে বিলীন ও ফানা করিয়া দিতে হইবে, কেননা আল্লাহ্‌কে চিনিবার অর্থই আল্লাহ্‌র প্রেমে মত্ত হওয়া এবং আল্লাহ্‌র প্রেমে মত্ত হওয়ার অর্থ ফার্সী বয়াতের মর্ম ঃ

عاشقی چیست؟ بگو بنده جانان بودن -

دل بدست دیگرے دادن وحیران بودن -

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্‌র প্রেম কাহাকে বলে?

উত্তর ঃ আল্লাহ্‌র দাসত্ব শৃঙ্খল গলায় পরিয়া নিজের মত ও পথ, বুদ্ধি ও আক্কেল, রায় ও মত আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করিয়া দিয়া আল্লাহ্ যে দিকে চালান সেই দিকে চলা, আল্লাহ্ যাহা বলেন বিনা বাক্য ব্যয়ে তাহাই শিরোধার্য করিয়া লওয়া, নিজের বুদ্ধিকে আল্লাহ্‌র বুদ্ধিতে পরিণত করা, নিজের অভ্যাস ও খাসলাতকে আল্লাহ্‌র পসন্দিদা আখলাকে পরিণত করা।

চতুর্থ কদম

فَنَاءُ الْفَنَا (ফানাউল ফানা)

অর্থাৎ আমি করিয়াছি, আমি নিজেকে ফানা করিয়া ফানা ফিল্লাহ হইয়াছি, এই আমিত্বকে ভুলিয়া গিয়া আল্লাহ্‌র মুশাহাদায় এত বেশী নিমগ্ন হয় যে, এই ফানারও খেয়াল থাকে না, তখন তাহাকে 'ফানাউল ফানা' বলে। পুনঃ যখন আল্লাহ্‌র মুশাহাদাও করিতে থাকে অথচ মাখলুকাতের জ্ঞানও থাকে, তখন তাহাকে বাকা বলে।

এই পথে চলতে

১. বিদ্যা যথেষ্ট নয়, জ্ঞানের দরকার।

২. জ্ঞান যথেষ্ট নয়, ইল্‌মের দরকার।

৩. ইল্‌ম যথেষ্ট নয়, আমলের দরকার।

৪. আমল যথেষ্ট নয়, ইখলাসের দরকার– খুশূ খুযূ ও আযিযীর দরকার, মহব্বতের দরকার, ইস্তিকামাতের দরকার।

৫. ইখলাস খুশূ, খুযূ ও আযিযী বাতেনী আমল। অতএব জাহেরী আমল যথেষ্ট নয়, বাতেনী আমলের দরকার।

৬. বাতেনী আমলের জন্য বাতেনী ইল্‌মের দরকার। বাতেনী ইল্‌মের জন্য শুধু কিতাবী ইলম যথেষ্ট নহে, সোহ্‌বতী ইলমের দরকার।

৭. বাতেনী ইল্‌মের জন্য ফানার ও বাকার গায়রতের ও হোব্ব ফিল্লার– বুগয ফিল্লার দরকার। অর্থাৎ আমিত্বকে, অহংকারকে, বড়াইকে, অতিরিক্ত কথাকে, পরনিন্দা চর্চা, পরের ক্ষতি করা, পরের মনে ব্যথা দেওয়া ইত্যাদিকে ফানা করিয়া দিয়া, দূর করিয়া দিয়া তাহার বিপরীত সব আখলাক তৈয়ার করিতে হইবে।

৮. ফানা-বাকার ইল্‌ম হইলে শুধু চলিবে না, আমল যিন্দেগীর দরকার। পরের জন্য নিজেকে বিলাইয়া দিতে হইবে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জন্য আল্লাহ্‌র মাখলুকের জন্য মহব্বতের সঙ্গে খায়েরখাহির সঙ্গে নরমী-গরমীর সঙ্গে আমর বিল মা'রূফ, নাহী আনিল মুনকারের মধ্যে এবং আল্লাহ্‌র বন্দেগীর মধ্যে ঃ

ليوث النهار ورهبان الليل

দিবাভাগে দুনিয়ার প্রতি সিংহের ন্যায় কঠোর এবং রাতের বেলায় আল্লাহ্‌র সামনে সংসারত্যাগী অনুগত দাস আকারে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজকে মশগুল রাখিতে হইবে। আল্লাহ্‌র পছন্দিত যিন্দিগী, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চরম লক্ষ্য, আসল মকছুদ আল্লাহ্‌র রেযামন্দি।

তলবীন ও তমকীন

সালিক যতদিন কাঁচা থাকে তাহার ভাল হালতে ও খাস্‌লতগুলি অস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী থাকে। কিন্তু রং বেশী দেখা যায়, তখন উহাকে 'তলবীন' বলে এবং যখন তাহার ভাল হালতগুলি পরিপক্ক ও স্থায়ী হয়, কিন্তু তত রং দেখা যায় না, তখন তাহাকে 'তমকীন' বলে। তলবীনের হালতে রং বেশী থাকে বলিয়া জনসাধারণ তাহাকে চিনিতে পারে এবং বড় দরবেশ বলিয়া মনেকরে। অথচ তমকীনের হালতের মর্তবা হয় বড় কিন্তু রং বেশী দেখা যায় না, প্রায়ই সাধারণ লোকের মত জীবন যাপন করিতে দেখা যায়। কাজেই সাধারণভাবে আর তাহাকে চেনা যায় না। সুতরাং সাধারণ লোক তাহাকে চিনিতে পারে না বলিয়া দরবেশ বলিয়া মনে করে না। সাধারণ মানুষের অবস্থা এবং তাঁহার জাহেরী অবস্থা একই রকম হইয়া যায় কিন্তু ভিতরে পার্থক্য থাকে।

যিনি পাক্কা দুনিয়াদার, তিনিও দুনিয়ার কাজে লিপ্ত আছেন, যিনি পাক্কা আরিফে কামিল, তিনিও দুনিয়ার কাজে লিপ্ত আছেন, প্রকাশ্যভাবে দুইজনের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। কিন্তু দুইজনের মধ্যে আসমান-যমীনের পার্থক্য আছে। মাসালান (দৃষ্টান্ত স্বরূপ) খুলাফায়ে রাশেদীন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও রাজনীতি করিয়াছেন, হিটলারও রাজনীতি করিয়াছেন। হযরত আব্‌দুর রহমান ইব্‌নে আওফ (রাঃ) এবং ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহে তেজারত করিয়া আর্থিক উন্নতি করিয়াছেন, আবার কারুণ, বিড়লা ও ডালমিয়াও তেজারত করিয়া আর্থিক উন্নতি করিয়াছেন। একজন আরিফে কামিলও বিবাহ করেন, বিবাহ করিয়া বিবি-বাচ্চাকে ভালবাসেন, পেয়ার করেন, আত্মীয়-স্বজন অতিথি-মেহমানের সঙ্গে খোশ আলাপ করেন, জায়গা-জমির আদান-প্রদান, কায়-কারবারও করেন,

আবার একজন পাক্কা দুনিয়াদারও এইসব কাজ করে। দুইয়ের মধ্যে জাহেরান কোন পার্থক্য দেখা যায় না। কিন্তু হাকীকতে দুইজনের মধ্যে আসমান-যমীনের পার্থক্য আছে। যিনি আরিফে কামিল, তিনি প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহ্‌র হুকুম মনে করিয়া আল্লাহ্‌র হুকুম পালনের নিয়্যতে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত তরীকা অনুসারে প্রত্যেকটি আমল করেন। আর যে দুনিয়াদার, সে দুনিয়ার প্রথা অনুসারে কাজ করিয়া যায়, আল্লাহ্‌র রেযামন্দির কোন সম্পর্ক রাখে না; ধার ধারে না।

তাছাওউফের সংক্ষিপ্ত সার

তাছাওউফ শুধু জাহেরী কিতাবী ইল্‌মের ও তালিমের নাম নহে, জাহেরী কিতাবী ইল্‌মের ও তা'লীমের সঙ্গে সোহবতী ইল্‌ম, তরবিয়ত ও আমলের নাম তাছাওউফ। শুধু জাহেরী আমলের নাম তাছাওউফ নহে, জাহেরসহ বাতেনী আমলের নাম তাছাওউফ। সারকথা এই যে, তাছাওউফ চারিটি আমলের সমষ্টির নাম। যথা ঃ

১. পূর্ণ শরীয়তকে বাস্তব জীবনে আমল করিতে হইবে। পূর্ণ শরীয়ত বলিতে ঃ (১) আকাঈদ, (২) ইবাদত, (৩) মুয়াশারাত, (৪) মুয়ামিলাত ও (৫) আখলাকিয়াত ও আধ্যাত্মিক মাকামাতকে বুঝায়।

২. মানুষের নফ্‌সের মধ্যে যেসব ময়লা আছে অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তি আছে, নফ্‌সের ইসলাহ্ করিয়া সেগুলিকে দমন করিতে হইবে।

৩. এক-একটি করিয়া আখলাকে নববী হাসিল করিতে হইবে।

اتباع سنت کے مطابق دوام طاعت ودوام ذکر کے ذریعے سے ذهن وفهم وادراك کی لطافت وحفاظت حاصل هوتی رهتی هے اور تعلق مع الله بڑهتا رهتا هے تادم اخریهی شغل رهتا هے -

৪. দৃষ্টিকে (নজরকে) পবিত্র, সূক্ষ্ম ও গভীর করিয়া পূর্ণ শরীয়তকে তাহার গভীরতম দেশ পর্যন্ত উপলব্ধি করিতে হইবে, দাওয়ামে যিকির হাসিল করিতে হইবে এবং দাওয়ামে তায়াতের মধ্যে নিজকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মশগুল রাখিতে হইবে।

কাহারও জন্য আল্লাহ্‌র পবিত্র প্রেম ও খাঁটি মহব্বত আগে আসিবে, সেই প্রেমে এইসব আমল সে করিবে এবং কাহারও জন্য এইসব আমল, যিকির, বন্দেগীর দ্বারা আল্লাহ্‌র পবিত্র প্রেম ও হাকীকী মহব্বত হাসিল হইবে।

ইহা হইল সুলুকে বিলায়েত। তাছাওউফের অন্য নাম সুলুক। সুলুক অর্থ আল্লাহ্‌র পথে চলা। ইহার পরে আসে সুলুকে নবুওত। সুলুকে বিলায়েতের দ্বারা আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্য আল্লাহ্‌র পথে জীবন পর্যন্ত কুরবান করার শক্তি জন্মে।

তারপর সুলুকে নবুওত দ্বারা একটি সত্যিকার নবুওতের খিলাফত দুনিয়াতে কায়েম করার শক্তি জন্মে ঃ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ

তাছাওউফের চারটি দরজা

১. শরীয়ত।

২. তরীকত।

৩. মা'রেফাত।

৪. হাকীকত।

ইহার একটিও শরীয়ত বিরোধী নহে; বরং সবই একই শরীয়তের বিভিন্ন পর্যায়ের নাম। যথা ঃ

১. **শরীয়ত ঃ** কুল শরীয়তের জাহের ও বাতেনের ইল্‌ম হাসিল করার সঙ্গে সঙ্গে যে মোটামুটি ইল্‌ম ও আমল হাসিল হয় এই মোটামুটি ইল্‌ম ও আমলকে বলা হইয়াছে শরীয়ত।

২. **তরীকত ঃ** তারপর কুল শরীয়তের প্রত্যেকটি কাজকে তাহার বাতেনসহ ইখলাস, ইয়াকীন ও হুযূরে-কল্‌ব সহ আমল করার নাম এবং এক-একটি করিয়া নফ্‌সের খাহেশকে দমন করিয়া রাখার অভ্যাস করার এবং বেশী করিয়া ইবাদত-বন্দেগী ও যিকির করার নাম রাখা হইয়াছে তরীকত।

৩-৪. **মা'রেফাত ও হাকীকত ঃ** উপরোক্ত রূপে নফ্‌সের ধুয়াকে দমন করিয়া ইত্তিবায়ে সুন্নত অনুযায়ী একাগ্রতা সহকারে বেশী করিয়া ইবাদত-বন্দেগী ও যিকির-মুরাকাবা করার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা আপন বান্দাগণকে ওলী-আল্লাহ্‌রূপে গ্রহণ করিয়া নেন, ইহাকে বলে নিসবত এবং কোন কোন ওলী-আল্লাহ্‌র জেহেনের মধ্যে মা'রেফাতের দরিয়া খুলিয়া যায়, তাহাতে তাঁহারা হাকীকত দেখিতে পারেন। ইহাকে বলে হাকীকত ও মা'রেফাত। কিন্তু ইহা বলার কথা নহে, ইহা নফ্‌সের ধুয়াকে দূর করিয়া রূহের ইদরাকের ও উপলব্ধির কথা।

নাচিজ

শামছুল হক

তৃতীয় অধ্যায়

মুক্তির পথ

নিয়ত দুরস্ত

১. প্রত্যেক কাজের নিয়ত দুরস্ত হওয়া চাই

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلٰى مَاهَاجَرَ إِلَيْهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

"কাজের ফল আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ত অনুসারে পাওয়া যাইবে। একই সৎকাজ যদি দুইজনে দুই রকম নিয়্যতে করে, তবে প্রত্যেকটি লোকে যে যেরূপ নিয়ত করিবে, সে সেইরূপ ফলই পাইবে। অতএব হিজরতের মত সৎ ও মহৎ কাজ যদি কেহ আল্লাহ্ এবং রসূলের সন্তুষ্টি লাভের নিয়্যতে করে, তবে সে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসূলের সন্তুষ্টি লাভ করিবে। পক্ষান্তরে যদি কেহ এতবড় সৎকাজও অর্থ-লাভের উদ্দেশ্যে, যশের উদ্দেশ্যে অথবা কোন সুন্দরী স্ত্রী লাভের উদ্দেশ্যে করে, তবে তাহার হিজরতের আল্লাহ্‌র কাছে কিছুই মূল্য থাকিবে না, দুনিয়ার যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করিয়াছে, তাহার হিজরত সেই পর্যায়েই থাকিবে।"

– বুখারী, মুসলিম

এই হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, নিয়ত খাঁটি (ঠিক) না থাকিলে সৎকাজ করা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র কাছে ইহার কোন মূল্য থাকিবে না।

এই হাদীসের উপদেশ এই হইল যে, আমরা যে কোন সৎকাজ করি, নিয়ত খাঁটি করিয়া করা উচিত।

২. ইসলাম ধর্মের ভিত্তি

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

"ইসলাম ধর্মের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর ঃ

১. **কলেমা ঃ** (ঈমান) কলেমার মানে-মতলব বুঝিয়া দিলে ইয়াকীন (বিশ্বাস) করিয়া মুখে স্বীকার করিতে হইবে যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নাই এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহ্র বান্দা এবং আল্লাহ্র বাণী-বাহক রাসূল। তিনি আখিরাতের বিচারের ও বিচারে মুক্তি লাভের বিধানবাণী বহন করিয়া আনিয়াছেন। অর্থাৎ এই একরার ও অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, আমি অন্য সব গোলামীর শৃংখল ছিন্ন করিয়া এক আল্লাহ্র গোলামী ও দাসত্ব গ্রহণ করিলাম এবং অন্য সব তরীকা বর্জন করিয়া এবং হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্র তরীকা ও আদর্শ গ্রহণ করিলাম।

২. **নামায ঃ** রাসূলুল্লাহ্র তরীকা অনুযায়ী আল্লাহ্র বন্দেগী দেহের দ্বারা।

৩. **যাকাত ঃ** রাসূলুল্লাহ্র প্রদর্শিত পথ অনুযায়ী আল্লাহ্র বন্দেগী অর্থ উপার্জন করিয়া তদ্দ্বারা আল্লাহ্র পথে মানুষের সাহায্য করা।

৪. **হজ্জ ঃ** রাসূলুল্লাহ্র প্রদর্শিত নিয়ম অনুসারে বিশ্ব-মুসলিম আল্লাহ্র কেন্দ্রে একত্রিত হইয়া আল্লাহ্র বন্দেগী করা।

৫. **রমযানের রোযা ঃ** রাসূলুল্লাহ্র প্রদর্শিত তরীকা অনুযায়ী আত্মসংযম দ্বারা আল্লাহ্র বন্দেগী। – বুখারী, মুসলিম

ইসলাম ধর্মের প্রধান অঙ্গ ও প্রধান ফরয

ইসলাম ধর্মের প্রধান অঙ্গ ও প্রধান ফরয ১০টি। তন্মধ্যে ৫টি ব্যক্তিগত ফরয ও ৫টি সমষ্টিগত ও সমাজগত ফরয।

اَلْاِسْلَامُ عَشَرَةُ اَسْهُمٍ - اَوَّلُهَا شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَالثَّانِىْ اَلصَّلٰوةُ وَالثَّالِثُ الزَّكٰوةُ وَالرَّابِعُ الصَّوْمُ وَالْخَامِسُ الْحَجُّ وَالسَّادِسُ

اَلْجِهَادُ - وَالسَّابِعُ الْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالثَّامِنُ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالتَّاسِعُ الْجَمَاعَةُ وَالْعَاشِرُ الطَّاعَةُ - (كَنْزُ الْعُمَّالُ)

অর্থাৎ পাঁচ ভিত্তি প্রধান অঙ্গ, তারপর পাঁচ প্রধান অঙ্গ (সমষ্টিগত)।

৬. **জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ঃ** অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দ্বীনকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সমস্ত মুসলমান সমবেতভাবে জানমাল কুরবান করিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করা।

৭. সৎকাজে আদেশ দান করা।

৮. বদকাজে নিষেধ করা।

৯. সমস্ত মুসলমান জামায়াতবন্দী হইয়া একতাবদ্ধ হইয়া ইসলামের খেদমতের জন্য জীবন যাপন করা।

১০. জামায়াতের ইমাম ও নেতা মোকাররার করা এবং জামায়াত-নেতার অনুগত হইয়া চলিয়া জামায়াতের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলা, জামায়াতের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করা।

সৎকাজে আদেশ ও বদকাজে নিষেধের গুরুত্ব

تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ او ليسلطن عليكم شراركم لايدعوا خياركم فلا يستجاب لهم ما اعمال البر عند الجهاد فى سبيل الله الا كنفسة فى بحر لجى وما جميع اعمال البر والجهاد فى سبيل الله عند الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الا كنفسة فى بحر لجى

"তোমরা অবশ্য অবশ্য সৎকাজের আদেশ-উপদেশ দান করিবে, তোমরা অবশ্য অবশ্য বদ্‌কাজে নিষেধ করিবে। অন্যথায় দুষ্ট লোকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে, তখন তোমাদের মধ্যকার নেককারেরা দোয়া করিলে সে দোয়াও কবুল হইবে না। সমস্ত নেক কাজগুলিকে একত্রে জিহাদের সঙ্গে তুলনা করিলে জিহাদের মর্তবা সমুদ্রের মত এবং অন্যান্য সমস্ত নেক কাজের মর্তবা এক বিন্দুর মত। জিহাদসহ সমস্ত নেক কাজগুলিকে সৎকাজে আদেশ ও বদকাজে নিষেধের সঙ্গে তুলনা করিলে সৎকাজে আদেশ ও বদকাজে নিষেধের মর্তবা সমুদ্রের মত এবং জিহাদ সহ অন্যান্য সমস্ত নেককাজের মর্তবা সে তুলনায় একটি বিন্দুর মত।"

ঈমান, ইসলাম ও ইহসানের পরিচয়

ছয়টি জিনিসকে না দেখিয়া রাসূলুল্লাহর কথানুযায়ী বিশ্বাস করিতে হইবে ইহারই নাম ঈমান। ইসলাম ধর্মের সর্বপ্রধান অঙ্গ ঈমান। ঈমান ছাড়া আমলের কোন মূল্যই নাই। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম প্রশ্নকারী হইয়া একজন মানুষের সুরত ধরিয়া আসিয়া ইসলাম ধর্মের পাঁচ বেনা, ঈমানের ছয় জিনিসের তফসীল এবং ইসলামের তরক্কীর সুরত ও ওলী-আল্লাহ হওয়ার উপায় রাসূলুল্লাহ্র পবিত্র মুখের দ্বারা বাতাইয়া গিয়াছেন।

ইসলাম কাহাকে বলে?

জিবরাঈল ফেরেশতা হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِسْلَامِ "হে মুহাম্মদ (সা.) ইসলাম কি জিনিস আমাকে বুঝাইয়া দিন।"

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলিয়াছেন ঃ

اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَالْحَجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

ইসলাম ধর্মের ভিত্তি এই পাঁচটি জিনিসের উপর ঃ

১. ঈমান আনিতে হইবে অর্থাৎ দিলে ইয়াকীন (বিশ্বাস) এবং মুখে ইক্‌রার ও স্বীকার করিতে হইবে যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নাই, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র বাণী বাহক রাসূল, তিনি সত্য, (তিনি যে বাণী নিয়া আসিয়াছেন) আখিরাতে পাপ-পূণ্যের বিচার হইবে, নেকী-বদীর হিসাব হইবে, বিচারের জন্য যে বিধান লাগে সে বিধানও আল্লাহ্ তাঁর কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তিনি যে বাণী নিয়া আসিয়াছেন তাহাও সত্য।

২, নামায কায়েম করিতে হইবে অর্থাৎ দেহের দ্বারা আল্লাহ্র বন্দেগী করিতে হইবে।

৩. যাকাত দান করিতে হইবে অর্থাৎ হালাল উপায়ে অর্থ উপার্জন করিয়া সেই অর্থের দ্বারা আল্লাহ্র দ্বীনের সাহায্য করিয়া আল্লাহ্র বন্দেগী করিতে হইবে।

৪. রমযান শরীফের রোযা রাখিতে হইবে অর্থাৎ আল্লাহ্র বন্দেগীর জন্য আল্লাহ্র নীতি-রাসূলের আদর্শ অনুযায়ী সংযম অভ্যাস করিতে হইবে।

৫. হজ্জ করিতে হইবে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কেন্দ্র– আল্লাহ্‌র ঘর পর্যন্ত পৌছিবার যাহার সামর্থ আছে, তাহার আল্লাহ্‌র কেন্দ্রে পৌছিয়া আল্লাহ্‌র বন্দেগী করিতে হইবে।

ঈমান কি জিনিস?

জিব্রাঈল ফেরেশতা হযরত রাসূলুল্লাহ্‌র নিকট দ্বিতীয় প্রশ্ন করিয়াছেনঃ

يَامُحَمَّدُ أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِيْمَانِ

"হে মুহাম্মদ (সা.)! আমাকে বাতাইয়া দিন ঈমান কাহাকে বলে, কোন্ কোন্ জিনিস না দেখিয়া রাসূলের কথায় অকাট্যরূপে বিশ্বাস করিতে হইবে, তাহা হইলে ঈমান হইবে?"

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলিয়াছেন ঃ

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ

ছয়টি জিনিস না দেখিয়া রাসূলের কথায় বিশ্বাস করিতে হইবে– অকাট্যরূপে বিশ্বাস করিতে হইবে– তাহাকে বলে ঈমান।

১. আল্লাহ্‌কে এক অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে।

২. যে ফেরেশ্‌তা আল্লাহ্‌র বাণী আনিয়া তার রাসূলের কাছে পৌছাইয়াছেন আল্লাহ্‌র সেই ফেরেশতাকে নির্ভুল, নিষ্পাপ বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে।

৩. আল্লাহ্‌র কিতাবকে নির্ভুল বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে।

৪. আল্লাহ্‌র রাসূলকে নির্ভুল নিষ্পাপ বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে।

৫. কিয়ামতের-আখিরাতের হিসাব-নিকাশ, পাপ-পুণ্যের বিচার, নেকী-বদীর হিসাব, বেহেশত-দোযখ বিশ্বাস করিতে হইবে।

৬. তকদীরকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে; অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহ্ সম্পূর্ণ সক্ষমও করেন নাই, সম্পূর্ণ অক্ষমও করেন নাই, ভাল-মন্দ উভয় প্রকার কাজ করিবার পরিমাণগত ক্ষমতা তাহাকে দান করিয়া পাপের জন্য তাহাকেই দায়ী এবং পুণ্যের জন্য তাহাকে পুরস্কারের যোগ্য করিয়াছেন।

ইহ্‌সান কি জিনিস?

জিব্রাঈল ফেরেশ্‌তা হযরত রাসূলুল্লাহকে তৃতীয় প্রশ্ন করিয়াছেনঃ

أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِحْسَانِ

"ইসলামের মধ্যে অর্থাৎ নেকীর মধ্যে তরক্কী করার আল্লাহ্‌র কাছে বেশী হইতে বেশী পিয়ারা হওয়ার, আল্লাহ্‌র ওলী হওয়ার আল্লাহ্‌র মহব্বত পাওয়ার কি উপায় আছে? তাহা আমাকে বাতাইয়া দিন।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলিয়াছেনঃ ইহসানের মর্তবা হাসিল করিতে হইবে অর্থাৎ নিজের ভিতরে দিলের একাগ্রতার দ্বারা أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ এমন ভাব, ভয় ও ভক্তি জন্মাইয়া আল্লার বন্দেগী করিতে হইবে, যেন তুমি আল্লাহ্‌কে দেখিতেছ। এই ভাবকে ক্রমাগত শ্রম ও সাধনা দ্বারা গাঢ় হইতে গাঢ়তর করিতে হইবে। এই উপায়েই মানুষ ক্রমান্বয়ে ইহ্‌সানের মর্তবা এবং খাস বেলায়েতের মর্তবা হাসিল করিতে পারিবে। আল্লাহ্ বলিয়াছেনঃ

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

আল্লাহ্ মহব্বত করেন তাহাদিগকে, যাহারা ভাল করিয়া আল্লাহ্‌র বন্দেগী করে, ভাল করিয়া বন্দেগী করাকেই ইহ্‌সানের মর্তবা বলে। ইহ্‌সানের মর্তবা হাসিল করিবার জন্য দিলকে খাঁটি করিতে হইবে হুযূরে কলব পয়দা করিতে হইবে, দিলের একাগ্রতা সহকারে আল্লাহ্‌র বন্দেগী করিতে হইবে। কিন্তু এই তিন প্রকারের কাজেরই পুরস্কার আল্লাহ্‌র কাছে কিয়ামতের দিন পাওয়া যাইবে, সেই নিয়তেই এই তিন প্রকারের কাজ করিতে হইবে দুনিয়ার হীন স্বার্থের উদ্দেশ্যে করিলে সব বরবাদ ও বৃথা যাইবে।

আখিরাত কবে হইবে?

আখিরাত কবে হইবে। এইরূপ প্রশ্ন করা অনুচিত। জিব্রাঈল ফেরেশতা হযরত রাসূলুল্লাহর নিকট চতুর্থ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেনঃ

أَخْبِرْنِيْ عَنِ السَّاعَةِ

"আমাকে বলিয়া দিন কিয়ামত কখন হইবে?"

হযরত উত্তর দিয়াছেন ঃ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ

কিয়ামত কখন হইবে তাহা আপনি জানেন না, আমিও তাহা জানি না, তাহা এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহই জানে না। আর তাহা জানিবার দরকারও নাই। আল্লাহ্‌র কথা বিশ্বাস করিয়া জীবনভর আমল করিয়া যাইতে হইবে।

কাহারও মনে কষ্ট দিও না

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ (بُخَارِىْ)

"আসল মুসলমান সেই, যে সকলকে শান্তি দান করে, কাহাকেও তাহার হাতের দ্বারা বা কোন কথার দ্বারা বা কোন ব্যবহারের দ্বারা মনে কষ্ট দেয় না।"

জান-মাল, পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের চাইতে বেশী মহব্বত হওয়া চাই রাসূলুল্লাহ্‌র সঙ্গে।

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দুনিয়ার সমস্ত মানুষের অসীম অসংখ্য উপকার করিয়াছেন, এমনকি যে সব বিষয়ে হয়ত কোন শত্রু কোন সন্দেহ করিতে পারিত, অথচ আমাদের সে বিষয়টা জানা দরকার ছিল এবং হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ছাড়া অন্য কাহারও দ্বারা তাহা জানারও উপায় ছিল না, তেমন বিষয়ও তিনি আমাদের হিতের জন্য, সত্যের খাতিরে বাতাইয়া গিয়াছেন, যেমন বলিয়াছেন ঃ

اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ وَلَا فَخْرَ

"আমি ফখরের জন্য বলিতেছি না, শোকরের জন্য এবং সত্য জানাইয়া দেওয়া জন্য বলিতেছি যে, আল্লাহ্‌ আমাকে সমস্ত বনী আদমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন।"

এইরূপেই এখানে আমাদের সত্যের সন্ধান দেওয়ার জন্য বলিতেছেনঃ তোমরা কেহই পূর্ণ ঈমানদার হইতে পারিবে না যাবৎ না নিজের জান-মাল, মা-বাপ, স্ত্রী-পুত্র-সন্তান সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের চাইতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসাবে আমাকে বেশী ভালবাসিবে।

ইয়াহুদী, নাসারা, হিন্দু, বৌদ্ধ সকলেরই হযরত রাসূলুল্লাহ্‌কে আল্লাহ্‌র সত্য বাণীবাহক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে অন্যথায় মুক্তি নাই।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَايَسْمَعُ بِىْ اَحَدٌ مِنْ هٰذِهٖ

الْأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَلَانَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِيْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ (مُسْلِمٌ)

"আমার জান যে আল্লাহ্‌র হাতে সেই আল্লাহ্‌র কসম খাইয়া আমি বলিতেছি, মানব জাতির মধ্যে যে কেহ আমার কথা জানিতে পারিয়াছে– চাই সে ইয়াহুদী হউক, নাসারা হউক, চাই অন্য যে কোন জাতি, যে কোন ধর্মাবলম্বী হউক, যদি সে আমি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে যে বাণী নিয়া আসিয়াছি যদি আমার আনীত সেই বাণীতে সে সত্য বলিয়া স্বীকার না করিয়া মরিয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই সে দোজখবাসী হইবে, সে মুক্তি পাইবে না।"

৬. মানুষ আল্লাহ্‌কে গালি দেয়, তাহা সত্ত্বেও আল্লাহ্ মানুষকে খাদ্য দান করেন।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى كَذَّبَنِيْ ابْنُ اٰدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ ذَالِكَ - فَاَمَّا تَكْذِيْبُهٗ اِيَّايَ فَقَوْلُهٗ لَنْ يُعِيْدَنِيْ كَمَا بَدَاَنِيْ وَلَيْسَ اَوَّلُ الْخَلْقِ بِاَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ اِعَادَتِهٖ - وَاَمَّا شَتْمُهٗ اِيَّايَ فَقَوْلُهٗ لِيْ وَلَدٌ وَسُبْحَانِيْ اَنْ اَتَّخِذَ صَاحِبَةً اَوْ وَلَدًا - مَا اَحَدٌ اَصْبَرَ عَلٰى اَذًى يَسْمَعُهٗ مِنَ اللّٰهِ يَدْعُوْنَ لَهُ الْوَلَدَ لَمْ يُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলিতেছেনঃ আল্লাহ্ বলেন, আদম সন্তানগণ আমাকে মিথ্যুক বলে, অথচ তাহাদের এরূপ বলা উচিত ছিল না। আমি বলিয়াছি যে, আমি মানুষকে দ্বিতীয়বার কিয়ামতে পুনর্জীবিত করিব। কিন্তু তাহারা বলে– আল্লাহ্ মানুষকে প্রথমবারেই সৃষ্টি করিয়া শেষ করিয়া দিয়াছেন, দ্বিতীয়বার কিয়ামতে আর পুনর্জীবিত করিবেন না, অথচ আমার নিকট দ্বিতীয়বার পুনর্জীবিত করাও তদ্রূপই আছান, যেরূপ প্রথমবার সৃষ্টি করা। স্ত্রী হইতে, পুত্র-কন্যা হইতে আমি পাক পবিত্র, তাহা সত্ত্বেও আদম সন্তানগণ আমাকে বলে আমার নাকি স্ত্রী-পুত্র আছে! ইহা আমার জন্য গালি, তাহাদের আমাকে এরূপ গালি দেওয়া উচিত ছিল না। তাহারা আমাকে গালি দিতেছে তাহা সত্ত্বেও আমি তাহাদিগকে খাদ্য দান করিতেছি, স্বাস্থ্য দান করিতেছি, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সহ্য করিতেছি। আল্লাহ্ অপেক্ষা বড় ধৈর্যশালী, সহিষ্ণু আর কে আছে? মানুষ আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ সহ্য করেন

কিন্তু মানুষের আমাকে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে। মানুষ যামানার দোষ দেয়, মাসের দোষ দেয়, দিনের দোষ দেয়, তকদীরের দোষ দেয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যামানার, (দিনের, মাসের বা কপালের) কোন ক্ষমতা নাই। ক্ষমতা সব আল্লাহ্‌র হাতে।

মানুষ যে অপকর্ম করে, তাহারই প্রতিফল সে পায়; অথচ সে নির্দোষীকে দোষে। আল্লাহ্ তো দোষী নহেন-ই যামানাকে দোষে, যামানাও দোষী নহে। আল্লাহ্ পবিত্র; আল্লাহ্ সম্পূর্ণ নির্দোষী, সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ।

আল্লাহ্‌র গুণগান করার জন্য মূল পাঁচটি কলেমা (বাক্য)

১। سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহানাল্লাহ্)– আল্লাহ্‌র কোন দোষ নাই, আল্লাহ্ পবিত্র।– সর্বদোষ বিমুক্ত আল্লাহ্।

২। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদু লিল্লাহ্)– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। –সর্বগুণাকর আল্লাহ্।

৩। لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু)– এক আল্লাহ্ই বন্দেগী পাওয়ার উপযুক্ত। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেহই বন্দেগী পাওয়ার উপযুক্ত নাই।– লা শারীক আল্লাহ্।

কোন অবস্থাতেই হাজার বিপদ-আপদ দুঃখ-কষ্ট আসিলেও আল্লাহ্‌কে দোষারোপ করা অনুচিত, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র গুণগান ও গুণকীর্তন করা চাই।

৪। اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ্ আকবর) আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা বড়।– সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্।

৫। لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ (লা হাওলা অলা কুওতা ইল্লা বিল্লাহ্) আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া অন্য কাহারও কোন ক্ষমতা নাই।

৬। আল্লাহ্‌র গুণগানের সওয়াব যে কত বেশী, তাহা সংখ্যায় পরিমাণ করা যায় না। হাদীস শরীফে হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মানুষের সান্ত্বনার জন্য বলিয়াছেন ঃ

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ - وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ تَمْلَاٰ اِنَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ - وَالصَّلٰوةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ - وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ - وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهٗ مُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا

১. পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।

২. একবার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলিলে তাহার সওয়াব নেকী-বদী ওজন হওয়ার পাল্লা ভরিয়া যাইবে।

৩. একবার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ অথবা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলিলে তার সওয়াবে আসমান-যমীনের মাঝখানের সব জায়গা ভরিয়া যায়।

৪. নামায পুলসিরাতের উপর আলো হইবে।

৫. যাকাত-সদকা দান করিলে তাহা ময়দানে হাশরের দরবারে সাক্ষী হইবে।

৬. সবর (রোযা) হাশরের ময়দানের অন্ধকার দূর করিবে।

৭. কুরআনের হক যদি তুমি আদায় কর তবে কুরআন তোমার পক্ষে হইয়া সুপারিশ করিবে। আর যদি কুরআনের হক আদায় না কর, মর্যাদা না কর, তবে কুরআন তোমার বিপক্ষে যাইবে। প্রত্যেকটি মানুষই প্রত্যহ তার মূল্যবান জীবনের এক অংশ খরচ করিতেছে, কেহ বা সৎকাজ করিয়া সে অংশকে সে মুক্ত করিতেছে, কেহ বা অধর্ম ও অসৎ কাজ করিয়া সে অংশকে দোযখের কাজ করিয়া ধ্বংস করিতেছে।

কুরআনের হক আদায় কি?

১. কুরআনকে সহীহ করিয়া পড়া শিখিতে হইবে।

২. আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়া কুরআনের অর্থ বুঝিতে হইবে।

৩. জীবনভর দৈনন্দিন জীবনে উপদেশ লাভের জন্য, পবিত্র ও উন্নত জীবন যাপনের জন্য দৈনিক সকালে কিছু পরিমাণ কুরআন শরীফ মানে বুঝিয়া বুঝিয়া তিলাওয়াত করিতে হইবে।

৪. কুরআন অনুযায়ী চরিত্র গঠন করিয়া তদানুযায়ী ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন যাপন করিতে হইবে।

৫. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জিত হইলে একতাবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্র ও দেশের মধ্যে কুরআন অনুযায়ী আইন, কুরআন অনুযায়ী গণতন্ত্র, কুরআন অনুযায়ী অর্থ ব্যবস্থা, কুরআন অনুযায়ী সমাজ ব্যবস্থা, কুরআন অনুযায়ী সুবিচার, সুশাসন কায়েম ও চালু করিতে হইবে।

কাহারও অপকারের চিন্তা হইলে দিলকে পবিত্র রাখা

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَىَّ اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِىَ وَلَيْسَ فِىْ قَلْبِكَ غِشٌّ

لِاَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَابُنَيَّ وَذَالِكَ مِنْ سُنَّتِىْ وَمَنْ اَحَبَّ سُنَّتِىْ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَحَبَّنِىْ كَانَ مَعِىَ فِى الْجَنَّةِ (ترمذى)

• হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার একজন সাহাবী (শিষ্য) আনাস (রাযি.)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেনঃ

প্রিয় বৎস! সকাল বিকাল খুব লক্ষ্য করিয়া যদি দিলটাকে পবিত্র রাখিতে পার, কাহারও কোন অহিত চিন্তা দিলে না রাখ, তবে তাহা অতি ভাল; তাহাই করা উচিত, এইরূপ করা আমার একটি সুন্নত (আদর্শ), যে কেহ আমার সুন্নতকে (আমার তরীকাকে, আমার আদর্শকে) ভালবাসিবে, তাহার আমাকে ভালবাসা প্রমাণিত হইয়া যাইবে। যাহার আমাকে ভালবাসা প্রমাণিত হইয়া যাইবে, সে আমার সঙ্গে বেহেশতে থাকিবে। এখানে সুন্নত অর্থ তরীকা (আদর্শ)। সুন্নতের এই অর্থের মধ্যে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব সবই শামিল আছে।

জাতি যখন আদর্শ বিচ্যুত হইয়া যায় তখন রাসূলের আদর্শকেই শক্ত করিয়া ধরিয়া থাক।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهٗ اَجْرُ مِئَةِ شَهِيْدٍ (بيهقى)

"হযরত (সা.) বলিয়াছেন, যে সময় আমার উম্মতগণ মূর্খতাবশতঃ বা বিজাতীয় বিধর্মীয় প্রভাবের কারণে পরানুকরণ প্রিয়তাবশতঃ আমার কোন সুন্নতকে, আমার কোন তরীকাকে, আমার কোন আদর্শকে পরিত্যাগ করিয়া তাহারা ধ্বংসের দিকে যাইতে থাকিবে, সে সময় যাহারা আমার তরীকাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিবে তাহারা প্রত্যেকে আল্লাহ্র দরবারে একশত শহীদের সমান সওয়াব পাইবে ও পুরস্কার পাইবে।"

যেমন অধুনা অনেক মুসলমান মেয়েরা পর্দা তরক করিয়া মাথার চুল কাটিয়া বেপর্দা হইয়া ধ্বংসের দিকে যাইতেছে, অনেক পুরুষ মুসলমান দাঁড়ি রাখার সুন্নত পরিত্যাগ করিয়া, নামায পড়ার আদর্শকে পরিত্যাগ করিয়া, যাকাত দেওয়ার আদর্শকে পরিত্যাগ করিয়া, অর্থ উপার্জনের, অর্থ ব্যয়ের পবিত্র আদর্শকে পরিত্যাগ করিয়া টাই, স্যুট, জুয়া, সুদ, ঘুষ, মদ, শূকর, বেপর্দা, খাড়া হইয়া পেশাব করা, খাড়া হইয়া খাওয়া, গান, বাদ্য, নাচ, সিনেমা, কুরআন-হাদীসের আরবী বিদ্যা শিক্ষা বাদ দিয়া অন্য বিদ্যা গ্রহণ ইত্যাদি বিজাতীয় বিধর্মীয় তরীকাকে গ্রহণ করিয়া ধ্বংসের দিকে যাইতেছে, এমন সময় যাঁহারা রাসূলুল্লাহ্র তরীকাকে শক্ত করিয়া

ধরিয়া থাকিবে তাহারা প্রত্যেকে একশত শহীদের সমান সওয়াব ও পুরস্কার আল্লাহ্‌র দরবারে আখিরাতে পাইবে।

আল্লাহ্‌র দোস্তের সঙ্গে দুস্তি রাখ, আল্লাহ্‌র দুশ্‌মনের সঙ্গে দুশমনি রাখ, ইহাই প্রধান ঈমান

اَلْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ اَفْضَلُ الْاِيْمَانِ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ

"আল্লাহ্ যে স্বভাবকে, যে স্বভাবের লোককে ভালবাসেন, তুমিও সেই স্বভাবকে, সেই স্বভাবের লোককে ভালবাস এবং আল্লাহ্ যে স্বভাবকে, যে স্বভাবের লোককে খারাপ জানেন, তুমিও সেই স্বভাবকে, সেই স্বভাবের লোককে খারাপ জান, ইহাই প্রধান ঈমান, ইহাই প্রধান আমল।"

নিঃস্বার্থভাবে শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দুস্তি করার মূল্য অনেক বেশী

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ حَقَّتْ مُحَبَّتِىْ لِلَّذِيْنَ يَتَزَاوَرُوْنَ مِنْ اَجْلِىْ وَحَقَّتْ مُحَبَّتِىْ لِلَّذِيْنَ يَتَنَاصَرُوْنَ مِنْ اَجْلِىْ وَاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِىْ اَلْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلِّىْ (احياء العلوم)

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেনঃ

যাঁহারা খালেস নিয়তে নিঃস্বার্থভাবে শুধু আমার উদ্দেশ্যে পরস্পর একে অন্যের সাথে দেখা-সাক্ষাত করিবে, শুধু আমার উদ্দেশ্যে পরস্পর একে অন্যের সঙ্গে ভালবাসা রাখিবে, শুধু আমার উদ্দেশ্যে পরস্পর একে অন্যের জন্য খরচ করিবে, শুধু আমার উদ্দেশ্যে পরস্পর একে অন্যকে সাহায্য করিবে, তাহাদের জন্য আমার ভালবাসা ওয়াজিব হইয়া যাইবে। যাহারা এইরূপ নিঃস্বার্থভাবে খালেস নিয়তে শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে মহব্বত করিবে তাহাদিগকে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তালাশ করিয়া নিয়া নিজের আরশের ছায়ার তলে আশ্রয় দান করিবেন এবং বলিবেন ঃ

যাহারা দুনিয়াতে খালেস নিয়তে নিঃস্বার্থভাবে শুধু আমার উদ্দেশ্যে পরস্পর মহব্বত বাড়াইয়াছে তাহারা কোথায়? আজিকার দিনে অন্য কোথাও কোন আশ্রয় স্থান নাই, আজিকার দিনে আমি আমার আরশের ছায়ার তলে তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিব।

সাবধান! এই মহব্বতের মধ্যে হীনস্বার্থের লেশমাত্রও থাকা অনুচিত। কাহারও উপর বোঝা হওয়া উচিত নহে। মহব্বত দেখাইতে গিয়া কাহারও কিছু খাওয়ার বা লওয়ার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে।

ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলিয়া গিয়াছেন ঃ

وَذَالِكَ كَمَنْ يُحِبُّ اُسْتَاذَهٗ وَشَيْخَهٗ فَهٰذَا مِنْ جُمْلَةِ الْمُحِبِّيْنَ فِى اللّٰهِ وَكَذَالِكَ مَنْ يُّحِبُّ تِلْمِيْذَهٗ لِاَنَّهٗ يَتَلَقَّفُ مِنْهُ الْعِلْمَ وَيَنَالُ بِوَاسِطَتِهٖ رُتْبَةَ التَّعْلِيْمِ - فَاِنَّهٗ قَالَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ عَلِمَ وَعَمِلَ فَذَالِكَ يُدْعٰى عَظِيْمًا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمَاءِ

"যে ব্যক্তি তাহার উস্তাদকে এইজন্য ভালবাসে যে, তাহার উস্তাদ তাহাকে আল্লাহ্-রাসূলকে চিনার বিদ্যা শিক্ষাদান করেন এবং যে ব্যক্তি আপন পীরকে এইজন্য ভালবাসে যে, তাহার পীর তাহাকে আল্লাহ্কে পাওয়ার পথ এবং আল্লাহ্র সঙ্গে মহব্বত করার পথ বাতাইয়া দেন, তবে এই মহব্বত আল্লাহ্র উদ্দেশ্যের মহব্বতের মধ্যেই শামিল হইবে।"

এমনকি যদি কোন উস্তাদ তাঁহার শাগরিদকে এইজন্য ভালবাসেন যে, শাগরিদ তাঁহার নিকট হইতে এমন ইল্ম শিক্ষা করিয়া নিতেছে, যে ইল্মের দ্বারা সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করার পথ চিনিবে এবং উস্তাদ এই শিক্ষা দেওয়ার কারণে আল্লাহ্র নিকট ইল্মে দ্বীন শিক্ষা দান করার বড় মর্তবা পাইবেন, তবে এই শাগরিদকে এই উদ্দেশ্যে ভালবাসাও আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভালবাসার মধ্যে শামিল হইবে। হযরত ঈসা আলাইহিস্সালাম বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ইল্মে দ্বীন শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দান করিবে, আসমানের রাজ্যের ফেরেশতাদের মধ্যে তাহাকে বড় বুযর্গ বলিয়া আখ্যায়িত করা হইবে।"

ইমাম গাযযালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَنَقُوْلُ اِذَا اَحَبَّ مَنْ يَخْدِمُهٗ بِنَفْسِهٖ فِىْ غَسْلِ ثِيَابِهٖ وَكَنْسِ بَيْتِهٖ وَطَبْخِ طَعَامِهٖ وَيُفَرِّغُهٗ بِذَالِكَ لِلْعِلْمِ اَوِ الْعَمَلِ وَمَقْصُوْدُهٗ مِنَ اسْتِخْدَامِهٖ فِىْ هٰذِهِ الْاَعْمَالِ الْفَرَاغُ لِلْعِبَادَةِ فَهُوَ مُحِبٌّ فِى اللّٰهِ بَلْ نَزِيْدُ عَلَيْهِ وَنَقُوْلُ اِذَا اَحَبَّ مَنْ يُّنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهٖ وَيُوَاسِيْهِ بِكِسْوَتِهٖ وَطَعَامِهٖ وَمَسْكَنِهٖ وَمَقْصُوْدُهٗ مِنْ ذَالِكَ الْفَرَاغُ لِلْعِلْمِ

وَالْعَمَلِ الْمُقَرِّبِ إِلَى اللّٰهِ فَهُوَ مُحِبٌّ فِى اللّٰهِ فَقَدْ كَانَ جَمَاعَةٌ مِّنَ السَّلَفِ تَكَفَّلَ بِكِفَايَتِهِمْ جَمَاعَةٌ مِّنْ أُولِى الثَّرْوَةِ وَكَانَ الْمُوَاسِىْ وَالْمُوَاسٰى جَمِيْعًا مِّنَ الْمُتَحَابِّيْنَ فِى اللّٰهِ

"যিনি ইল্মের খেদমতের মধ্যে, তালীম দানের কাজের মধ্যে, ইবাদতের মধ্যে, তবলীগের কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকেন, এমন কোন আলিম লোকের কাপড় নিজ নিজ হাতে ধুইয়া দেওয়ার কাজ, ঘর ঝাড় দিয়া দেওয়ার কাজ, খানা পাকাইয়া দেওয়ার কাজ যদি কোন লোকে করিয়া দেয়, এমনকি তাহার থাকা, খাওয়া, পরা ইত্যাদি কাজ চালাইবার জন্য যদি কোন ধনী লোকে সাহায্য দান করে এবং ঐ আলিম যেহেতু তাঁহার দ্বীনের কাজের সহায়তা হয়, সেইজন্য এইসব খেদমত গ্রহণ করাকে বরদাশ্‌ত করিয়া নেন এবং সাহায্যকারীদেরে এই উদ্দেশ্যে ভালবাসেন, তবে এই ভালবাসাও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যের ভালবাসারই শামিল। সল্‌ফে সালিহীনদের মধ্যে এ রকম নজীর পাওয়া যায় যে, সে জামানাতে ধনী লোকেরা দ্বীনের খেদমতকারী আলিমগণের সর্বপ্রকার খরচের ভার নিজের জিম্মায় লইয়াছেন এবং এটাকে নিজের জন্য গৌরবজনক মনে করিয়াছেন।"

ইমাম গাযযালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আরও লিখিয়াছেন ঃ

كُلُّ مَنْ أَحَبَّ عَالِمًا أَوْ عَابِدًا أَوْ أَحَبَّ شَخْصًا رَاغِبًا فِىْ عِلْمٍ أَوْفِىْ عِبَادَةٍ أَوْ فِىْ خَيْرٍ فَإِنَّمَا أَحَبَّهُ فِى اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَهُ فِيْهِ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ بِقُوَّةِ حُبِّهِ - (احياء العلوم)

"যে কেহ কোন আলিমকে বা কোন আবিদকে ভালবাসিবে বা যে আল্লাহ্‌র ইল্‌মকে, আল্লাহ্‌র ইবাদতকে এবং নেক কাজকে ভালবাসিবে, তাহার সেই ভালবাসা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যের ভালবাসার মধ্যেই পরিগণিত হইবে এবং ভালবাসা যত গাঢ় ও গভীর হইবে সওয়াব ও পুরস্কারও তত অধিক পাইবে।"

হানাফী মাযহাবের ইমাম, ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি একখানা কিতাব লিখিয়াছেনঃ

اَلْإِكْتِسَابُ فِى الرِّزْقِ الْمُسْتَطَابُ (আল-ইকতিসাব ফির-রিযকিল মুস্তাতাব) হালাল রুজি উপার্জন সম্পর্কে।

কিতাবখানা শুরু করিয়াছেন দুইটি হাদীসের দ্বারা এইভাবে ঃ

طَلَبُ الْكَسْبِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ كَمَا اَنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

যেরূপ ইল্‌ম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয, তদ্রূপ হালাল রুজী উপার্জন করাও প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

মানুষের পার্থিব জীবনের আসল লক্ষ্য ও আসল মকসুদ রূহের পূর্ণত্ব অর্জন ও আত্মার উন্নতি সাধন হইবে আল্লাহ্‌র বন্দেগীর দ্বারা। আল্লাহ্‌র বন্দেগী করিতে আত্মাও লাগিবে, দেহও লাগিবে। দেহের অস্তিত্ব রক্ষা হইবে না খাদ্য ছাড়া, আত্মার অস্তিত্ব রক্ষা হইবে না জ্ঞান ছাড়া। খাদ্য যেমন দুই প্রকার– পবিত্র ও অপবিত্র, জ্ঞানও ঐরূপ দুই প্রকার– পবিত্র ও অপবিত্র। যে জ্ঞানের দ্বারা আল্লাহ্‌র আলো পাওয়া যায়, তাহা পবিত্র জ্ঞান, আর যে জ্ঞানের দ্বারা হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়, আল্লাহ্‌র আলো পাওয়া যায় না, সে জ্ঞান অপবিত্র জ্ঞান।

সারকথা এই যে, দেহের অস্তিত্ব রক্ষা করাও আসল মকসুদ নয়, তবুও যেহেতু আসল মকসুদ হাসিল হইতে পারে না দেহের অস্তিত্ব ছাড়া, সেজন্য দেহের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য রুজী উপার্জন করা ফরজ। এইরূপে আত্মার অস্তিত্ব রক্ষা করাও আসল মকসুদ নহে, আসল মকসুদ আত্মার উন্নতি সাধন করা, তবুও যেহেতু আত্মার উন্নতি হইতে পারে না আত্মার অস্তিত্ব রক্ষা করা ছাড়া, সেইজন্য আত্মার অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য পবিত্র জ্ঞান অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আলো পাওয়া যায় যে জ্ঞানের দ্বারা, সেই জ্ঞান অর্জন করাও ফরজ।

মানব জীবনের আসল লক্ষ্য ও মকসুদ আল্লাহ্‌কে চিনিয়া আল্লাহ্‌র গোলামী ও আল্লাহ্‌র দাসত্ব করিয়া নিজের জীবনকে স্বার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করা।

যাহারা আল্লাহ্‌র বন্দেগী ও আল্লাহ্‌র গোলামী করে তাহাদের এবং যাহারা মানুষ পূজা, মূর্তি পূজা, দেবদেবী পূজা করে তাহাদের সম্পূর্ণ পৃথক প্রতিষ্ঠান আছে। আল্লাহ্‌র পূজা, আল্লাহ্‌র বন্দেগী, আল্লাহ্‌র গোলামী হয় মসজিদে, যীশুর পূজা হয় গীর্জায়, কালিপূজা দূর্গাপূজা হয় মন্দিরে।

আল্লাহ্‌কে চিনার পবিত্র আলোকপূর্ণ জ্ঞান পাওয়া যায় মাদ্রাসায় এবং খানকায়, খৃষ্টান ইংরেজ প্রবর্তিত খৃষ্টান প্রভাবান্বিত বিদ্যালয় যে শিক্ষা পাওয়া যায়, সে শিক্ষা মানুষকে আল্লাহ্‌ হইতে, আখিরাত হইতে দূরে অন্ধকারে নিয়া ফেলিয়া দেয়, একথাও পরিষ্কার দেখা যাইতেছে।

কিন্তু কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় এবং চাকুরী এই চারিটি উপায়ই রুজী উপার্জনের প্রধান উপায়। এ চারি ক্ষেত্রেও মুসলিম ও অমুসলিমের জন্য কোনই তারতম্য নাই,

অথচ মুসলিমের জন্য ইহা ফরজ। এইজন্যই এ ক্ষেত্রে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যাহাতে মুসলিমের ব্যবসায় এবং অমুসলিমের ব্যবসায় এক রকম না হয়; মুসলিমের ব্যবসায়ের মধ্যে যেন খবরদার বিন্দুমাত্র অসদুপায় না আসিতে পারে। তাহার দিলেও যেন আল্লাহ্‌র ফরজ আদায়ের ভাব বিদ্যমান থাকে, তাহার কর্মধারাও যেন আল্লাহ্ নির্ধারিত, রাসূল নির্ধারিত কর্মধারা বিদ্যমান থাকে এবং সব সময় যেন খেয়াল থাকে যে, ইহা তাহার জীবনের আসল লক্ষ্য নহে, লক্ষ্যে পৌছিবার উপায় মাত্র এইজন্যই হাদীসে فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ বলা হইয়াছে।

এই হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, প্রত্যেক মুসলিমেরই যেমন ইল্‌ম শিক্ষা করিয়া নেওয়া উচিত এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর আর অন্যের উপর বোঝা ফেলান উচিত নহে।

সব মুসলমান পরস্পর একে অন্যের সহিত মহব্বত হওয়া চাই

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلَاتُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُو السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ـ (مسلم شريف)

আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একদিন বলিলেন, দেখ তোমরা সকলে জানিয়া রাখ– যাবৎ তোমরা ঈমানকে পাক্কা না করিবে, তাবৎ তোমরা বেহেশতে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবে না এবং যাবৎ তোমরা সকলে পরস্পর একে অন্যকে ভালবাসিতে অভ্যাস না করিবে, তাবৎ তোমাদের ঈমান পরিপক্ক হইবে না। এখন আস, আমি তোমাদিকে এমন একটি কাজ শিক্ষা দেই যাহার দ্বারা তোমাদের পরস্পর একে অন্যের সাথে মহব্বত পয়দা হইবে সে কাজটি এই যে, তোমরা পরস্পর একে অন্যকে, ছোট-বড়, চেনা-অচেনা সবাইকে নম্রস্বরে দিক খোলাভাবে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলিয়া সালাম করিবে।

আস্‌সালামু আলাইকুমের অর্থ– আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক, আমার তরফ হইতে নিরাপদে থাকুন।

হযরত রাসূলুল্লাহর (সা.)-এর অভ্যাস ছিল নিজে নবী এবং রাষ্ট্র প্রধান হওয়া সত্ত্বেও পথ দিয়া হাঁটিয়া যাইবার সময় নিজেই অগ্রে শিশুদিগকে সালাম করিতেন।

ইসলামী ভাইগণের মধ্যে আল্লাহ্‌র মহব্বতের উদ্দেশ্যে পরস্পর একে অন্যকে হাদিয়া-তোহ্‌ফা দেওয়ার এবং সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হওয়ার অভ্যাস এবং

পরস্পর একে অন্যের সাহায্য-সহানুভূতি করার অভ্যাস থাকা দরকার এবং পরস্পর মুসলমানদের দিলের মধ্যে একে অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ বা অহিত চিন্তা থাকা অনুচিত।

تَهَادُوْا تَحَابُّوْا

"পরস্পর হাদিয়া-তোহফা দেওয়ার অভ্যাস রাখ ইহাতে পরস্পর একে অন্যের সাথে মহব্বত বাড়িবে।"

দান তিন প্রকারঃ ১. সদকা ও যাকাত, যাহা দেওয়া ওয়াজিব, ২. খয়রাত, যাহা অভাবীদের অভাব মোচনের জন্য দেওয়া যায়, ৩. হাদিয়া বা তোহ্ফা, যাহা শুধু আল্লাহ্র মহব্বতের জন্য মা-বাপ, উস্তাদ-পীর, আলিম-বুযর্গ যাঁহারা ইসলামের খেদমতের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সসম্মানে দেওয়া হয়। সর্বাপেক্ষা উচ্চ দরের দান হাদিয়া।

আল্লাহ্র উদ্দেশ্যের মহব্বত অতি উচ্চ দরের জিনিস, কিন্তু মহব্বতের সঙ্গে নীতি পালন হওয়া চাই অবশ্যই। নীতি পালন ব্যতিরেকে শুধু মহব্বতের দাবীদার যাহারা, তাহারা মারাত্মক ভুল করিতেছে।

সাহাবাগণ রাযিয়াল্লাহু আনহুম হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)কে এত বেশী মহব্বত করিতেন এবং এত বেশী ভালবাসিতেন যে, তাঁহার ওযুর পানি, থু থু, কাশি, ঘাম পর্যন্ত তাঁহারা মাটিতে পড়িতে দিতেন না, নিজেদের চেহারায়, মুখে, বুকে লাগাইতেন। হযরত একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এরূপ কেন কর? তাঁহারা উত্তর করিলেন ঃ আমরা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের মহব্বতের কারণে এরূপ করি। হযরত বলিলেন, আল্লাহ্কে এবং আল্লাহ্র রাসূলকে যে ভালবাসিতে চায় এবং আল্লাহর মুহব্বত এবং রাসূলের মহব্বত যে পাইতে চায়, তাহার কর্তব্য সে যেন কখনো মিথ্যা কথা না বলে, যখনই কোন কথা বলে, সত্য কথা যেন বলে এবং আমানতের খিয়ানত যেন কখনো না করে; যখনই কোন আমানত রাখে আমানতের পূর্ণ হেফাজত যেন করে এবং যে কোন লোক তাহার প্রতিবেশী হয় সে যেন প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে এবং প্রতিবেশীর হক যেন আদায় করে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّحِبَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اَوْ يُحِبَّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ فَلْيَصْدُقْ حَدِيْثَهٗ اِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ اَمَانَتَهٗ اِذَا ائْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهٗ (بيهقى)

প্রতিবেশীর প্রতি হামদর্দী

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهٗ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهٖ - (بيهقى)

"সেই ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার নহে, যে নিজে পেট পুরিয়া খায় অথচ তাহার পার্শ্বেই তাহার প্রতিবেশী ভুখা থাকে, সে খবর সে লয় না।"

اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ

মি'রাজুল মু'মিনীন

আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি আলমের প্রকারভেদ ও মানব দেহের লাতায়েফ খামছার কার্যাবলীর বর্ণনা

আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে আলম বলে।

আল্লাহ্ তিনটি আলম সৃষ্টি করিয়াছেন।

যথাঃ আলমে দুনিয়া, আলমে বরযখ, আলমে আখিরাত। এ তিনটির অন্য নামঃ আলমে আজছাদ (عالم اجساد), আলমে মেছাল (عالم مثال) ও আলমে আরওয়াহ (عالم ارواح)।

কি প্রকারে সৃষ্টি করিয়াছেন এই হিসেবে আরো দুইটি আলম আছে ঃ

আলমে আসবাব (عالم اسباب) ও আলমে আমর (عالم امر)।

আলমে আমর (عالم امر) আবার দুই প্রকার আমরে তাক্‌বিনী (امر تكوينى) ও আমরে তাশরিয়ী (امر تشريعى)।

এখানে আমরা আমরে তাক্‌বিনীর (امر تكوينى) কথা আলোচনা করিতেছি।

নেচার (امر تكوينى) আল্লাহ্‌র অধীনে, আল্লাহ নেচারের অধীনে নহেন, নেচারের অধীনে যাহা কিছু হয়, তাহা উপায়-উপকরণের মাধ্যমেই হয়। কিন্তু খোদ নেচারকে আল্লাহ্ তাঁহার খাস কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপে মূল উপাদানকেও আল্লাহ্ তাঁহার খাস কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপে মানব আত্মাসমূহকেও আল্লাহ তাঁহার খাস কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন।

اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, অন্য জীবের মধ্যে শুধু জীবাত্মা আছে কিন্তু মানবের মধ্যে জীবাত্মার উর্ধ্বে আরও পাঁচটি লতিফা আছে। যথাঃ

১. লতিফায়ে কল্‌ব (لطيفه قلب) ২. লতিফায়ে রূহ (لطيفه روح) ৩. লতিফায়ে ছের (لطيفه سر) ৪. লতিফায়ে খফি (لطيفه خفى) ৫. লতিফায়ে আখফা (لطيفه اخفى)

লতিফা সমূহের কাজ

১. কল্‌বের কাজ ঃ আল্লাহ্‌র যিকির করা।

২. রূহের কাজ ঃ আল্লাহ্‌র সিফাতের মধ্যে ফিকির করা।

৩. ছেররের কাজ ঃ আল্লাহ্‌র সিফাতের এবং আছরারে আহ্‌কামের ইনকিশাফ করা, আহ্‌কামের গূঢ় রহস্যের উদঘাটন করা।

৪. খফির কাজঃ আল্লাহ্‌র সিফাতের মধ্যে আল্লার জালাল ও জাবারুতের মুশাহাদা করিয়া নিজেকে আল্লাহ্‌র সামনে ফানা করিয়া দেওয়া।

৫. আখফার কাজঃ ফানাউল ফানা (فَنَاءُ الْفَنَاءِ) অর্থাৎ ফানাফিল্লাহর (فَنَاءٌ فِى اللّٰهِ) পর বাকাবিল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র খিলাফত।

সাধারণতঃ ইসমে জাতের যিকির দ্বারা অথবা নফি-ইসবাতের যিকির দ্বারা পাঁচটি লতিফার মশ্‌ক্‌ করান হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র যিকিরের নূর দ্বারা মুসাওয়ার করান হয় কিন্তু যেহেতু তাছাওউফ এবং তরীকতের আসল উদ্দেশ্য হইতেছে শরীয়তকে পূর্ণরূপে কায়েম করা এবং শরীয়তের সমস্ত হুকুমগুলিকে হুযূরে কল্‌বের সঙ্গে এবং মহব্বতের সঙ্গে পালন করা। সেইজন্য যদি এই পাঁচ লতিফার দ্বারা নামাযের যিকিরের মশ্‌ক্‌ করান হয় তাহা হইলে নামাযের মূল্য ও মর্যাদা অনেক বাড়িয়া যায় এবং উক্ত নামাযী وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ যাহারা ইহসানের মর্তবা হাসিল করিতে পারিবে তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা নিজের মহব্বতের পাত্র ও প্রিয়পাত্র বানাইয়া নিবেন, উক্ত নামাযী এই দরজার মধ্যে দাখিল হইতে পারে।

আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াইয়া একজন মুসল্লী নামায শুরু করিতেছে

সূরা ফাতিহা মুখে উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে লতিফায়ে কলবের দ্বারা সূরা ফাতিহার যিকির করিতেছে। তারপর রুকূর মধ্যে গিয়া মুখে আল্লাহ্‌র সিফাতের

যিকির করিতেছে এবং লতিফায়ে রূহের দ্বারা আল্লাহ্‌র আজমতের ধ্যান ও ফিকির করিতেছে। তারপর প্রথম সিজদায় গিয়া মুখে আল্লাহ্‌র সিফাতে কিবরিয়ার যিকির করিতেছে এবং লতিফায়ে ছেররের দ্বারা আল্লাহ্‌র সিফাতে (علو) উলুর ও (كبريا) কিবরিয়ার ইনকিশাফ্‌ ও মুশাহাদা করিতেছে।

তারপর দ্বিতীয় সিজদায় গিয়া লতিফায়ে খফির দ্বারা আল্লাহ্‌র (عُلُوّ) (وَكِبْرِيَا) উলু ও কিবরিয়ার সামনে নিজেকে ফানা করিয়া দিতেছে। তারপর আল্লাহ্‌ নিজ দয়াগুণে বান্দাকে নিজের সামনে বসিতে ইজাজত দিতেছেন। (এই ধ্যান লতিফায়ে আখফার কাজ) ইহা হইল اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ অনুসারে বান্দার (مِعْرَاجُ) মি'রাজ এবং এইখানেই খিলাফত পাইবার মোকাম।

বান্দা এখন বসিয়া আল্লাহ্‌কে তা'জীম ও সালাম করিতেছেঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ

অর্থাৎ অন্তর নিংড়ানো সমস্ত ভক্তি সমূহ আল্লাহ্‌র জন্য এবং কিয়াম, কুউদ, রুকূ, সিজদা যাহা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আদায় করিয়াছি অর্থাৎ নামাযের যে অঙ্গগুলি, শরীরের অঙ্গগুলি হাত, পা, চোখ, কান, কপাল, নাক ইত্যাদি শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আদায় করিয়াছি তাহা সমস্ত আল্লাহ্‌র জন্য এবং সমস্ত কালেমাতে তাইয়্যেবাত অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রশংসামূলক পবিত্র বাক্যসমূহ যাহা যবানের দ্বারা উচ্চারণ করিয়াছি তাহার সমস্তই আল্লাহ্‌র জন্য। এই পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছেন যিনি এবং যাঁহার ওসীলা ও শাফায়াত ব্যতিরেকে এই ইবাদত-বন্দেগীও কাবেলে-কবুল হইবে না, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পিয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.), তিনিও আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত আছেন, আমি তাঁহাকেও সালাম করিতেছিঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ

কিন্তু তিনি শাফায়াত করিতেছেন না, অথচ তাঁহার শাফায়াত ব্যতীত কাহারও কোন বন্দেগী কবুল হইবার নহে। তিনি শাফায়াত করিতেছেন না এই কারণে যে, যাবৎ পর্যন্ত খাতেমা বিল খায়ের না হইবে তাবৎ পর্যন্ত তিনি শাফায়াত করিবেন না। অতএব ইবাদত করিয়া ফখর করা যাইবে না, এই ভয় সকলের অন্তরে সদা জাগরূক রাখিতে হইবে যে, খাতেমা বিল খায়ের না হইলে কাহারও কোন বন্দেগী কোন কাজেই আসিবে না। বন্দেগী ফখরের জিনিস নহে, বন্দেগী আযিযীর জিনিস।

তারপর অন্যান্য নবী ও ওলীগণকে সালাম করিতেছি। যথা ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ

তারপর কালিমায়ে শাহাদাতের সীলমোহর লাগাইয়া আমার বন্দেগীটুকুকে আল্লাহ্র খাজানায় গচ্ছিত রাখিয়া দিতেছি। যথাঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

কালেমায়ে শাহাদাতের সীলমোহর অর্থাৎ আমি যে এক আল্লাহ্র দ্বীন এবং নবীর তরীকা স্বীকার করিয়া নিয়াছি এ কথা কালেমায়ে শাহাদাতের সীলমোহর লাগাইয়া খাতেমা বিল খায়ের হওয়া পর্যন্তের জন্য আল্লাহ্র খাযানায় জমা রাখা হইতেছে।

মুসল্লী নামাযে আল্লাহ্র দরবারে দাঁড়াইয়াছে

ছয় লতিফার দ্বারা নামায আদায়ের নক্শা

দেহের দ্বারা

১. নিয়ত করিয়া তাহ্রিমা বাঁধিয়া নামাযে দাঁড়াইয়াছে।

২. সূরা ফাতিহা মুখে উচ্চারণ হইতেছে।

৩. রুকূতে মুখে আল্লাহ্র সিফাতের যেকের।

৪. প্রথম সিজদায় গিয়া মুখে মুখে আল্লাহ্র সিফাতে কিবরিয়ার যিকির।

৫. দ্বিতীয় সিজদায় গিয়া আল্লাহ্র সিফাতে উলুব ও কিবরিয়ার যিকির করিতেছে।

৬. আল্লাহ্কে সালাম করার জন্য বান্দা তাশাহ্হুদে বসিতেছে।

লতিফার দ্বারা

১. اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবর) বলিয়া নফসকে যবেহ করিয়া দিয়াছে, এখন সে দুনিয়া পরিত্যাগ করিয়া মাওলার দিকে রূহানী আমলের দ্বারা নিকটবর্তী হইতেছে।

২. কলবের দ্বারা সূরা ফাতিহার যিকির হইতেছে।

৩. রূহের দ্বারা আল্লাহ্র আজমতের ধ্যান ও ফিকির।

৪. ছেরের দ্বারা আল্লাহ্র সিফাতে উলুব ও কিবরিয়ার ইনকিশাফ ও মুশাহাদা।

৫. খফীর দ্বারা আল্লাহ্র উলুব ও কিবরিয়ার সামনে নিজেকে ফানা করিয়া দিতেছে।

৬. আল্লাহ্র অন্তর ঢালা খিলাফত লাভ করিতেছে।

সূরার খাস রবৃত্

নামাযের মধ্যে সাধারণতঃ আমরা ছোট ছোট সূরাগুলি পড়িয়া থাকি। এই সূরাগুলির কোন-কোনটির মধ্যে কিছু খাস রবৃত্ ও খাস খোলাসা যাহা আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে বুঝিবার তৌফিক দান করিয়াছেন তাহা এখানে লিখিতেছি। কতকগুলি সূরা জোড়ায় জোড়ায় আছে। যেমন– وَالضُّحٰى - اَلَمْ نَشْرَحْ (ওয়াদ্দুহা, আলাম নাশরাহ,)।

এই দুইটি একজোড়া, এই জোড়া সূরার মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর পিয়ারা হাবীবকে খাস ১২টি নিয়ামত দান করিয়াছেন, সেই কথার উল্লেখ করিয়াছেন, সেই নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিতে, ধ্যান করিতে, চিন্তা করিতে ও বর্ণনা করিতে বলিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, "আমি দান করিয়াছি বটে কিন্তু এই দান পাওয়ার জন্য আপনিও কষ্ট কম করেন নাই।" ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, আল্লাহ্‌র নিয়ামত পাইতে হইলে কষ্টও করিতে হইবে।

কিছুদিন ওহী বন্ধ থাকার কারণে কাফিরগণ হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বিদ্রূপ করিত যে, "তোমার বন্ধু তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে।" ইহার উত্তরে আল্লাহ্ বলিতেছেনঃ

১. আমি আপনাকে ছাড়িয়া যাই নাই, আমি আপনাকে বন্ধু বানাইয়া লইয়াছি, সে বন্ধুত্ব কর্তন করি নাই।

২. আপনার জীবনের প্রত্যেকটি ধাপই পূর্ববর্তী ধাপ অপেক্ষা উচ্চতর এবং বেহতর হইবে।

৩. এবং আমি আপনাকে এত বেশী দান করিব যে, আপনি যাবৎ সন্তুষ্ট না হইবেন তাবৎ পর্যন্ত দান করিতেই থাকিব।

৪. আপনি অনাথ, অসহায়, ইয়াতীম ছিলেন, আমি আপনাকে আশ্রয় দান করিয়াছি।

৫. আপনার কোন ইল্‌ম জ্ঞান ছিল না, আমি ওহীর মাধ্যমে আপনাকে ইল্‌মের দরিয়া দান করিয়াছি।

৬. আপনি নিঃস্ব গরীব ছিলেন, (খাদীজার মাধ্যমে) আপনাকে ধনী করিয়াছি। এখন আমি আপনাকে আদেশ দান করিতেছি এই আদেশগুলিও নিয়ামত।

৭. কোন ইয়াতীমের সঙ্গে নিষ্ঠুর বা কঠোর ব্যবহার করিবেন না।

৮. কোন সায়েল বা ভিক্ষুককে ধমক দিবেন না।

৯. আল্লাহ্ আপনাকে যে নিয়ামত দান করিয়াছেন তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় নিয়ামত হইল কুরআনের ওহী এবং হাদীসের ওহী এইসব নিয়ামত অবিরাম দান করিতে এবং বর্ণনা করিতে থাকিবেন।

১০. আমি আপনার সিনা খুলিয়া দিয়াছি কুরআনের এবং হাদীসের ওহীর দ্বারা।

১১. এবং মানুষের মুক্তি-পথের সন্ধানের চিন্তার বোঝায় যে আপনার পৃষ্ঠদেশ ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, সেই বোঝা আমি আপনার পিঠ হইতে নামাইয়া দিয়াছি।

১২. এবং আপনার নাম, আপনার যিকির আমি সকলের উপরে দিয়াছি। এইসব বড় বড় নিয়ামত। এ কথা সত্য যে, আমিই দান করিয়াছি। কিন্তু আপনারও কষ্ট করিতে হইয়াছে অনেক। কারণ কষ্টের এবং মেহনতের দ্বারাই নিয়ামত হাসিল হয়। অতএব আপনার প্রতি মুহূর্তে বহু দর্জা তায় করিতে হইবে এবং তরক্কী করিতে হইবে। সুতরাং এক কাহ হইতে ফারেগ হইয়া অন্য কাজের জন্য কষ্ট ও মেহনত করিতে হইবে। এইরূপে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের দিকে আজীবন অনবরত ধাবিত থাকিতে হইবে।

আগে আমার আল হাকু اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ও সূরায়ে ওয়াল আসরে وَالْعَصْرِ –এর মধ্যে, কোন রব্‌ত্‌ বুঝে আসিত না। সম্প্রতি একটা রব্‌ত্‌ বুঝে আসিয়' ছ, তাহা এখানে লিখিতেছিঃ

আল হাকুর মধ্যে বলা হইয়াছে যে, তোমরা ধন-দৌলত, মাল-সামান, মিল-কারখানা ইত্যাদি বেশী পাওয়ার কারণে আখিরাতের হিসাব ও বিচারকে ভুলিয়া গিয়াছি কিন্তু তোমাদের ভোলা উচিত নয় যে, দোযখের সামনে তোমাদের দাঁড়াইতে হইবে এবং তোমাদের এই কপালের চোখের দ্বারা দোযখকে দেখিবে, সেই মহাসংকটকালে যত নিয়ামত তোমাকে দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রতিটির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, তোমরা তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছ? না অসদ্ব্যবহার করিয়াছ?

এই সূরার মধ্যে কোন আমলী প্রোগাম দেওয়া হয় নাই। শুধু তাম্বিহ করা হইয়াছে যে, আমলী প্রোগামেরও দরকার। সূরা ওয়াল-আসরের মধ্যে মানুষের জীবনের, ব্যক্তিগত জীবনের এবং সমাজগত জীবনের পূর্ণ আমলী প্রোগাম দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছেঃ

১. মানুষের মুক্তির জন্য এবং মহাসংকটকালের বিপদ ও ক্ষতি হইতে বাঁচিবার জন্য ঈমান পরিপক্ক করিতে হইবে।

২. আজীবন নেক আমল করিতে হইবে।

৩. সমাজের লোকদিগকে সহৃদয়তা সহকারে সত্যের দিকে আহবান করিতে হইবে এবং নিজেও সবর ও ধৈর্যধারণ করিতে সহৃদয়তা সহকারে আহবান করিতে হইবে।

سُوْرَةُ اَلَمْ تَرَ اور سُوْرَةُ قُرَيْشٍ

সূরায়ে আলমতারা ও সূরায়ে কুরাইশ জোড়া বাঁধা সূরা। আলামতারায় যদিও ওয়াহিদের ছিগা ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু মানে উমুমে খেতাব (عُمُوْمِ خِطَابْ) আল্লাহ্ বলিতেছেন, যখন এই কথাটি বলা হইতেছে, ঘটনাটি তাহার প্রায় ৫০/৪৫ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছে। যাহারা আরবী ভাষায় বুৎপত্তি ও মুহাওয়ারার জ্ঞান হাসিল করেন নাই শুধু অভিধান দেখিয়া কিছু কটর মটর আরবী শিখিয়াছেন, তাঁহারা প্রশ্ন করিয়া থাকেন, যে যখন নবীর জন্মও হয় নাই তখনকার ঘটনাকে কেমন করিয়া বলা হইয়াছে যে, "তুমি কি দেখ নাই?" অথচ আরবী ভাষার মুহাওয়ারার অর্থ হইয়াছে এই যে, তোমরা এ ঘটনাটির গভীর তত্ত্বজ্ঞান হাসিল করার জন্য চিন্তা কর যে, এই ঘটনাটি কেমন করিয়া ঘটিল? কে ঘটাইল? কেন ঘটিল? নিশ্চয় ইহার পিছনে এমন এক শক্তিশালী সর্বশক্তিমান আছেন যিনি দুনিয়ার সর্ববৃহৎ শক্তি রোম সম্রাট হইতেও বেশী শক্তিশালী, তিনি তাঁহার খাস শক্তি দেখাইয়া দুনিয়ার সর্ববৃহৎ শক্তিতে ক্ষুদ্রতম পাখীর দ্বারা বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছেন। কেন দিয়াছেন? তাহা তিনি নিজেই লি-ইলাফে সূরার মধ্যে বলিয়াছেন। বলিতেছেন যে, আমিই এই ঘটনা ঘটাইয়াছি এইজন্য, যাহাতে কুরাইশগণের মধ্যে বিদেশে গিয়া বাণিজ্য করিবার মত সৎ সাহস জন্মে এবং তাহাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি বিদেশে লোকদের কাছে প্রতিপন্ন হয়। আল্লাহ্‌র এই মহান অবদান স্মরণ করাইয়া দিয়া আল্লাহ্ বলিতেছে ন যে, এই ঘরের বদৌলতেই তোমাদের অন্ন-বস্ত্রের অভাব দূর হইয়া তোমাদের খাওয়া-পরার বন্দোবস্ত হইতেছে এবং এই ঘরের বদৌলতেই তোমরা নিঃসম্বল হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার সর্ববৃহৎ শক্তি যে তোমাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার জন্য আসিয়াছিল, সেই বিপদ এবং মহাসংকট হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। অতএব তোমাদের কর্তব্য যে, এই ঘরের মালিক যিনি মহাপ্রভু আল্লাহ্, সেই এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও বন্দেগী তোমরা কর। তাহা ছাড়া অন্যান্যদের দেব-দেবী মূর্তি ইত্যাদির পূজাকে ঘৃণার সহিত বর্জন কর। সারমর্ম এই যে, এই ঘটনার গূঢ় তত্ত্বের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া সর্বপ্রকার শিরিক, নাস্তিকতা ও মূর্তিপূজার পথ বর্জন এবং খাঁটি তৌহিদের পথ অবলম্বন কর। অর্থাৎ একথা ইয়াকীনের সঙ্গে অকাট্যরূপে বিশ্বাস কর যে, এ বিশ্বজগতের একজন সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা ও চালক রহিয়াছেন। যিনি সর্বশক্তিমান– তিনি সত্যবাদী, তাঁহার বিচারও আছে, তাঁহার বিধানও আছে। মক্কাবাসীগণ তিজারতের মাল লইয়া যেখানেই যায়, সম্মান পায় কারণ তারা আল্লাহ্‌র সেই ঘরের সেবক, যে ঘরকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শক্তি অর্থাৎ ইটালীর রোমান সম্রাটের হাবশা দেশের গভর্ণর, ইয়েমেন প্রদেশের কমিশনার আবরাহা নামক শাসনকর্তা তৎকালীন সর্ববৃহৎ শক্তি হাতীর লশকর লইয়া আসিয়াছিল মক্কার ঘরকে ভাঙ্গার জন্য। তাহারা সেই কাজে যে সম্পূর্ণ না-কাম

(অকৃতকার্য) হইয়াছে শুধু তাই নহে বরঞ্চ সামান্য ক্ষুদ্রতম পক্ষী কর্তৃক নয় মাইল দূরে থাকিতেই কংকর নিক্ষিপ্ত হইয়া সমূলে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। জগদ্বাসীর সামনে এই ঘটনাটি খুবই অলৌকিক বিবেচিত হওয়ায় তখন হইতে মানুষ এই ঘরকে আরো বেশী ভক্তি ও সম্মান করিতে গিয়া তথাকার অর্থাৎ মক্কার বাসিন্দাগণকেও একান্ত সম্মানের চোখে দেখিতে লাগিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে যেখানে সাক্ষাত হইত তাহাদিগকে সর্বোপরি সম্মান দান করিত, এমনকি ব্যবসা- বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাহারা অন্যান্য দেশের বণিকদের অপেক্ষা অনেক বেশী সম্মান পাইত।

এখন চিন্তার বিষয় এই যে, এই সূরার মধ্যে কেন, কি করিয়া ও কিভাবে তাহাদিগকে পৃথিবীর মধ্যে এত সম্মানের অধিকারী করিলেন– কত বড় আল্লাহ্‌র দান, কি কৌশলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে অর্পণ করিলেন! এইভাবে আমাদের উপরও আল্লাহ্‌র যত প্রকার দান রহিয়াছে, প্রত্যেকটির প্রতি অন্তর চোখের দ্বারা সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করতঃ সেই পরম করুণাময় দয়ালু-দাতার নিয়ামতের শোকর গুজার বান্দা হইতে গিয়া সদা সর্বদা তাঁহার ইবাদত-বন্দেগী ও জিকিরে-ফিকিরে রত থাকা অবশ্য কর্তব্য।

যেহেতু মুন্‌ইমের শোকর গুজার না হওয়ার মত অন্যায় ও অপরাধ আর হইতে পারে না, আল্লাহ্ তায়ালা দয়া করিয়া আমাদিগকে এই সূরাদ্বয়ের মধ্যে তৎপ্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন যাহাতে আমরা না-শোকর বা অকৃতজ্ঞ না হই।

أَرَأَيْتَ الَّذِيْ (আরা আইতাল্লাযী) সূরার মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন যে, শুধু নামায পড়িয়া মুক্তি পাওয়া যাইবে না, বরং ইয়াতীম মিসকীনের সাহায্য করিতে হইবে এবং সাধারণতঃ যে সব জিনিস পাড়া-প্রতিবেশীরা আরিয়াত (বা সাময়িক ঠেকাবশতঃ ধার) নিয়া থাকে সে সব জিনিস আরিয়াত দিয়া মানুষের উপকার, মানুষের সেবা করিতে হইবে এবং সঙ্গেই إِنَّا أَعْطَيْنَـٰكَ সূরার ভিতর আল্লাহ্ বলিয়াছেন যে, শুধু মানুষের সেবা ও উপকারের দ্বারাই মুক্তি পাওয়া যাইবে না, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র বন্দেগীও করিতে হইবে। আল্লাহ্ তায়ালা পিয়ারা হাবীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, "আপনি একদিকে আপনার রবের নামায পড়ুন, অন্যদিকে আপনি আরবের সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ উট যবেহ করিয়া তাহা লোকদের দান করিয়া মানুষের সেবা করুন, মানুষের উপকার করুন। আল্লাহ্‌র বন্দেগী এবং মানুষের সেবা বা খিদমতে-খাল্‌ক এই দুইয়ের সংযোগেই মানুষের মুক্তির পথের সংগঠন।'

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ (কুল ইয়া) সূরার সারমর্ম এই যে, বিরুদ্ধবাদী কাফির নেতাগণ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর সর্বাপেক্ষা বড় ইলজাম

(অভিযোগ) খুবই মার্জিত ভাষায় লাগাইবার জন্য আসিয়া বলিতেছে যে, "আপনি আমাদের মূর্তিপূজা, দেব-দেবী পূজা ইত্যাদি আমাদের ধর্মীয় কাজের নিন্দাবাদ যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা তো করিয়াছেনই তদুপরি সর্বাপেক্ষা বড় খারাপ কাজ আপনি এই করিতেছেন যে, আমাদের মধ্যে বড় একটা একতার বন্ধন ছিল, সেই একতার বন্ধনও আপনি ছিন্ন করিয়াছেন। এই ইলজামটি এতবড় ইলজাম ছিল যে, ইহার জওয়াব দেওয়া এক আল্লাহ্‌র রাসূল ছাড়া অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব ছির না। আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁহার রাসূলকে ইহার জওয়াব শিক্ষা দিতেছেন– এই জওয়াব প্রত্যেক মু'মিনের এবং প্রত্যেক সত্যপথের পথিকের সত্য ও ন্যায় বিরোধী বাতিল ও মিথ্যার অনুসারীদিগকে দেওয়া উচিত। আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলকে প্রধানতঃ এবং তাঁহার রাসূলের অনুসারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেনঃ

قُلْ يَا হে আমার রাসূল! আপনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়া দিন যে, হে আল্লাহ্‌দ্রোহীগণ! ন্যায় ও সত্যদ্রোহীগণ! শুনিয়া রাখ, জানিয়া রাখ যে, তোমরা যে মিথ্যার পূজা করিতেছ তোমাদের মুখরোচক বুলি আওড়ানোর কারণে আমি কখনও তোমাদের সেই মিথ্যা মা'বুদের পূজা করিব না। কারণ সত্য আর মিথ্যা, ন্যায় আর অন্যায় যখন মুকাবিলা হয় তখন দুইয়ের মধ্যে সন্ধি হইবার উপায় ইহা নহে যে, সত্যওয়ালা, ন্যায়ওয়ালা সত্য ও ন্যায়ের কিছু অংশ বাদ দিয়া অসত্যের এবং অন্যায়ের সঙ্গে আসিয়া যোগদান করুক; বরং সন্ধির উপায় ইহাই যে, মিথ্যাওয়ালা এবং অন্যায়ওয়ালাই তাহার মিথ্যা ও অন্যায়কে বাদ দিয়া সত্য ও ন্যায়ের সঙ্গে আসিয়া মিশুক। অথচ তোমরা সত্য ও ন্যায়ের দিকে আসিতেছ না, সত্য মা'বুদের বন্দেগীর পথ অবলম্বন করিতেছ না। কাজেই তোমাদের সঙ্গে আমার সন্ধি অসম্ভব। এ মনে করিও না যে, বিগত জীবনে যদিও আমি প্রকাশ্য ঘোষনা দেই নাই তবুও আমি কোনদিনই তোমাদের মিথ্যা মা'বুদের বন্দেগী করি নাই। তোমরা মিথ্যার উপর আছ, তোমাদেরই উচিত ছিল সত্য মা'বুদের বন্দেগীর পথের দিকে আগাইয়া আসা কিন্তু তাহা তোমরা করিতেছ না। কাজেই তোমাদের এই ইলজাম দেওয়া যে, "আমার দ্বারা তোমাদের একতা নষ্ট হইতেছে, এই ইলজামের আমি কোন পরওয়া করি না। আমি সত্যের উপর আছি। আমি মিথ্যার দিকে অগ্রসর হইতে পারি বা। তোমাদের উচিত সত্যের দিকে আগাইয়া আসা। তোমরা যখন তাহা করিতেছ না, একতা ভঙ্গের ইলজাম আমার উপর বর্তায় না; বরং তোমাদের উপর বর্তায়। যাবৎ তোমরা সত্যের দিকে অগ্রসর হইয়া না আসিবে তাবৎ পর্যন্ত তোমাদের সহিত আমার একত্র হওয়া অসম্ভব, তোমাদের সহিত আমার মিলন হইতে পারে না। তোমাদের কর্মফল তোমরা ভোগ করিবে, আমার কর্মফল আমি ভোগ করিব।

দেখা যাইতেছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একা রহিয়া গিয়াছেন, এইজন্য আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী সূরা إذا جاء (ইযা জাআয়) হযরতকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যেঃ

১. আপনার জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য আসিবেই আসিবে।

২. আপনার জয়-জয়কার আসিবেই আসিবে।

৩. এবং আপনি আল্লাহ্‌র দরবার হইতে যে সত্য ধর্ম লইয়া আসিয়াছেন সেই সত্য ধর্মের মধ্যে লোক দলে দলে প্রবেশ করিবে। মক্কা বিজয়ের দ্বারা এই তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে।

تَبَّتْ يَدَا

তাব্বাত ইয়াদা সূরার মধ্যে দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, তাহাও সাহাবায়ে কিরামের চোখের সামনে পূর্ণ হইয়াছে।

আবু লাহাব ধ্বংস হইবে আবু লাহাবের স্ত্রীও ধ্বংস হইবে, এই দুইটি ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হইয়াছে। সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের চোখের সামনে এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পূর্ণ হইতে দেখিয়াছেন। তাঁহাদের ইয়াকীন কত বাড়িয়া গিয়াছে।

পরবর্তী উম্মতগণের জন্যও এই বাশারাত রহিয়াছে। সত্যের জয়-জয়কার হইবেই হইবে এবং মিথ্যার পরাজয় ঘটিবেই ঘটিবে, যদি বান্দা খাঁটি মু'মিন হইতে পারে।

যিকিরের মশ্‌ক্‌-এর মজলিসের নকশা

প্রতি সপ্তাহে জুমুয়ার রাত্রে মুহেব্বীন ও আশিকীনে দ্বীন মুসলমানগণ মাদ্রাসায়, মসজিদে অথবা অন্য কোন কেন্দ্রীয় স্থানে একত্রিত হইয়া যিকিরের মজলিস করিবেন এবং আল্লাহ্‌র সমস্ত আশিকগণ উহাতে যোগদান করিবেন।

মাগরিবের নামায জামায়াতে পড়িয়া জামায়াতের সওয়াব হাসিল করিবেন। অতঃপর দুই রাকায়াত সুন্নতে মুয়াক্কাদা পড়িয়া ছয় রাকায়াত আওয়াবীন নামায ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দুই-দুই রাকায়াত করিয়া যথাসম্ভব একাগ্রতা বা হুযূরীয়ে কাল্‌বের সহিত পড়িবেন। নামায শেষ করিয়া এক ঘন্টা একত্রে যিকির করিবেন। যিকির যিক্‌রে জলী হইবে। যিকিরের তলকীনের জন্য একজন শায়েখ বা মুরব্বী থাকিবেন এবং তাঁহার সহযোগীতার জন্য একজন অথবা দুইজন সহকারী থাকিবেন। যিকির সম্পন্ন হওয়ার পর মজলিসের মুরব্বীর পক্ষ হইতে কিছু তলকীন হইবে, তলকীনের মধ্যে এই কথাগুলি আলোচনা হইবেঃ

১. **প্রশ্নঃ** শরীয়ত বড় না তরীকত বড়?

উত্তর ঃ শরীয়ত বড়, তরীকত শরীয়তের খাদিম।

২. **প্রশ্ন ঃ** আলিম বড় না পীর বড়?

উত্তরঃ আলিম বড়, কেননা পীর তিনি হন যিনি আলিমও হইয়াছেন।

৩. ইলমের ও যিকিরের কোন উপকারিতা নাই যতক্ষণ পর্যন্ত তাকওয়া এবং মুজাহাদায়ে নফ্স না হইবে। মুজাহাদায়ে নফ্স অর্থ হইতেছেঃ কাম, ক্রোধ, লোভ, গীভত, মিথ্যা গোরুরী, তাকাব্বুরী, সুদখোরী, ঘুষখোরী, ব্যাভিচার, অত্যাচার, গরীব, বিধবা, ইয়াতীমদের উপর অত্যাচার, অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্যকরণ, মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া, মিথ্যা রিপোর্ট লেখা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য বা মিথ্যা রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া নির্দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করা ইত্যাদি হইতে বিরত থাকা।

৪। আমরা হুকুমতের গদীর লোভী নহি, আমরা চাই হুকুমত পরিচালকবৃন্দ শরীয়ত মুতাবিক আমল করুন এবং আমলের অর্থ শুধু নামায পড়া, রোযা রাখা এবং ওজীফা পড়া নহে; বরং দুনিয়াতে যে যেই বিভাগে কাজ করে, চাই সে কৃষিজীবি হউক, চাই ব্যবসাজীবি হউক, চাই চাকুরীজীবি হউক অথবা রাষ্ট্র পরিচালনাকারী হউক– এই সকল কাজ যেন শরীয়তের খেলাফ না হয়। শরীয়তের খাঁটি সত্য নির্দেশ কি, তাহা হক্কানী আলিমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

আলিম আবার দুই শ্রেণীর– এক আলিমে হক্কানী রাব্বানী অর্থাৎ ত্যাগী আলিম। এই প্রকার আলিমকে হাদীসে খায়রুল খায়রে খিয়ারুল উলামা বলা হইয়াছে। আর এক প্রকার আলিম আলিমে নফ্সানী বা উলামায়ে-ছু অর্থাৎ লোভী ও ভোগী আলিম। এই প্রকার আলিমকে হাদীসে শাররুম্মিন তাহ্তে আদিমিস সামায়ে এবং শার্রুশ্-শার্রি শিরারুল উলামা বলা হইয়াছে। শায়েখে মজলিসের এই সংক্ষিপ্ত বয়ানের পর ইশার নামায জামায়াতের সহিত পড়িয়া জামায়াতের ফযীলত হাসিল করিবেন। নামাযের পর কোন আলিম ব্যক্তি ইল্মী বা আখলাকী কোন হাদীস বা শরীয়তের কোন মসলা অথবা সাহাবা (রাযি.) গণের বা সল্ফ সালিহীনের কোন ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বয়ান করিবেন। অতঃপর সকলে আরাম করিবেন। শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদের জন্য উঠিয়া তাহাজ্জুদ নামায আদায় করিয়া একা একা যিকির করিবেন। অবশ্য একজন মুয়াল্লিম (শিক্ষক) তত্ত্বাবধানের জন্য থাকিবেন, কেহ ভুল করিলে তাহা সংশোধন করার জন্য। অতঃপর ফজরের সুন্নত আদায় করিয়া জামায়াতের সহিত ফরয পড়িবেন এবং জামায়াতের সওয়াব হাসিল করিবেন। তারপর তিন তাসবীহ, দরূদ, ইস্তিগফার কালেমায়ে সুওম পড়িবেন। ইহার পর

কিছুক্ষণ মুরাকাবা করিবেন অথবা সময়ের অথবা মৃত্যুর পরের মুরাকাবা– আল্লাহ্ আমাকে দেখিতেছেন আমি আল্লাহ্‌র সামনে হাজির আছি– এই মুরাকাবা করিবেন। অথবা আরশের উপর হইতে আল্লাহ্‌র রহমতের বৃষ্টি আমার উপর পড়িতেছে– এই মুরাকাবা করিবেন। অতঃপর ইশ্‌রাকের সময় পর্যন্ত বিভিন্ন হালকা বানাইয়া আলিম, তালিব ইল্‌মদের দ্বারা কিছুক্ষণ তা'লীম নিবেন অতঃপর ইশরাক পড়িয়া ছুটি।

যিকির করার নিয়ম-কানুন আমার লেখা দোছরা ছবক, কছদুচ্ছাবিল, তা'লীমুদ্দিন ইত্যাদি কিতাবে দেখিয়া নিবেন এবং সিলসিলায়ে এমদাদিয়ার কোন একজন বুযুর্গের নিকট শিখিয়া মশ্‌ক করিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ নফল নামায সম্বন্ধে সুন্নত এবং বুযুর্গানে দ্বীনের আমল এই যে, রাত দিনে ফরয-ওয়াজিব ও সুন্নত নামায মিলাইয়া যেন সংখ্যা ৫০ রাকায়াত পূর্ণ হয়। অতএব এইদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হাঁ, অতিরিক্ত নফল পড়ার কারণে কাহারও দ্বীনি বা দুনিয়াবী কোন জরুরী কাজের ক্ষতি হইলে তার কথা স্বতন্ত্র।

এই জামায়াতকে হামেশা জারী রাখার জন্য এবং বাড়াইবার জন্য প্রত্যেকেই নিজের জন্য ইহাকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করিবেন। সপ্তাহ ভরিয়া দুই-চার ব্যক্তিকে এইদিকে দাওয়াত দিয়া আকৃষ্ট করিতে থাকিবেন।

(২১/৪/৬৭ বাদ ফজর আল্লাহ্‌র তরফ হইতে এলকা হয়।)

নাচিজ শামছুল হক

হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব (রহ.)-এর

মালফুজাত

১. "ঈমানের সহিত মউত ও পরকালে মুক্তির জন্য প্রতিটি মুসলমানেরই ইসলামের চির সুন্দর আহ্কাম জানিয়া তদানুযায়ী আমল করা দরকার এবং নফ্সের ইস্লাহ করিয়া বেশী বেশী আল্লাহ্র যিকির করা দরকার। কেননা মউতের পূর্বে হয়ত যবান বন্ধও হইয়া যাইতে পারে, সুতরাং বেশী বেশী আল্লাহ্র যিকির করিয়া আল্লাহ্র মহব্বত মজ্জাগত করিয়া নিলে মউতের সময় যবান বন্ধ থাকিলেও আল্লাহ্র ইচ্ছায় কল্বে যিকির বন্ধ থাকি... না।"

"বহু দিনের চিন্তা-সাধনার পর যিকিরের নক্শা বা পদ্ধতি যাহা আমি আল্লাহ্র তরফ হইতে পাইয়াছি এবং গওহরডাঙ্গায় ও ঢাকার লালবাগ শাহী মসজিদে যিকিরের মজলিস করিয়া যে নিয়মে আমার দোস্তদের মশ্ক্ করাইয়াছি সেই নিয়মে মজলিস করিয়া যিকির করিয়া আল্লাহ্র মহব্বত বাড়াইতে থাকা আবশ্যক।"

শেষ সময়ে মাদ্রাসার মুদাররিসগণকে ডাকাইয়া বলিয়াছেন, "প্রতি বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব আপনারা যিকিরের মজলিস করিবেন এবং অন্ততঃ তাছাওউফের কিতাব কছদুচ্ছাবিলখানা নিজেরা আলোচনা করিতে থাকিবেন। আল্লাহ্কে যাহারা পাইতে চায় তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না, লোকের খিদমতের কষ্ট সহ্য করিবেন। রসূলুল্লাহ্র উম্মতের জন্য যাহার দরদ আছে সে কখনও নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতে পারে না। আখিরী যমানা দজ্জালের ধোকার যমানা। রসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁহার সাহাবা ও পীর-আউলিয়াগণের উপর হইতে জনসাধারণের ভক্তি, মহব্বত ও আস্থা উঠাইয়া দেওয়ার জন্য দজ্জালের চেলারা, ধোকাবাজরা নানাভাবে ধোকা দিবে। সাবধান! সেই ধোকা হইতে বাঁচিয়া থাকিয়া রসূলুল্লাহর (সা.)-এর সুন্নতের উপর আমল এবং সুন্নত জারী করার কাজে আজীবন লাগিয়া থাকা চাই। দৈহিক কাজের মশ্ক্ হইতেছে, কিন্তু আত্মার কাজের মশ্ক্ হইতেছে না। আল্লাহ্র যিকিরের দ্বারা দুর্বল আত্মা সবল হয়, অতএব কল্বে-হুযূরীর সহিত ইবাদত করার জন্য আমি যাহা বলিয়াছি, আমার আল্লাহ্র পাগলরা এখানে উপস্থিত নাই, তাহাদের কাছে আমার এই কথাগুলি পৌঁছাইয়া দিও।"

একদিন লালবাগ মাদ্রাসায় তবলীগুল কুরআনের ও খাদেমুল ইসলামের কর্মীদের সম্বোধন করিয়া ইরশাদ করেনঃ

২. আমরা আল্লাহ্‌র রসূলের দ্বীনের সংরক্ষণে পাহারাদার সিপাহী, সরকার যেমন দেশ রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীকে জীবন ভর বসাইয়া খাওয়ায় এবং যুদ্ধের সময় আসিলে সিপাহীরা জীবন দিয়া দেশ রক্ষা করার চেষ্টা করে; আমরাও তদ্রূপ দ্বীনের হেফাজতের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গকারী সিপাহী। আল্লাহ্ পাক আলিমগণকে ইজ্জতের সহিত খাওয়াইতেছেন। মুসলমান কওম আলিমদের সাহায্য করিয়া দ্বীনের খেদমত করিতেছেন। এখন যদি আলিমগণ দ্বীনের কাজ না করেন, জরুরতের সময় জীবন দিতে প্রস্তুত না হন, তাহা হইলে কওম তাহাদের কেন খাওয়াইবে? তাহারা আর সম্মানের পাত্র থাকিবেন না। যিল্লতির যিন্দেগী করিয়া দুনিয়া হইতে অপদস্ত হইয়া যাইতে হইবে। এইজন্য ফৌজে-মুহাম্মদীতে ভর্তি হইয়া নিম্নলিখিত দশটি গুণ অর্জন করিয়া লইতে হইবেঃ

১. امانت داری সততা, ২. دیانت داری বিশ্বস্ততা, ৩. همدردی সহানুভূতিশীলতা, ৪. کفایت شعاری মিতব্যয়িতা, ৫. ایثار وقربانی ত্যাগ ও দানশীলতা, ৬. خدمت گزاری সেবার মনোবৃত্তিসহ পরোপকারিতা, ৭. ساده زندگی অনাড়ম্বর জীবন যাপন, ৮. قناعت و جفاکشی অল্পে তুষ্টি ও কষ্ট সহিষ্ণুতা, ৯. راز داری গোপনভেদ সংরক্ষণকারী, ১০. اَلصَّبْرُ عَلَى الشَّدَائِدِ وَالْمَصَائِبِ কঠিন বিপদে চরম ধৈর্য।

৩. একদিন আসর নামাযের পর গওহরডাঙ্গার খানকার সামনে সমবেত কতিপয় কলেজের ছাত্র ও মাদ্রাসার মুদাররিস এবং মাদ্রাসার ছাত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ

আগের যমানায় আলিমগণই সমাজ গঠন করিয়া দ্বীনের জাগরণ সমাজে কায়েম করিয়াছেন– নবী ও ওলীগণের কিস্‌সা-কাহিনী শুনাইয়াছেন। মুসলিম কওমের সর্বস্তরের নেতৃত্ব উলামার হাতে ছিল। দীর্ঘদিন যাবত বিজাতীয় শাসনের কারণে আধুনিক শিক্ষিত বৃটিশের পোষ্যপুত্ররা আলিমদের নেতৃত্ব ছুটাইয়া নিয়া কওমকে বরবাদ করিয়াছে। আলিমগণ কখনও ঘুষ, সুদ, জুয়া, মিথ্যা ইত্যাদির প্রচলন করেন নাই। যে সকল যুবক আধুনিক ধর্মহীন শিক্ষা পাইয়া নেতৃত্ব হাতে নিয়াছে; তারাই সমাজকে কলুষিত করিয়াছে। এখন এমন সময় আসিয়াছে যে, যুবকরা ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কোন কাজ পায় না, চাকরী সীমাবদ্ধ, কল-কারখানা ইম্পিরিয়ালিজমের হাতে, কুটির শিল্প নাই– তাই এই যুবকরা বেকার হইয়া পড়িয়াছে।

যে যুবকরা সামান্য আরবী লেখাপড়া শিখিয়াছে, তাহারা আর কোন কাজ না করিলেও অন্ততঃ আযান দিয়া নামায পড়িয়া আল্লাহ্‌র নাম সমাজে জারী রাখিতেছে। যদি কাহারও বাড়ীতে গিয়া দাওয়াত খাইয়া আট আনা পয়সা আনিয়া থাকে তবে তাহাও মোর্দারের উপর সওয়াব রেছানী করিয়া খাইয়াছে। তাহারা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের পাত্র নহে, তাহারা খিদমত পাওয়ার যোগ্য, তাহারা বেকার সমস্যা বাড়ায় নাই। সমাজে প্রয়োজনের তুলনায় মাওলানা-মৌলবী-মুন্সী অত্যন্ত কম, নাই বলিলেই চলে। (২৮/১/৬৮)

৪. যতদিন এই দেশে মুসলিম হুকুমত ও মুসলিম প্রাধান্য ছিল, ততদিন তাহাদের অধীনস্থ হিন্দু, খ্রীস্টানরাও কোন বিষয় চিন্তা করার সময় হুকুমতের রেয়ায়েতেই, ইসলামী ভাবধারায়ই চিন্তা করিয়াছে। উল্টা চিন্তা তাহাদের দেমাগে স্থান পাইত না। আজ আমরা হতভাগা নীচে পড়িয়া গিয়াছি, তাই আমাদের চিন্তাধারা এখন খ্রীস্টান জগতের রেয়ায়েতে ও অনুকরণে হইতেছে।

৫. একদিন রাজশাহী কলেজের প্রাক্তন ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হাজী আহম্মাদ হোসেন সাহেবের বাসা বড় কুঠিতে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, আগের যামানায় উলামা, পীর, দরবেশ, ওলী-আল্লাহদিগকে লোকেরা বড় কদর, ইজ্জত-সম্মান করিত এবং সহজেই ওলী-আল্লাহ্‌দের পাওয়া যাইত। এই যামানায় আলিম-উলামার, ওলী-আল্লাহ্‌র কদর কম হইয়া গিয়াছে, সেই জন্য বেকদরী ও অমর্যাদা হইতে বাঁচাইবার জন্য আল্লাহ্ তাঁহার ওলীদিগকে যমীন হইতে উঠাইয়া নিয়াছেন ও নিয়া যাইতেছেন। ওলী-আল্লাহ্ নাই, ওলী-আল্লাহ্ পাওয়া বড় দুষ্কর (অক্টোবর, ১৯৬৫ ইংরেজী)।

৬. হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার নায়েবগণ ব্যতীত উম্মতকে বেহেশতের দিকে টানিবার আর কেহ নাই, সকলেই দোযখের দিকে টানিতেছে।

৭. মু'মিন বান্দার গতির উদাহরণ ইলিশ মাছের মত। ইলিশ মাছের দেহে প্রাণ থাকিতে সে কোনদিন ভাটিতে চলে না, হামেশা উজান পথে চলে। যখন প্রাণবায়ু নাকের ডগায় আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন চিৎ হইয়া ভাটির দিকে ভাসিতে থাকে। মু'মিন বান্দার দিলে তিল পরিমাণ ঈমান থাকিতেও সে কোনদিন দুনিয়ার স্রোতে ভাটি দিতে পারে না।

৮. "তুমি দুনিয়ার সবকিছুই পাইয়াছ কিন্তু আল্লাহ্‌কে পাও নাই– তবে তুমি কিছুই পাও নাই।"

৯. পতিত জাতি ও উন্নত জাতির লক্ষণ এই যে, পতিত জাতি পরের দোষ অন্বেষণ করে, অন্যকে হেয় করার উদ্দেশ্যে তার গুণ দেখে না, কেবল দোষই

দেখে। আর উন্নত জাতি পরের দোষ অন্বেষণ করার সময়ই পায় না, ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতির চিন্তায় থাকে ব্যতিব্যস্ত।

১০. একজন মুসলমানের সর্বনিম্ন স্তরের কর্তব্য হইবে নিজেকে পাপমুক্ত করিয়া দোযখের আযাব হইতে বাঁচান এবং নিজেকে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য করা। আর সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরের কাজ হইল অন্যান্য সকল মানুষকে মুক্তির পথে আনার চেষ্টা করা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করিয়া শান্তি ও শৃংখলা স্থাপন করা। আল্লাহ্ তাঁহার হাবীবকে বলিয়াছেনঃ

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِيْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ

"হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনার উম্মতের মঙ্গলের চিন্তার কারণে আপনার পৃষ্ঠদেশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

১১. আলিমদের উচিত সলফে সালিহীনগণের নক্‌শে কদমে চলিয়া নিজের ও রসূলুল্লাহ (সা.)-এর উম্মতের ইসলাহের ফিকিরে হামেশা মাসরূফ্ (লিপ্ত) থাকা, ইহাতেই তাহাদের উন্নতি ও কামিয়াবী, অন্য পথে নয়।

১২. তোমরা যাহারা আলিম আছ। একে অপরকে ইজ্জত-সম্মান করিয়া আগে বাড়াইবে; তাহাতে তোমাদের নিজের সম্মান কমিবে না। তোমরা হয়ত মনে কর যে ছদর সাহেব অত বড় মর্তবার হইয়া অন্যকে বড় মর্যাদা দেন আর নিজে ছোট হইয়া থাকেন ইহাতে ছদর সাহেবের মর্তবা বুঝি কমিয়া গেল! না, তাহা নহে– তাহাতে মর্তবা কমে না, বাড়ে।

১৩. ঈমান রক্ষার উপায় কি? জিজ্ঞাসা করায় বলিলেনঃ ঈমান রক্ষার জন্য আগে ঈমানের ক্ষেতে বেড়া দাও, বেড়া না দিলে ঈমানের গাছ রক্ষা পাইবে না। ঐ দেখ না, খানকার পশ্চিম দিকের আমের চারা গাছটা বেড়ার ফাঁক দিয়া গরু-ছাগলে মুখ ঢুকাইয়া বেড়া ভাঙ্গিয়া পাতা, ডালপালা খাইয়া নষ্ট করিয়াছে। তদ্রূপই মজবুত বেড়া না থাকিলে শয়তান এবং নফ্‌স সুযোগ পাইলেই ঈমানের গাছ খাইয়া ফেলিবে। হাঁ, বেড়া দিয়া, পানি দিয়া যত্ন করিলে গাছ বড় হইয়া শক্তিশালী হইয়া গেলে আর খাইতে পারিবে না, ওলীয়ে কামিলে মুকাম্মিলের সোহ্‌বতের তরবিয়ত পাইলে ঈমান মজবুত ও শক্তিশালী হইলে শেষে আর নষ্ট করিতে পারিবে না, তখন আর অপরের পানি দেওয়ার বা যত্নের অপেক্ষায় থাকিতে হইবে না। শিকড় মজবুত হইয়া নিজেই জমির রস টানিয়া বড় হইয়া ঝড়-ঝঞ্ঝা সহ্য করিতে পারিবে। তদ্রূপ আল্লাহ্‌র মহব্বতে দিল পরিপূর্ণ ও উজালা হইলে দেলের জযবা মাওলার মহব্বতের রস টানিয়া সবল ও সজীব থাকবে।

১৪. হুযুরের গ্রামের বাড়ীর বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়া উপস্থিত আশেকীনদিগকে বলেনঃ

তোমরা যাহারা আমার কাছে আসিয়া বসিয়াছ, যদি কোন কথা থাকে জিজ্ঞাসা করিবে, না হয় আল্লাহ্‌র যিকির করিবে, তোমাদের দিলে আল্লাহ্‌র যিকির নাই, ইহাতে আমার বড় কষ্ট হয়, আমাকে কষ্ট দিও না। তোমরা যে বাজে কথায় মন দাও– তোমাদের দিলটা কি গুদাম ঘর? দুনিয়ার সবই উহার মধ্যে ভরিতে চাও! দিল তো আল্লাহ্‌র যিকিরের জন্য, অনর্থক হায়াত নষ্ট করিলে মাওলার নিকট হিসাব দিতে হইবে না? বাজে কথা বলা বা শোনার সময় কোথায়?

১৫. আর একদিন হুযূরের সোহবতের চিল্লায় বসা এক ব্যক্তি মজলিসে একটা বেহুদা কথা বলিলে তৎক্ষণাৎ হুযূর গোস্বা হইয়া বলিলেন, "এই তোমরা একটা লোহা পোড়া দিয়া লাল করিয়া আন এর জিহ্‌বায় দাগ দিতে হইবে। একি জানে না, একি পড়ে নাই?

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"একটা কথাও বান্দার হিসাব ছাড়া নাই, সবই ফেরেশতারা লিখিয়া নেন। আল্লাহ্‌র দেওয়া বাক শক্তি, শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তির কারেন্ট বেহুদা খরচ করিলে তাহা ধরিবেন, তাহার হিসাব নিবেন।" ঐ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ হুযূরের কাছে ক্ষমা চাহিল এবং আর বেহুদা কথঅ বলিবে না বলিয়া ওয়াদা করায় হুযূর মা'ফ করিয়া দিলেন এবং বলিলেনঃ

আমি যে তোমাদের প্রতি রাগ করি, মন্দ বলি তাহা তোমাদের ভালাইয়ের জন্য এবং মানুষ হওয়ার জন্য বলি, আমার উপর দাবী রাখিও না, আমি এখন কবরের দুয়ারে। পীর কখনও শাগরিদকে দুরে ফেলিয়া রাখে না, অমঙ্গল চায় না, এক হাতে তাড়াইলে মহব্বত ও শফকতের দশ হাতে নিকটে টানিয়া লয়। অতঃপর শাহভীকের কিস্‌সা শুনাইলেন।

১৬. একদিন লালবাগ মাদরাসার বারান্দায় বসিয়া উপস্থিত আশেকীনদিগকে বলেনঃ

দুনিয়ার সমস্ত চিজ-বস্তুই আল্লাহ্‌র মহব্বতের যিকিরে মশগুল, শুধু মানুষই গাফিলতির মধ্যে পড়িয়া আছে। আত্মার খোরাক নিয়মিত আল্লাহ্‌র যিকির। যিকিরের সময় কুল্‌বের মুখ খোলে। যিকির না পাইলে আত্মা মরিয়া যায়। প্রত্যেক মানুষের প্রাণেই আল্লাহ্‌র মহব্বতের ক্ষুধা আছে কিন্তু পার্থিব কোলাহলের এবং মূর্খতায় আবর্জনায় উহা ঢাকা পড়িয়া থাকে। আবর্জনা দূর করিয়া দিলেই উহার বিকাশ পাইতে পারে, যেমন নিভা আগুনের ছাইয়ের মধ্যে

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লুকাইয়া থাকে এবং বাতাস পাইলে উপরের ছাই চলিয়া গিয়া জ্বলন্ত আগুন বাহির হইয়া আসে।

১৭. বৃদ্ধাবস্থায় গাফলতি সম্বন্ধে বলেন ঃ অনেক সময় দেখা যায়, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত বৃদ্ধ ব্যক্তিরা নিরালা সময়ে একা একা বসিয়া বসিয়া বা শুইয়া শুইয়া গুণ গুণ করিয়া আবেগ ভরা প্রাণে কি যেন জপনা করিয়া থাকে! তাহাদের এই গুণগুণানী আর কিছুই নহে, উহা আল্লাহ্‌র মহব্বতের বিরহ জ্বালার ভাষাহীন ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। শিক্ষা ও সোহবত পায় নাই বলিয়াই হারানো ধনের সন্ধান করিতে পারিতেছে না।

১৮. ইসলাম শুধু কতকগুলি মসলাই মানুষকে শিক্ষা দেয় নাই, ইসলামের সমস্ত আহকাম আল্লাহ্‌র মহব্বতের রসে পরিপূর্ণ। তোমরা যেহেতু আলিম হইয়া আল্লাহ্‌র মা'রেফাতের ইল্‌ম শিখ না, এইজন্য রস খাও নাই। এমনকি ক্ষুধার্ত জনসাধারণ তোমাদের কাছে সু-খাদ্য না পাইয়া ধোকাবাজদের হাতে পড়িয়া কু-খাদ্য খাইয়া দ্বীন ও ঈমান হারায়। মানুষ কি সহজ-ক্ষুধায় বিদআতীদের দুয়ারে গিয়া এত কষ্ট করে এবং জান-মাল খোয়ায়?

চতুর্থ অধ্যায়
পীরের পরিচয় ও মুরীদের কর্তব্য

কয়েকটি ভুল ধারণা

আমাদের দেশে সাধারণতঃ লোকেরা মুরীদ হওয়াকে একটি খান্দানী রছম বলিয়া মনে করে এবং পুরুষানুক্রমে একই পীরের খান্দানের মুরীদ বলিয়া পরিচয় দেয় এবং আমল-আখলাক দুরস্ত না করিয়া শুধু হাতে হাত দিয়া মুরীদ হইয়া কতকগুলি অজীফা পড়াকেই যথেষ্ট বলিয়া মনে করে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয়টি সেরূপ নহে। ধর্ম বিষয় শিক্ষা করা ফরয; উপযুক্ত একজন উস্তাদ ধরিয়া শিক্ষা করাই উচিত। উস্তাদ উপযুক্ত হইলে তাহার বাপ-দাদা যদি উপযুক্ত না-ও থাকিয়া থাকে, তাহাতে কিছু আসে যায় না, আবার উপযুক্ত উস্তাদের ঘরে অনুপযুক্ত সন্তান জন্মিলে তাহাকেও উস্তাদ বানা যায় না এবং পিতা-পুত্রে যদি একই তরীকায় ভিন্ন ভিন্ন পীরের কাছে বা বিভিন্ন তরীকার পীরের কাছে মুরীদ হয়, তাহাতেও আদৌ কোন দোষ নাই। মুরীদ হওয়ার উদ্দেশ্য শিক্ষা লাভ করা; শিক্ষা লাভ না করিয়া শুধু হাতে হাত দিয়া মুরীদ হইয়া কোন লাভ নাই। ঐরূপে জাহিরী বাতেনী ফরয-ওয়াজিব ঠিক না করিয়া শুধু কতগুলি অজীফা পড়াতেও কোন লাভ নাই।

তারপর যখন মুরীদ হইবার ইচ্ছা হয়, তখন দেখে যে, পীর সাহেবের বহু সংখ্যক মুরীদ আছে কিনা, বা পীর সাহেবের বাড়ীতে দালান-কোঠা আছে কিনা বা পীর সাহেব বজ্‌রায় বা পাল্‌কিতে চলেন কিনা বা পীর সাহেবের কাছে বড় বড় ধনী এবং চাকুরে লোক আসে কি না বা পীর সাহেব তাওয়াজ্জুহ্ দিয়া বেহুঁশ এবং মাতোয়ারা করিয়া ফেলিতে পারেন কি না বা পীর সাহেব মনের কথা বলিতে পারেন কি না বা পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা করার পর সব কাজে বরকত হয় কি না, পীর সাহেব জ্বীন-ভুত ছাড়াইতে বা তাবে' করিয়া রাখিতে বা মোকদ্দমা জিতাইয়া দিতে বা বিমার ভাল করিয়া দিতে পারেন কি না।

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ! এই সবই ভুল ধারণা এবং দুনিয়াদারীর বিষয়, এইসব বিষয় দেখিয়া ধোকা খাইবেন না। খাটি পীরের আলামত এবং মুরীদ হওয়ার আসল উদ্দেশ্য এই কিতাবের ভিতর দেখিয়া লউন এবং যে সব পীরদের মধ্যে দুনিয়াদারী

বা শরীয়তের বরখেলাফ কোন কাজ দেখেন তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকুন। আজকাল অনেক পীর, পীর-মুরীদিকে একটি ব্যবসায় পরিণত করিয়া তুলিয়াছে, জায়গা-যমীন-সম্পত্তিতে যেরূপ ছেলেদের হক হয়, মুরীদদের উপরও তাহারা সেইরূপ হক বিস্তার করিতে চাহিতেছে। প্রিয় ভ্রাত! পীর-মুরীদি কোন ব্যবসা বা পেশা নহে, ইহাতে একমাত্র আখিরাতের সওয়াব দ্বীনের খিদমত ব্যতীত অন্য কোন স্বার্থের (সম্মান বা সম্পত্তির) ওয়াসওয়াসা পর্যন্ত দিলে আনা হারাম।

জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ

প্রশ্নঃ মুরীদ কাহাকে বলে?

উত্তরঃ আল্লাহ্‌কে যে চায় বা আল্লাহ্‌কে যে অন্বেষণ করে, তাহাকে মুরীদ বা 'তালিব' বা 'ছালেক' বলে।

আল্লাহ্‌র নায়েব রাসূল, রাসূলের নায়েব খাঁটি পীর। খাঁটি পীরের হাতে হাত দিয়া আল্লাহ্‌কে হাজির নাজির জানিয়া কতকগুলি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়াকে 'মুরীদ হওয়া' বা 'বায়য়াত হওয়া' বলে।

অঙ্গীকারঃ যথা– ১. এক আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস এবং মান্য করিব। আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করিব না। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল বলিয়া বিশ্বাস এবং মান্য করিব এবং তাঁহারই তরীকা অনুযায়ী চলিব; অন্য কাহারও তরীকা ধরিব না। কুরআন-হাদীস এবং ইজমা-কিয়াস মানিয়া চলিব। কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং বেহেশ্‌ত্-দোযখ বিশ্বাস করিব। ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিকমত পড়িব। ৩. রমযান শরীফের রোযা রাখিব। ৪. যাকাতের উপযুক্ত মাল হইলে হিসাব করিয়া তাহার যাকাত দিব। ৫. হজ্জ ফরয হইলে হজ্জ করিব। মুসলমানের উপকারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব। প্রত্যেক কাজে সুন্নতের পায়রবী করিব, মিথ্যা কথা বলিব না। পরের ক্ষতি করিব না, গীবত শেকায়েত বা গালাগালি করিব না। কাহারও হক নষ্ট করিব না। হালাল খাইব, হারাম খাইব না। সুদ খাইব না। ঘুষ খাইব না। নেশা পান করিব না। যেনা করিব না। স্ত্রীলোক হইলে সতীত্ব বজায় রাখিয়া চলিব। পর্দা প্রথা পালন করিব। আমানতে খেয়ানত করিব না। রাসূলের এবং নায়েবে রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধে চলিব না ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ উক্ত অঙ্গীকারগুলি ভঙ্গ করিলে কি হয়?

উত্তরঃ অঙ্গীকার ভঙ্গ করা কবীরা গুনাহ; পক্ষান্তরে এই অঙ্গীকারগুলি পূর্ণ করিলে আল্লাহ্‌র নিকট আজরে আজীম অর্থাৎ অত্যন্ত ছওয়াব ও পুরস্কার পাওয়া যাইবে।

প্রশ্নঃ পীর কাহাকে বলে?

উত্তরঃ পীর এক প্রকার উস্তাদ। উস্তাদ অর্থ শিক্ষাদানকারী। শিক্ষাদানকারী দু'ই প্রকার হয়। এক প্রকার মৌখিক শিক্ষা অর্থাৎ শুধু কিতাবের ভাষা শব্দ এবং তাহার অর্থ শিক্ষা দেওয়া। এই প্রকার শিক্ষা যিনি দেন তাঁহাকে সাধারণতঃ উস্তাদ বলা হয়। আর এক প্রকার শিক্ষা আমলী শিক্ষা অর্থাৎ কিতাবের কথাগুলিকে হাতে-কলমে কাজে পরিণত করাইয়া, ভিতরে ঢুকাইয়া শিক্ষা দেওয়া; এই প্রকার শিক্ষা যিনি দেন তাঁহাকে সাধারণতঃ পীর বা শায়খ বলা হয়। দ্বীন-ইসলাম শুধু ভাষা-শব্দ এবং তাহার অর্থ শিক্ষার নাম নহে; বরং কুরআন-হাদীসের ভাষায় অর্থগুলোকে ভিতরে বাহিরে কাজে পরিণত করার নাম। কাজেই যেমন উস্তাদের দরকার, তেমনই পীরের দরকার।

প্রশ্নঃ মুরীদ হওয়া জরুরী কি না?

উত্তরঃ মুরীদ হইতে হইলে চারটি কাজ করিতে হয়। নফ্‌সের এবং আমল-আখলাকের ইসলাহ্ করিতে হয়। কিছুদিন পীরের সোহবত অবলম্বন করিতে হয়। হাতে হাত দিয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ হইতে হয়। আপন আপন সময়, স্বাস্থ্য ও শক্তি অনুসারে বেশী করিয়া আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী করিতে হয়। এবং খুব বেশী করিয়া আল্লাহ্‌র যিকির এবং মুরাকাবা (আল্লাহ্‌র ধ্যান) করিতে হয় এবং হামেশা আল্লাহ্‌র তাবেদারীর মধ্যে থাকিতে হয়। এই চারিটি কাজের মধ্যে বে-জরুরী কোনটিই নহে। অবশ্য তন্মধ্যে কোনটি ফরয, কোনটি ওয়াজিব এবং কোনটি সুন্নত বা মুস্তাহাব। অতএব মুরীদ হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই জরুরী। কিন্তু খাঁটি পীর তালাশ করিয়া মুরীদ হইবে। যাবৎ খাঁটি পীর অর্থাৎ রাসূল (সা.)-এর নমুনার পীর না পাওয়া যাইবে তাবৎ ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নতে মুয়াক্কাদা ইত্যাদি শরীয়তের হুকুমগুলি রীতিমত পালন করিতে থাকিবে। যদি এইগুলি রীতিমত পালন করিতে থাকে এবং খাঁটি পীর না পাওয়া পর্যন্ত মুরীদ না হয়, তবে তাহাতে গুনাহগার হইবে না। খাঁটি উপযুক্ত পীর তালাশ না করিয়া বে-শরা বা খেলাফে শরা বিদআতী পীরের নিকট কিছুতেই মুরীদ হইবে না; বরং বে-শরা পীরের নিকট মুরীদ হওয়া হারাম; কেননা তাহাতে গুমরাহীর পথ খুলিবে, খাঁটি পীরের আলামত ও পরিচয় সামনে আসিতেছে। ভালমত জানিয়া রাখিবে।

প্রশ্নঃ ইসলাহের অর্থ কি এবং নফ্‌সের ও আমল-আখলাকের ইসলাহের অর্থই বা কি?

উত্তরঃ ইসলাহের অর্থ সংশোধন করা। নফ্‌সের ইসলাহের অর্থ মানুষের নফ্‌সের মধ্যে সাধারণতঃ যে সব দোষ-ত্রুটি থাকে, তাহা সংশোধন করিয়া স্বীয় জীবনকে খাঁটি মানুষরূপে গঠিত করা। মানুষের মধ্যে সাধারণতঃ কাম, ক্রোধ,

লোভ, মদ, (অহংকার) মোহ (আল্লাহ্কে ভুলিয়া, আখিরাতকে ভুলিয়া সংসার মায়ায় আবদ্ধ থাকা), মাৎসর্য, (ঈর্ষা বা পরশ্রীকাতরতা), নিফাক, (মুনাফিকী) শিকাক (জেদাজেদী দলাদলি), অলসতা, বিলাসিতা ইত্যাদি যে সব রিপু এবং দোষ থাকে, তাহা বর্জন করার নামই নফ্সের ইসলাহ্ আমলের ইসলাহের অর্থ এই যে, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ, আল্লাহ্র যিকির, কুরআন-তিলাওয়াত, তাবলীগ, তাঞ্জীম, মা-বাপের খিদমত, হালাল রুজী উপার্জন করিয়া নিজের ও পরিবার-পরিজনের ভরণ পোষণ করা ইত্যাদি। যে সব আমল করিবার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা আদেশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে যে সব ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থাকে, তাহা দূরীভূত করিয়া প্রত্যেকটি আমলকে পূর্ণাঙ্গ করার নাম আমলের ইসলাহ্।

কাহাকেও কষ্ট না দেওয়া, অন্য কেহ কষ্ট দিলে তাহা নীরবে সহ্য করা, কাহাকেও তুচ্ছ না করা, বদ্ গুমানী না করা, খোদপছন্দী নাকরা, অহংকার বা রাগ দমন করা, মিথ্যা কথা না বলা, পরনিন্দা না করা, ছল-চাতুরী না করা, কৃপণতা না করা, আল্লাহ্র নিয়ামতের শোকর করা, কোন লোক উপকার করিলে তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা, বিপদে ধৈর্য ধারণ করা, দুরাকাঙ্খা পরিত্যাগ করিয়া দুনিয়ার ধন-সম্পত্তি আল্লাহ্ তায়ালা যাহা কিছু দান করেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা, প্রত্যেক কাজে আল্লার উদ্দেশ্যে নিয়ত খালেস করা, প্রত্যেক দোষ-ত্রুটির জন্য আল্লাহ্র দিকে রুজু করিয়া আল্লাহ্র কাছে শরমিন্দা হইয়া প্রার্থনা করা, আল্লাহ্র মহব্বত এবং আল্লাহ্র রাসূলের মহব্বত হাসিল করা ইত্যাদি ইত্যাদিকে আখলাকের ইসলাহ বলে।

কামিল পীরের আলামত

কামিল পীর চিনিবার জন্য নিম্নলিখিত দশটি আলামত আছেঃ

১. পীর (তাফসীর হাদীস-ফিকাহ্ অভিজ্ঞ) আলিম হওয়া দরকার, অন্ততঃপক্ষে মিশকাত শরীফ, জালালাইন শরীফ পুরা বুঝিয়া পড়িয়াছে– এত পরিমাণ ইল্ম থাকা আবশ্যক।

২. পীরের আকীদা ও আমল শরীয়ত মুয়াফিক হওয়া দরকার এবং স্বভাব-চরিত্র ও অন্যান্য গুণাবলী যে রকম শরীয়তে চায়, সেই রকম হওয়া দরকার।

৩. পীরের মধ্যে দুনিয়ার লোভ (টাকা-পয়সার লালসা, সম্মান-প্রতিপত্তি এবং যশ-সুখ্যাতির লিপ্সা) না থাকে, নিজে কামেল হওয়ার দাবী না করে, কেননা ইহাও দুনিয়ার মহব্বতেরই অন্তর্ভুক্ত।

৪. কোন কামিল পীরের খিদমতে থাকিয়া ইসলাহে বাতেন এবং তরীকত হাসিল করিয়া থাকে।

৫. সম-সাময়িক পরহেযগার মুত্তাকী আলিমগণ এবং সুন্নত তরীকার পীরগণ তাঁহাকে ভাল বলিয়া মনে করেন।

৬. দুনিয়াদার অপেক্ষা দীনদার লোকেরা তাঁহার প্রতি বেশী ভক্তি রাখে।

৭. তাঁহার মুরীদদের মধ্যে অধিকাংশ এ রকম হয় যে, তাহারা প্রাণপণে শরীয়তের পাবন্দী করে এবং দুনিয়ার লালসা রাখে না।

৮. মনোযোগের সহিত মুরীদদের তা'লীম-তলকীন করেন এবং দিলের সঙ্গে এই চাহেন যে, তাহারা ভালো হউক, আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের পায়রবী করুক। মুরীদদেরে তাহাদের মত্ মত স্বাধীন ছাড়িয়া দেন না, তাহাদের মধ্যে যদি দোষ দেখিতে বা শুনিতে পান তবে যথারীতি তাহার সংশোধন করিয়া দেন। (কাউকে নরমে কাউকে গরমে, যাহার জন্য যে রকম মুনাসিব হয়)।

৯. তাঁহার সোহবতে কিছুদিন যাবত থাকিলে দুনিয়ার মহব্বত কম হইতে থাকে এবং আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের মহব্বত এবং আখিরাতের চিন্তা বেশী হইতে থাকে।

১০. নিজেও রীতিমত যিকির শোগল করেন, (অন্ততঃপক্ষে করিবার পাক্কা ইরাদা রাখেন, কেননা নিজে আমল না করিলে, অন্ততপক্ষে আমল করিবার প ক্কা ইরাদা না থাকিলে তা'লীম তলকীনে বরকত হয় না।

যাঁহার মধ্যে এই গুণগুলি আছে তিনি একজন কামিল পীর। এই গুণগুলি পাওয়ার পর আর ইহা তালাশ করিও না যে, তাঁহার কোন কেরামত জাহির হইয়াছে কিনা বা তাঁহার কাশ্ফ হয় কিনা বা তিনি কাহারও মনের ভেদ জানিতে পারেন কিনা বা ভবিষ্যতের কথা বলিতে পারেন কিনা বা তিনি যে দোয়া করেন তাহা কবুল হয় কিনা বা নিজের তাওয়াজ্জুহ বা বাতেনী ক্ষমতার দ্বারা কাজ করিয়া দিতে পারেন কিনা। কেননা ওলী অর্থাৎ আল্লাহ্র পিয়ারা হওয়ার জন্য এইসব কিছুই জরুরী নয়। ইহাও তালাশ করিবে না যে, তিনি তাওয়াজ্জুহ দিলে লোক একেবারে বেহুঁশ হইয়া ছটফট বা হাইফাই করিতে থাকে কিনা; কেননা বুযুর্গীর জন্য এইসব জরুরী নহে। এইরূপ ক্ষমতা প্রত্যেক মানুষের নফ্সের মধ্যেই আছে, যে অভ্যাস করে, সেই হাসিল করিতে পারে; ইহাকে বুযুর্গীর কিছুই নাই, যেমন পাহলোয়ানী করিবার ক্ষমতা প্রত্যেকেরই শরীরে আছে যে কিছুদিন যাবত শিক্ষা এবং অভ্যাস করে, সেই পাহলোয়ানী করিতে পারে অথচ বড় পাহলোয়ানকে বড় বুযুর্গ কেহই বলিবে না; ঠিক এইরূপে প্রত্যেক মানুষের নফ্সের মধ্যে উপরোক্ত ক্ষমতাগুলি হাসিল করিবার শক্তি আছে, এমনকি কোন ফাসিক বা কাফিরও যদি কিছুদিন যাবত অভ্যাস করে তবে সেও হাসিল করিতে পারে, তবে সেই ফাসিক বা কাফির কি বুযুর্গ হইয়া যাইবে না কি? (নাউযুবিল্লাহ্)

তাহা ছাড়া এই রকম তাওয়াজ্জুহ দেওয়াতে বেশী কোন লাভ নাই; কেননা তাওয়াজ্জুহের আসর বেশীক্ষণ থাকে না। তবে এতটুকু লাভ আছে (আর এই লাভের জন্যই কোন কোন বুযুর্গ হাসিল করিয়া থাকেন) যে, হয়ত কোন মুরীদ এমন আছে যে, সে হয়ত শত চেষ্টা করিতেছে কিন্তু যিকিরের কোন তাছির তাহার মধ্যে হয়ই না, এই রকম মুরীদকে পীর সাহেব কিছুদিন পর্যন্ত তাওয়াজ্জুহ দিলে তাহার মধ্যে যিকিরের তাছির হইতে থাকে, নতুবা অনর্থক আছাড়-পাছাড় খাওয়া ছাড়া কিছুই নহে।

মুরীদের কর্তব্য

মুরীদ হইয়া এইসব কাজ করিতে হইবে

১. 'বেহেশ্তি জেওরে'র এগার খণ্ড সম্পূর্ণ– প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এক-এক শব্দ করিয়াও হয় পড়িতে হইবে, না হয় কাহারও দ্বারা পড়াইয়া শুনিতে হইবে।

২. সমস্ত কাজ 'বেহেশ্তি জেওর' অনুযায়ী করিতে হইবে।

৩. যে কোন কাজ সামনে আসে, যদি সে সম্বন্ধে মছলা জানা না থাকে, তবে করিবার পূর্বে কোন ভাল আলিমের কাছে মছলা জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হইবে এবং তিনি যে রকম বাতান, সেই অনুযায়ী কাজ করিতে হইবে।

৪. পুরুষের পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতের সঙ্গে মসজিদে গিয়া পড়িতে হইবে এবং স্ত্রীলোকের পাঁচ ওয়াক্ত নামায আউয়াল ওয়াক্তে ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া পড়িতে হইবে।

৫. যাকাতের পরিমাণ সম্পত্তি হইলে রীতিমত হিসাব করিয়া যাকাত দিতে হইবে। উশরও দিতে হইবে অর্থাৎ ফসলের ১০ ভাগের একভাগ আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করিতে হইবে।

৬. হজ্জ করার যোগ্য অবস্থা হইলে হজ্জ করিতে হইবে। উপযুক্ত অবস্থা হইলে সদকা ফিতরা দিতে হইবে এবং কুরবানী করিতে হইবে।

৭. নিজের স্ত্রী-পুত্রের হক আদায় করিতে হইবে। তাহাদিগকে দ্বীনের ইলম ও আমল শিক্ষা দেওয়া তাহাদের একটা বড় হক।

এই হক আদায় করিবার আছান সুরত এই যে, যাহারা বেহেশ্তী জেওর পড়িতে পারে, তাহারা যাবৎ পর্যন্ত সব মছলা ইয়াদ না হইয়া যায়, তাবৎ পর্যন্ত পড়িয়া শুনাইবে; একবার শেষ হইলে আবার শুরু করিবে। যাবৎ পর্যন্ত সব ইয়াদ না হইয়া যায়, তাবৎ পর্যন্ত এইরূপ করিতে থাকিবে এবং যাহারা পড়িতে না পারে, তাহারা ভাল আলিমের কাছে মছলা শুনিয়া ইয়াদ করিয়া, বাড়ীতে গিয়া শুনাইবে

(এবং ছেলে-মেয়েদের দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষা দিবে এবং তাহাদের আকাঈদ-আখলাক-আমাল ঠিক করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন লইবে।)

মুরীদ হইয়া এইসব কাজ ছাড়িতে হইবে

(পুরুষ) দাড়ি কামাইতে পারিবে না। চার আঙ্গুলের কম রাখিয়া দাড়ি কাটিতে পারিবে না। মাথার সামনের চুল লম্বা রাখিতে পারিবে না। ধুতি পরিতে পারিবে না। টাখ্‌না (পায়ের গিরা) স্পর্শ করে এমন পায়জামা বা লুঙ্গি পরিতে পারিবে না, হাফ প্যান্ট পরিতে পারিবে না। রেশমী বা জরির কাপড় (চার আঙ্গুল অপেক্ষা বেশী) পরিতে পারিবে না এবং নিজের ছেলেদেরও পরিতে দিতে পারিবে না। বিজাতীয় পোশাক পরিতে পারিবে না। সোনার আংটি পরিতে পারিবে না, রূপার আংটি এক মিসকালের (এক সিকি পরিমাণ) বেশী পরিতে পারিবে না।

(স্ত্রী) পুরুষের মত লেবাস পরিতে পারিবে না। যে জেওরের আওয়ায হয়, তাহা পরিতে পারিবে না, পাতলা কাপড় পরিতে পারিবে না। এমন ছোট কাপড় পরিতে পারিবে না, যাহাতে শরীরের কতকাংশ খোলা থাকে। মাথার চুল কাটিতে পারিবে না, বেপর্দা হইতে পারিবে না।

(পুরুষ) কোন আওরতের দিকে বা কোন বালকের আমরাদের দিকে তাকাইতে পারিবে না। স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বা বালকদের সঙ্গে মেলামেশা রাখিতে পারিবে না। গায়ের মহরম আওরতের কাছে বসিতে পারিবে না। গায়ের মহরম আওরতের সঙ্গে কোন জায়গায় একাকী থাকিতে পারিবে না।

(স্ত্রী) গায়রে মহরম মরদের কাছে বসিতে পারিবে না। গায়ের মহরম মরদের সঙ্গে কোন জায়গায় একাকী থাকিতে পারিবে না। কোন গায়ের মহরমের (চাই সে পীরই হউক না কেন, চাই কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই হউক না কেন) সামনে একান্ত ঠেকাবশতঃ কখনও বাহির হইতে হয়, তবে ময়লা কাপড় পরিয়া মাথা, হাত, পা, গলা, কান ইত্যাদি খুব ভাল মত ঢাকিয়া রাখিবে। কেননা গায়ের মহরমকে এইসব অঙ্গ দেখান বা সৌন্দর্য দেখান হারাম। মুখের সামনে লম্বা ঘোমটা রাখা অতি উত্তম, ভাল কাপড় পরিয়া বা খোশবু লাগাইয়া বাহিরে আসা অত্যন্ত খারাপ। এইরূপ গায়ের মহরম আওরত-মরদে হাসি-ঠাট্টা করা বা জরুরত ছাড়া কথাবার্তা বলাও ছাড়িয়া দিতে হইবে।

বিবাহ-শাদীতে ধুমধামের সহিত বর-যাত্রীদের সঙ্গে যাইতে পারিবে না, তবে বিবাহ পড়ানোর সময় যদি নিকটের লোকদের ডাকা হয়, তাহাতে যাওয়াতে কোন দোষ নাই। নামের জন্য কোন কাজ করিতে পারিবে না, যেমন আজকাল শাদী-বিবাহে বা কাহারও মৃত্যুর পর যিয়াফত ইত্যাদি করা হয় বা টাকা দেওয়া

নেওয়া হয়; এসব ছাড়িয়া দিতে হইবে। বেহুদা খরচ ছাড়িয়া দিতে হইবে। বিলাসিতার কাপড়-চোপড়ও ছাড়িয়া দিতে হইবে। সন্তানাদি বা অন্য কোন প্রিয়জন মরিয়া গেলে উচ্চৈস্বরে কান্দিতে পারিবে না। কেহ মরিয়া গেলে তিজা, চল্লিশা ইত্যাদি করিতে পারিবে না। শরীয়ত অনুসারে বন্টন না করিয়া মৃত ব্যক্তির কাপড়-চোপড় বা ব্যবহৃত জিনিস ইত্যাদি খয়রাত দিতে পারিবে না। ভগ্নী বা ফুফুদের অংশ রাখিতে পারিবে না (স্ত্রীর অংশ থাকিলে তাহা তাহার আন্তরিক খুশী ব্যতিরেকে খাইতে পারিবে না।) অধিনস্থ চাকর-বাকর বা রাইয়ত-প্রজা বা মজদুর-গরীবদের সঙ্গে কোন রকম অন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না। মিথ্যা মোকদ্দমা করিতে বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বা মিথ্যা মোকদ্দমার পায়রবী করিতে পারিবে না। কবুলিয়তের জমি মালিককে সন্তুষ্ট করা ব্যতীত শুধু আইনের জোরে রাখিতে পারিবে না, (অনেক কথা আইনে টিকে, কিন্তু শরীয়তে টিকে না, সেখানে শরীয়তকে ছাড়িতে পারিবে না।) রেহেন রাখিয়া তাহার আয় খাইতে পারিবে না। ঘুষ লইতে পারিবে না, জীব-জন্তুর ছবি আঁকিতে বা রাখিতে পারিবে না। কুকুর পালিতে পারিবে না। আতশবাজি জ্বালাইতে পারিবে না। গরু লড়াই, কবুতর লড়াই, মোরগ লড়াই বা ঘোড় দৌড়, গরু দৌড়, নৌকা দৌড় ইত্যাদি তামাশা দেখিতে পারিবে না এবং ছেলেদেরও করিতে বা দেখিতে দিবে না। গান-বাদ্য শুনিতে পারিবে না। মেলায়-তেহারে, রেসে বা বায়স্কোপে যাইতে পারিবে না। কলের গান শুনিতে পারিবে না। বুযুর্গদের মাযারে যে ওরশ হয়, তাহাতে যাইতে পারিবে না। কোন বুযুর্গের নামে মান্নত মানিতে পারিবে না। টোনা-টোট্‌কা, জ্যোতিষী গণনা ইত্যাদি করাইতে পারিবে না। কোন গণকের কাছে বা কোন জ্বীনের কাছে কোন গায়েবের কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না। গীবত, চোগলখোরী করিতে পারিবে না। মিথ্যা কথা বলিতে পারিবে না। কোন জিনিস বিক্রী করিতে ধোকা দিতে পারিবে না। নাজায়েয চাকুরী করিতে পারিবে না। জায়েয চাকুরীতেও কর্তব্য কাজে অবহেলা করিতে পারিবে না।

(স্ত্রী) স্বামীর সঙ্গে জবানদারাজী করিতে পারিবে না এবং তাহার জিনিস তাহার বিনানুমতিতে বেচিতে বা কাহাকেও দিতে পারিবে না এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাড়ীর বাহিরে যাইতে পারিবে না। স্বামী অনুমতি দিলেও স্ত্রী বেপর্দাভাবে বাহিরে যাইতে পারিবে না।

(মৌলভী) ওয়াজ করিয়া বা মসলা বাতাইয়া টাকা লইতে পারিবে না। অযথা বাহাস-মুবাহাসার মধ্যে পড়িতে পারিবে না, মুরীদ করিবার বা তাবিজ গণ্ডা করিবার খাহেশ করিতে পারিবে না। এই হইল সংক্ষিপ্ত বয়ান। বিস্তারিত বর্ণনা অন্যান্য রিসালায় পাইবে।

তরীকতপন্থী, আল্লাহ্‌র আশেক এবং আল্লাহ্‌র পথের পথিক মুরীদের কর্তব্য

কিব্‌লা ও কা'বা হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ সাহেব কুদ্দাসাসিররুহুর লিখিত 'জিয়াউল কুলুব' কিতাব হইতে কতকগুলি নসীহতের কথা ঃ

আল্লাহ্‌র আশেক এবং আল্লাহ্‌র পথের পথিকের সর্বপ্রধান কর্তব্য এই যে, সর্বপ্রথমে ঈমানকে দুরস্ত করিতে হইবে; আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের সমস্ত আকীদাগুলি শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী দিলে ইয়াকীনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। তারপর কুরআন-হাদীসের আদেশানুসারে এবং সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীনের কথা অনুসারে রাসূলের তরীকার অনুসরণ করিতে হইবে। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব সবই রাসূলের তরীকা। তবে আগে ফরয, তারপর ওয়াজিব, তারপর সুন্নত, তারপর মুস্তাহাব; ইহাই তরতীব। ফরয বলিতে শুধু নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত বুঝা যায় না। অধিকন্তু মিথ্যা কথা না বলা, লোকের মনে কষ্ট না দেওয়া, লোকের ক্ষতি না করা, কাহাকেও ধোকা না দেওয়া, চুরি না করা, আমানতের হিফাজত করা, আমানতে খিয়ানত না করা, আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকাম শিক্ষা করা, ঘুষ-সুদ না খাওয়া, পর্দা প্রথা পালন করা, পরস্ত্রী স্পর্শ বা দর্শন না করা, গান-বাদ্য না শুনা, জুলুম না করা, আল্লাহ্‌র দোস্তের সঙ্গে দুস্তি এবং আল্লাহ্‌র দুশমনের সঙ্গে দুশমনী রাখা, অযথা কথা, কাজ এবং পাপের কাজ হইতে বিরত থাকা, হালাল উপায়ে রোযগার করা, অর্থের সদ্ব্যবহার করা, অসদ্ব্যবহার না করা, হাতের দ্বারা বা মলদ্বার বা অজাগায় বীর্যক্ষয় না করা, দাড়ি রাখা, দুঃস্থ-গরীবদের প্রতি দয়া করা; নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করা, কর্কশভাষী না হওয়া, সতর ঢাকিয়া রাখা, হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করা, মুসলমানে মুসলমানে গালাগালি, লাঠা-লাঠি না করা, ভাই-বোন, মা-বাপের সহিত অসদ্ব্যবহার না করা, তাস-পাশা, সতরঞ্জ, থিয়েটার-বায়স্কোপ ইত্যাদি খেল-তামাশা পরিত্যাগ করা, ইসলামের উন্নতির জন্য, ধর্মের খিদমতের জন্য জান-মাল কুরবান করিয়া রাখা, ছেলে-মেয়েদের ইসলামী আদব-কায়দা, ইসলামী চাল-চলন এবং বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া, ওযু-গোসল, পান-নাপাক, জায়েজ-নাজায়েয, হালাল-হারামের মসলা-মাসায়েল জানিয়া তদনুযায়ী চলা, অধীনস্থগণকে এবং পার্শ্ববর্তী লোকদের ধর্মের দিকে টানিয়া আনিবার জন্য অবিরত চেষ্টা করা, বিজাতীর অনুকরণ না করা, কুসংসর্গ হইতে দূরে থাকিয়া সৎসংসর্গ অবলম্বন করা। ইত্যাদিও ফরয এবং ওয়াজিবেরই অন্তর্ভুক্ত। তারপরে নফ্‌সের ইসলাহে লিপ্ত হইবে অর্থাৎ নফ্‌সের মধ্যে যে দোষগুলি আছে তাহা ক্রমান্বয়ে নফ্‌সের সহিত জিহাদ করিয়া দূর করিতে হইবে, দোষগুলির তালিকা পদ্যে এইঃ

দিলকে আয়না তুল্য করতে যদি চাও
দশটি খাসলত তবে দূর করে দাওঃ
কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, মদ, মোহ, কীনা,
গীবত, বখিলী, মিথ্যা, হারাম কু-ধারণা।

তারপর ভাল খাসলতগুলি নিজের ভিতর জন্মাইতে অভ্যাস করিতে হইবে এবং দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতে হইবে। ভাল খাসলতগুলির তালিকা পদ্যে এইঃ

আল্লাহ্‌র নৈকট্য যদি পাইবার চাও
দশটি খাসলত তবে ভিতরে জন্মাওঃ
সবর, শোকর, সন্তোষ, ইয়াকিন ও ইল্‌ম,
তওবা ও খুলুস, ভয়, তাওয়াক্কুল ও প্রেম।

শরীয়তে যে সমস্ত কাজ করার হুকুম আছে সেই সব করিবে, যে সব কাজ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে সে সব ছাড়িয়া দিবে; গুনাহের কাজ হইতে দূরে থাকিবে। সব সময় সব কাজে সুন্নতের পায়রবী করিতে যত্নবান হইবে। যে সব কাজ করিতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হইয়াছে, সে সব হইতে ত দূরে থাকা চাই-ই, তাহা ছাড়া যে সব কাজে সন্দেহ বা মতভেদ আছে, সেই সব হইতেও দূরে থাকিবে। ঘটনাক্রমে যদি কোন গুনাহের কাজ হইয়া পড়ে, কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ তওবা করিবে। আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চাহিয়া লইবে এবং নেক কাজ করিয়া ক্ষতিপূরণ করিবে। পাঁচ ওয়াক্তের নামায জামায়াতের সঙ্গে মসজিদে গিয়া পড়বে। ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নত আদায় করিয়া যে সময় বাঁচে তাহাতে নিজের দেলকে দুরস্ত করিবার চেষ্টা করিবে। নফল নামায এবং অজীফার পিছে বেশী না পড়িয়া দিলকে দুরস্ত করিবার জন্য বেশী চেষ্টা করিবে এবং দিল দুরস্ত করাকেই নিজের আসল এবং হামেশার কর্তব্য বলিয়া মনে করিবে, এক কদমও গাফিল থাকিবে না। দিলের মধ্যে যদি জওক-শওক পাও, তবে আল্লাহ্ তায়ালার শোকর করিবে এবং অল্পকেও বেশী মনে করিবে। সব কাজ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করিবে। কাশ্‌ফ ও কিরামত জাহির হইলে তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে না; বরং বেজার হইবে এবং দিলের সঙ্গে এই আকাঙ্ক্ষা করিবে- যেন না হয়। বস্তের (بسط) হালতে শোকর করিবে এবং ফখর করিবে না। শরীয়তের হদ্-এর বাহিরে যাইবে না। কবয (قبض) পেশ্ আসিলে তাহাতে ভগ্নোৎসাহ হইবে না, সাহসে বুক বান্ধিয়া যথাযথভাবে সব কাজ ঠিকমত করিতে থাকিবে। সব ইবাদতের মধ্যে নিজের উপর বদ-গুমানী রাখিয়া এই মনে করিবে যে, আমি ত ইবাদতের হক কিছুই আদায় করিতে পারিলাম না। নিজের দিলের অবস্থা যার তার কাছে বলিবে

না। মারেফতের কথা প্রকাশ্যে সকলের সামনে বয়ান করিবে না এবং যে ব্যক্তি সেই সব কথা বুঝিবার যোগ্য নহে, তাহার কাছেও বয়ান করিবে না এবং যে উপযুক্ত হয় তাহার কাছেও গুপ্তভাবে বয়ান করিবে। প্রত্যেক কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করিয়া সব কাজ সময়মত করিবে, যেন কোন একটু সময়ও নষ্ট না হয়। বার বার মনের গতি বদলাইবে না; যখন যাহা ইচ্ছা হইল তখন তাহা করিলাম– এমনটি করিবে না। দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যাহা কিছু আছে সব দিল হইতে দূর করিয়া দিবে– নতুবা হাজার বৎসর পর্যন্ত যিকির শোগল করিলেও কোন ফল হইবে না। তোমার দিল যেমন একখানা আয়না, ইহাতে যেন মাশুক অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতিবিম্ব না পড়িতে পারে। ইজ্জত এবং মর্তবার খাহেশ হইতে পানাহ মাঙ্গিবে। কেননা এই খাহেশ গুমরাহী। সময়কে অমূল্য রত্ন মনে করিবে, হেলায় এ রত্ন হারাইবে না। কেননা যে সময়টুকু চলিয়া যায়, তাহার আর ফিরিয়া আসে না। মুরীদ হইয়া আলস্য পরিত্যাগ করতঃ অসীম সাহসিকতার সহিত কাজ করিতে হইবে; সুখ-দুঃখের চিন্তাকে দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে, নতুবা আল্লাহ্‌কে পাওয়া যাইবে না। যাহারা দ্বীনের কদর বুঝে না তাহাদের নিকট হইতে এবং যাহারা তরীকত মানে না, তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিবে। বিদআতীদের নিকট হইতে, শরার বর-খেলাফ ফকীরদের নিকট হইতে এবং যাহারা সুন্নতের বরখেলাফ চলে, তাহাদের নিকট হইতে (যদিও সে কাশ্ফ ও কারামত দেখায় বা এমনকি যদিও সে শূন্যে উড়িতে বা শুক্‌না পায়ে নদী পার হইতে পারে তবুও তাহাদের নিকট হইতে) দূরে থাকিবে। লোকের সঙ্গে যতটুকু জরুরত হয় ততটুকু মেলামেশা করিবে, জরুরত ছাড়া মেলামেশা করিবে না। চাই নেককার হউক, চাই বদকার– সকলের সঙ্গে শিষ্টাচার এবং নম্র ব্যবহার করিবে। আযিযীকে নিজের খাছলাত বানাইয়া রাখিবে। কাহারও উপর ই'তিরাজ করিবে না। কথা বলিতে নম্রভাবে এবং নরমিয়তের সহিত বলিবে। চুপ থাকাকে ভালবাসিবে। চুপে চাপে নিজের কাজে লিপ্ত থাকিবে। দিলের মধ্যে সব সময় ইত্‌মিনান এবং শান্তি রাখিবে, দিলকে পেরেশান হইতে দিবে না। দুঃখ বা সুখ যে বিষয়ই পেশ্ আসুক না কেন, সব আল্লাহ্‌র তরফ হইতে জানিয়া সবর ও শোকর করিবে। সব সময় খেয়াল রাখিবে যেন দিলের মধ্যে গায়রুল্লাহ্‌র খেয়াল না আসিতে পারে। দ্বীনের খিদমত করাতে করাকে নিজের জিম্মার কাজ বলিয়া মনে করিবে। প্রত্যেক কাজে আগে নিয়ত খালেস করিয়া লইবে, তারপর কাজে হাত দিবে। পানাহার এত বেশীও করিবে না যে, শরীরে আলস্য আসিয়া যায় এবং এত কমও করিবে না যে, শরীর শুকাইয়া ইবাদত-বন্দেগী হইতে মাহরূম হইয়া যাও; সব কাজেই এই রকম অতি বেশী এবং অতি কম হইতে বাঁচিয়া মধ্যবর্তী অবস্থা

অবলম্বন করিবে। নফ্‌সকে যদি ভাল খাওয়াও তবে তাহার দ্বারা সেই রকম কাজও লইবে। নিজের হাতের কামাই খাওয়াই উত্তম। বাল-বাচ্চার ভার গর্দানে না থাকিলে যদি কেহ তাওয়াক্কুল করিয়া বসে সেও মন্দ নয়; কিন্তু খবরদার যেন অন্য কাহারও ভরসায় না থাকে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন দিকে যেন দিল না যায়। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও তরফ হইতে কোন ক্ষতির আশঙ্কাও রাখিবে না, কোন লাভের আশাও রাখিবে না। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর সঙ্গেই দিল লাগাইবে না। সতত আল্লাহ্‌র তালাশে অস্থির ও ব্যাকুল থাকিবে। এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুতেই সুখ এবং শান্তি লাভ করিবে না। যেখানেই থাক না কেন, যে অবস্থায় থাক না কেন, আল্লাহ্‌র যিকিরে মশগুল থাকিবে। আল্লাহ্‌র নিয়ামত চাই যতই কম হউক না কেন, তাহার শোকর আদায় করিতে থাকিবে। অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িলে অনাহারে-অনশনে দিনাতিপাত করিতে হইলে বা হাত খালি হইয়া গেলে, তাহাতে আদৌ ঘাবড়াইবে না– একটুমাত্র পেরেশান হইবে না; বরং এই অবস্থাকে ইজ্জত এবং গৌরবের জিনিস বলিয়া মনে করিবে; কেননা আম্বিয়া-আউলিয়ার এই রকম অবস্থা ছিল। আল্লাহ্ তায়ালা বিনা আয়াসে তোমাকে সেই অবস্থা দান করিয়াছেন, তোমার শোকর করা উচিত। অধীনস্থ লোকদের সঙ্গে নরম এবং স্নেহের ব্যবহার করিব, তাহাদের ওজর কবুল করিবে, কোন খাতা-কসূর হইয়া গেলে তাহা মাফ করিবে কাহারও নিন্দা-মন্দ বলিবে না, কাহারও দোষ দেখিবে না, সব সময় নিজের দোষের দিকে দৃষ্টি রাখিবে। সমস্ত মুসলমানকে নিজ অপেক্ষা ভাল মনে করিবে, নিজের কথা ঠিক হওয়া সত্ত্বেও কাহারও সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করিবে না। মেহ্‌মান এবং মুসাফিরদের খিদমত করাকে নিজের পেশা বানাইয়া রাখিবে। গরীব-মিসকীনদের সংসর্গকে ভালবাসিবে। আলিম, তালিবে ইল্‌ম এবং নেক লোকদের খিদমত করাকে নিজের ইজ্জত এবং গৌরব বলিয়া মনে করিবে। টাকা-পয়সা খরচ করিবার সঙ্গতি হইলে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া খরচ করিবে, যাহাতে নিজের বাতেনি লোকসান না হইয়া পড়ে, কোন জিনিসের সঙ্গে দিল লাগাইবে না। হওয়া না হওয়া, থাকা না থাকা উভয়কে সমান মনে করিবে। গরীবদের মত পোশাক পরাকে দিলের সঙ্গে পছন্দ করিবে। খাওয়া-পরা যখন যেমন মিলে তাহাতেই তৃপ্ত থাকিবে। অন্য মুসলমান ভাইদের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ অপেক্ষা বেশী দেখিবে। আল্লাহ্‌র রাস্তার ভুক-পিয়াসাকে দিলের সঙ্গে পছন্দ করিবে, কেননা ভুক-পিয়াস আল্লাহ্‌র দান। কম হাসিবে, বেশী কাঁদিবে। আল্লাহ্‌র আযাব এবং আল্লাহ্‌র বেনিয়াযী হইতে সব সময় ভীত-কম্পিত থাকিবে। মৃত্যুর চিন্তার ফলে সব গায়রুল্লাহ্ দিল হইতে দূর হইয়া যায় সুতরাং মৃত্যুর চিন্তাকে সব সময় দিলে জাগাইয়া রাখিবে। দোযখ হইতে সব সময় পানাহ্ মাঙ্গিতে থাকিবে,

কেননা দোযখ আল্লাহ্ হইতে জুদায়ীর জায়গা, বেহেশ্‌তকে মাঙ্গিতে থাকিবে, কেননা বেহেশ্‌তই আল্লাহ্‌র দীদারের এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলনের স্থান। নফ্‌সের নিকট হইতে হিসাব লওয়া একান্ত আবশ্যক, দিনের হিসাব মাগরিবের পরে এবং রাত্রের হিসাব ফজরের পরে লইবে। নফ্‌সের নিকট হইতে হিসাব লওয়ার অর্থ এই যে, এই হিসাব করিয়া দেখিবে যে, আজ আমি কতগুলি ভাল কাজ করিয়াছি এবং কতগুলি মন্দ কাজ করিয়াছি; ভাল কাজগুলির উপর আল্লাহ্‌র শোকর করিবে এবং মন্দ কাজগুলির জন্য নফ্‌সকে তিরস্কার করিবে এবং তওবা করিবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে আযিযীর সঙ্গে মাফ চাহিবে। সত্য কথা বলা এবং হালাল রুজী খাওয়াকে নিজের উপর লাযেমী-দায়েমী করিয়া রাখিবে। খেল-তামাশার জায়গায় যাইবে না। মূর্খতার কারণে দেশে যে সব রসম জারী হইয়া গিয়াছে সে সব হইতে দূরে থাকিবে। আল্লাহ্‌র দোস্তের সঙ্গে দুস্তি কর এবং আল্লাহ্‌র দুশমনের সঙ্গে দুশমনী কর, দুষ্টকে দমন কর বা শিষ্টকে পিয়ার কর তবে এই সবই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হওয়া চাই। কাহারও উপর জুলুম করিবে না। লোভ করিবে না। শরম রাখিবে; বেহায়া হইবে না। কথা কম বলিবে। কষ্ট কম অনুভব করিবে। পরস্পর শান্তির সঙ্গে থাকাকে ভালবাসিবে। সব কাজে আল্লাহ্‌র বশীভূত থাকিবে। সব সময় নেক কাজে লিপ্ত থাকিবে। চাল-চলন ভাল এবং ভদ্র রাখিবে, হালকা কথা বলিবে না। হালকা কাজ করিবে না, পাতলামী করিবে না। সব জায়গায় সহিষ্ণুতা ও বর্দবারির সঙ্গে কাজ করিবে। ভাল খাসলতের এই-ই আলামত এবং এই-ই সদ্‌গুণাবলী এবং ইহাও অতি জরুরী কথা যে, এই সব হাসিল করিয়া খবরদার যেন মগরুর না হয়, গর্ব না করে, ফখর মনে না আসে এবং নিজকে ভাল মনে না করে এবং ইহাও দরকার যে, আউলিয়া-আল্লাহ্‌র মাযার এবং বুযুর্গদের যিয়ারত হাসিল করিবে এবং যে সময় দিলের মধ্যে অন্য কোন চিন্তা না থাকে, তখন তাঁহাদের রূহের দিকে মন দিয়া তাঁহাদের রূহানিয়াতকে নিজের পীরের সুরতে কল্পনা করিয়া তাঁহাদের ফয়েয এবং বরকত হাসিল করিবে (ইহা খাস লোকের জন্য)। মাঝে মাঝে সাধারণ মুসলমান ভাইদের কবরের কাছে গিয়া নিজের মউত ইয়াদ করিবে এবং ফাতিহা পড়িয়া সওয়াব বখ্‌শাইবে। পীরের হুকুম এবং পীরের আদবকে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্ এবং রাসূলের হুকুম এবং আদবের পরিবর্তে মনে করিবে; কেননা এইসব বুযুর্গ আল্লাহ্‌র রাসূলের নায়েব (পরিবর্তনের অর্থ এ নয় যে, সেই পরিমাণ! অর্থ এই যে, পীরের দরজার মত তাঁহার তা'জিম; অর্থাৎ তাঁহার শরীয়তের মুওয়াফিক হুকুমগুলি পালন করিতে অবহেলা বা ইতস্ততঃ করিয়া তাহার মনে কষ্ট দিবে না)।

কয়েকটি আদব

হাদীসঃ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ

ভাবার্থঃ "মুসলমান সে-ই, যাহার (কোন কথা বা কোন ব্যবহারে) দ্বারা কোন মুসলমান কোনরূপ কষ্ট না পায়।"

بهشت انجا كه آزارے نباشد - كسے راباكسے كارے نباشد

দুঃখ কষ্ট যথা নাই, পরস্পর ভাই ভাই;
মিলিমিশি থাকে যেন একটি পরাণ,
বেহেশ্ত তাহারই নাম, সুখের নিধান।

১. যদি কোন কাজে লিপ্ত মুরব্বী ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, তবে এমন স্থানে বা এমনভাবে বসিবে না যাহাতে তিনি জানিতে পারেন যে, তুমি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছ। কেননা ইহাতে একাগ্রতা ভঙ্গ হইয়া তাঁহার কাজে ব্যাঘাত জন্মিতে পারে।

২. অনেক লোক স্পষ্টভাবে কথা না বলিয়া ভদ্রতা রক্ষার্থে ইশারা-কেনায়ায় কথা বলে; অথচ কোন কোন সময় তাহার অর্থ শ্রোতার বুঝে আসে না বা ভুল বুঝিয়া বর্তমানে বা ভবিষ্যতে অনেক পেরেশানী উঠাইতে হয়। অতএব কথা পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে বলিবে।

৩. কোন কোন লোক অযথা পিঠের পিছে বসিয়া থাকে, তাহাতে সম্মুখস্থ ব্যক্তির মন অস্থির হইয়া উঠে। অতএব বিনা জরুরতে এইরূপ বসা উচিত নয়।

৪. কোন কোন সময় কোন কোন কাজ অন্যের দ্বারা করাইতে মনে চায় না। এইরূপ সময় এইরূপ কাজ করিবার জন্য জেদ করা ভাল নহে; কেননা এইরূপ করিলে খিদমত করিয়া যাহার মনতুষ্ট করিতে চাও তিনি হয়ত বরং কষ্ট পাইয়া অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। এইরূপ কাজ এবং এইরূপ সময় তাঁহার স্পষ্ট নিষেধ, অথবা জ্ঞানের দ্বারা হাবভাবে বুঝিয়া লওয়া উচিত।

৫. কার্যে লিপ্ত ব্যক্তির কাছে বসিয়া তাহার দিকে তাকাইও না, এমনকি তাহার দিক হইয়াও বসিও না; কেননা ইহাতে তাহার মনে অন্যমনস্ক ভাব আসে এবং মন ভার ভার বোধ হয়।

৬. অন্যের চিঠি কখনও বিনা অনুমতিতে পড়িও না।

৭. উস্তাদ বা পীরকে 'হাদিয়া' দিবার নিয়ম (সুন্নত তরীকা) এই যে, তাঁহার নিকট কোন কিছুর দরখাস্ত করিতে হইলে তখন হাদিয়া দিবে না। কেননা ইহা এক

রকম ঘুষের মত দেখায়; কাজেই তিনি হয়ত শরমিন্দা হইবেন, অথবা মনে কষ্ট পাইবেন।

৮. সামনে জায়গা থাকা সত্ত্বেও অনর্থক পিঠের পিছে বসিলে বড়ই কষ্টবোধ হয়; কাজেই এইরূপ বসা অনুচিত।

৯. অযীফার সময় খাসভাবে নিকটে বসিয়া অপেক্ষা করিলে মনে অন্যমনস্ক ভাব আসিয়া অযীফার ক্ষতি হয়।

১০. কথা বলিবার সময় স্পষ্ট ও অকপটভাবে মনের কথা খুলিয়া বলিবে। অনর্থক বাগাড়ম্বর দেখাইবার জন্য মনের কথা গুপ্ত রাখিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কথা বলিবে না।

১১. যদি কোন বুযুর্গ তোমাকে কোন কাজের ফরমায়েশ করেন তবে তাহা শেষ করিয়া তাঁহাকে আবার খবর দিবে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া মনে শান্তি পাইবেন ও তোমাকে দোয়া দিবেন।

১২. কাহারও সহিত সাক্ষাত করিতে গেলে বিনা জরুরতে এত বেশীক্ষণ বসিও না বা এত বেশীক্ষণ আলাপ করিও না যাহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিতে পারেন কিংবা তাঁহার কোন কাজের ক্ষতি হইতে পারে (জরুরত থাকিলে তাঁহার অনুমতি লইয়া বিলম্ব করিতে পার)।

১৩. যদি কেহ তোমাকে কোন কাজের কথা বলেন, তবে তাহা শুনিয়াই "জি, হাঁ" জি না" বা "জি আচ্ছা", কিছু একটা বলা উচিত, অন্যথায় বক্তার মনে অশান্তি থাকিয়া যাইবে। তিনি হয়ত ভাবিবেন যে, তুমি এই কাজ করিবে, অথচ তোমার তাহা করিবার ইচ্ছা নাই; তখন অনর্থক তিনি তোমার আশায় থাকিয়া পরে কষ্ট পাইবেন।

১৪. কাহারও বাড়ীতে মেহমান হইলে তাহাকে কোন খাবার জিনিসের ফরমায়েশ করিও না, বা কোন খাবার রুচি-বিরুদ্ধ হইলে তাহা ভাবে বা কথায় প্রকাশ করিও না; কেননা ইহাতে মেযবান (গৃহস্বামী) মনে কষ্ট পাইবে। সে যাহা খাওয়াইতে পারে, তাহাই নীরবে খাইয়া শোকর ও দোয়া করা উচিত।

১৫. যেখানে অন্য লোক বসিয়া আছে সেখানে বসিয়া থুথু ফেলিও না বা নাক সাফ করিও না। যদি দরকার হয় তবে উঠিয়া একপার্শ্বে গিয়া কাজ সারিয়া আসিবে।

১৬. খাইবার সময় এমন কোন জিনিসের নাম লইবে না যাহাতে মনে ঘৃণার উদ্রেক হইতে পারে।

১৭. রোগীর কাছে কিংবা তাহার বাড়ীর লোকের কাছে এমন কোন কথা বলিও না যাহাতে রোগীর জীবনে হতাশা আসিতে পারে, কেননা ইহাতে অনর্থক মন ভাঙ্গিয়া যাইবে; বরং সান্ত্বনার কথা বলিবে যে, "আল্লাহর ফযলে রোগ আরোগ্য হইবে, শীঘ্রই ইনশাআল্লাহ্ ভাল হইয়া যাইবে" ইত্যাদি।

১৮. কাহারও সম্বন্ধে গোপনীয় কথা বলিতে হইলে সে তথায় উপস্থিত থাকিলে চোখ কি হাতে তাহার দিকে ইশারা করিবে না; কেননা ইহাতে অনর্থক তাহার মনে সন্দেহ হইবে। ইহা ত তখনকার কথা, যখন সে গোপনীয় কথা বলা শরীয়ত অনুযায়ী জায়েয হয়। কিন্তু যদি শরীয়ত অনুযায়ী জায়েয না হয় তবে তেমন আলাপ করাই গুনাহর কাজ।

১৯. শরীর বা কাপড়ে দুর্গন্ধ হইতে দিও না। যদি ধোয়া অন্য কাপড় না থাকে তবে গায়ের পরা কাপড়ই ধুইয়া লইবে।

২০. লোক বসিয়া আছে এমতাবস্থায় ঝাড়ু দিবে না; কেননা ধুলা উড়িয়া গায়ে যাইতে পারে।

২১. মেহমানের উচিত যে, পেট ভরিয়া গেলে সামান্য ভাত-তরকারী বাঁচাইয়া রাখিবে; নতুবা বাড়ীওয়ালা সন্দেহ করিতে পারে যে, মেহমানের খানা কম হইয়াছে; ইহাতে সে বড়ই লজ্জিত হয়।

২২. চৌকি, পিঁড়ি, লাঠি, বটি, দাও, কাঁচি, বদনা, বাসন, কলস, ইট প্রভৃতি রাস্তায় ফেলিয়া রাখিও না।

২৩. শিশুদিগকে হাসাইবার জন্য আদর করিয়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করিবে না কিংবা খিড়কীর ভিতর দিয়া লটকাইবে না; হয়ত পড়িয়া যাইতে পারে।

২৪. গোপন স্থানে কাহারও কোন ফোঁড়া, বাগী ইত্যাদি হইলে জিজ্ঞাসা করিও না যে, "কোথায় হইয়াছে?"

২৫. ফল খাইয়া তাহার বীজ বা খোসা কাহারও উপর দিয়া নিক্ষেপ করিবে না যেখানে সেখানে ফেলিবে না।

২৬. কাহাকেও কোন জিনিস দিতে হইলে দূর হইতে নিক্ষেপ করিয়া দিবে না।

২৭. যাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় নাই তাহার সহিত সাক্ষাত হইলে তাহার বাড়ীর খবর জিজ্ঞাসা করিও না।

২৮. কাহারও কোন বিপদ সংবাদ শুনিয়া ভালরূপে না জানিয়া তাহা কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না, তাহার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে ত কিছুতেই অনুচিত।

২৯. খানার মজলিসে সালুন-তরকারীর দরকার হইলে মেহমানের সম্মুখ হইতে পেয়ালা না উঠাইয়া অন্য পেয়ালায় করিয়া আনিয়া দিবে।

৩০. ছেলে-মেয়েদের সম্মুখে শরমের কথা বলিও না।

৩১. যাহার সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, সে তোমার কথা এমনকি তোমার ইশারা পর্যন্ত অবশ্য পালনীয় বলিয়া মনে করিবে, তাহাকে এমন কোন কাজের হুকুম দিবে না– যাহা শরীয়ত মত ওয়াজিব নহে।

৩২. যদি কাহারও উপর কোন কারণবশতঃ রাগ করিতে হয় অথবা ঘটনাক্রমে কাহারও সহিত ঝগড়া হইয়া যায়, তবে সময়ান্তরে তাহাকে ডাকিয়া সন্তুষ্ট করিয়া দিবে এবং বাস্তবিক যদি তোমার অন্যায় হইয়া থাকে তবে তাহা মাফ চাহিয়া লইবে; নতুবা আজ সে ছোট ও নিরাশ্রয় হইলেও কিয়ামতের দিন সে তোমার সমকক্ষই হইবে।

সংক্ষিপ্ত অজীফা

বায়য়াতনামা প্রথম সবক ও দুসরা সবকের আমল আগে ঠিক করিয়া নিবে। ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় করার পর যাহার সময় আছে, সে এই সংক্ষিপ্ত অজীফা পালন করিবে এবং পীর সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া আমল করিবে।

নামাযঃ তাহাজ্জুদ, ইশ্‌রাক, চাশত, সালাতুল আওয়াবীন, আসরের ফরযের পূর্বে চার রাকাত, শুক্রবারে সালাতুত তাসবীহ্ এবং ইশার ফরযের পূর্বে চার রাকাত।

রোযাঃ আইয়ামে বীজের ৩ রোযা (অর্থাৎ প্রত্যেক চাঁন্দের ১৩ই, ১৪ই এবং ১৫ই) বৃহস্পতিবার এবং সোমবারের রোযা, ষষ ঈদ (অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের পর শাওয়ালের চাঁন্দে ছয় রোযা) হজ্জের দিনে রোযা এবং আশুরার রোযা (অর্থাৎ মুহররমের ৯ই ও ১০ই)।

অজীফা

ফজরে (فَجْرٌ) ঃ (সহীহভাবে) কুরআন শরীফ তিলাওয়াত (যত পরিমাণ সম্ভব), আলহামদু শরীফ ৪১ বার, সূরায়ে ইয়াসীন ১ বার, ইস্তিগফার ১০০ বার, মুনাজাতে মকবুল ১ মঞ্জিল। কলেমায়ে তৈয়্যেব ১০০ বার, দরূদ শরীফ ১০০ বার।

যোহরে (ظُهْرٌ) ঃ কলেমায়ে তৈয়্যেব ১০০ বার, দরূদ শরীফ ১০০ বার, সূরায়ে ফাতহ্ (اِنَّا فَتَحْنَا) ১ বার, দালাইলুল খায়রাত ১ মঞ্জিল।

আসরে (عَصْر) ঃ عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ একবার,

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ১০০ বার।

মাগরিবে (مَغْرِبْ) ঃ سُوْرَةُ وَاقِعَةٌ (ছুরা ওয়াকেয়া) একবার, কলেমা তৈয়্যেব ১০০ বার, দরূদ শরীফ ১০০ বার।

ইশায় (عِشَاءْ) ঃ سُوْرَةُ سَجْدَةٌ (সূরা সিজদা) একবার, تَبَارَكَ (سُوْرَةُ مُلْكْ) الذى (তাবারাকাল্লাযি) একবার, কলেমায়ে তৈয়্যেব ১০০ বার, দরূদ শরীফ ১০০ বার।

ইস্তেগ্‌ফারে আযীম

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

কলেমা সুওম

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

কলেমা চাহারাম

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ - وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

এই দুইটি কলেমাও সকলেরই মুখস্থ করা এবং পড়া কর্তব্য।

আয় আল্লাহ্! এই পুস্তকের কথাগুলিকে আমার ভাইদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত করিয়া দাও এবং তাঁহাদের জন্য তোমাকে পাওয়ার সরল পথ বানাইয়া এই আকিঞ্চণ দাসের জন্য নাজাতের ওসীলা করিয়া দাও। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

নাচিজ

শামছুল হক

শাজারায়ে, চিশ্‌তিয়া, ছাবেরিয়া, এমদাদিয়া, আশরাফিয়া, হক্কানিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

ইলাহি! আমার হৃদয়ে ইশ্‌কের আগুন জ্বালাইয়া দাও। ইলাহি! আমায় তোমার পাগল বানাইয়া রাখ। ইলাহি! ইশ্‌কের আগুন দিয়া আমার মনের সব আবর্জনাকে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দাও। ইলাহি! দুনিয়ার মহব্বত আমার দিল হইতে দূর করিয়া তোমার মহব্বতে আমার দিল ভরিয়া দাও। ইলাহি! তোমার মা'রেফাতের নূর দিয়া আমার সিনাকে গুল্‌জার করিয়া দাও। ইলাহি! এই সমস্ত আওলিয়ার ওসীলায় তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি, চিরকাল আমায় তোমার ভক্ত দাস বানাইয়া রাখ।

১. ইলাহি! আমার পীর তোমার পেয়ারা বান্দা মাওলানা শামছুল হক সাহেব, ২. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেব, ৩. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা মাওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ সাহেব, ৪. ইলাহী! তোমার পেয়ালা বান্দা মাওলানা মিয়াঁজী নূর মোহাম্মদ সাহেব, ৫. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা মাওলানা হাজী আবদুর রহীম শহীদ সাহেব, ৬. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ আবদুল বারী সাহেব, ৭. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ্ আবদুল হাদী সাহেব, ৮. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ্ আযদুদ্দীন সাহেব, ৯. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ সাহেব, ১০. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ মুহাম্মদী সাহেব, ১১. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ্ মুহিবুল্লাহ সাহেব, ১২. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ আবু সাঈদ সাহেব, ১৩. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ নিজামুদ্দীন বলখী রাহিমাহুল্লাহ, ১৪. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা মাওলানা মাওলানা শাহ্ জালালুদ্দিন রহিমাহুল্লাহ, ১৫. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ আবদুল কুদ্দস রাহিমাহুল্লাহ, ১৬. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা মাওলানা শায়েখ মখদুম আলিম রাহিমাহুল্লাহ, ১৭. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা মাওলানা (আহম) আবদুল হক রাহিমাহুল্লাহ, ১৮. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ্ জালালুদঈন রাহিমাহুল্লাহ, ১৯. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা মাওলানা শায়েখ শামছুদ্দীন তুর্ক

রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ২০. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা শায়েখ আলাউদ্দিন ছাবের রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ২১. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ শায়েখ ফরিদুদ্দীন শকরগঞ্জ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ২২. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ২৩. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা মাওলানা খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ২৪. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা মাওলানা খাজা উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ২৫. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা মাওলানা শাহ শরীফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ২৬. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা মাওলানা খাজা মওদুদ চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ২৭. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা শাহ আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ২৮. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা শাহ আবু মুহাম্মাদ চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ২৯. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা শাহ আহম আব্দাল চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ৩০. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা শায়েখ আবু ইসহাক শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ৩১. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা খাজা শামসাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ৩২. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা হযরত আবু হুবায়রা বসরী রাহমাতুল্লাহি, ৩৩. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা হযরত শাহ হুযায়ফা মারআশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ৩৪. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা হযরত শাহ ইবরাহীম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ৩৫. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা হযরত শাহ ফুযাইল ইবনে আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ৩৬. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা খাজা আবদুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ৩৭. ইলাহি! তোমার পিয়ারা বান্দা হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ৩৮. ইলাহি! তোমার পিয়ারা ওলী হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু, ৩৯. ইলাহি! তোমার পিয়ারা হাবীব হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–

ইয়া রব্বানা! ইয়া রব্বানা!! ইয়া রব্বানা!!!

ইয়া রব্বানা! ইয়া রব্বানা!! ইয়া রব্বানা!!!

তোমার এই সমস্ত আওলিয়া ও আম্বিয়াদের তোফায়েলে এবং তোমার এই সমস্ত জান-ফিদা আশিক ও আরিফগণের (যাঁহারা শুধু তোমার সন্তুষ্টি হাসিল করিবার জন্য তোমার ইশ্‌কে আত্মহারা হইয়া নিজের যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিয়াছেন, তাঁহাদের) ওসীলায় আমি তোমার কাছে এই যাঞ্চা, এই ভিক্ষা করিতেছে যে, তুমি নিজ রহমতে আমার সব গুনাহ মাফ করিয়া দাও এবং আমার ক্বালবে তোমার ইশক ও মারেফাত ভরিয়া দিয়া ইহ-পরকালে আমাকে তরাইয়া লও। আমীন! ছুম্মা আমীন!!